# স্নেহময়ী

---

অথর্ববেদের বঙ্গানুবাদক


কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি. এ., এল. এম. এস.

প্রণীত


---

তৃতীয় সংস্করণ।

---


কলিকাতা

২৮ নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট সুহৃদ প্রেস হইতে
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত ও

কবিরাজ শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী কর্ত্তৃক
২৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

১৯১৩

ডাকসংস্করণ—উপহারের যোগ্য ২৲] [সাধারণ সংস্করণ-১

# অথর্ববেদ সংহিতা

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ., এল. এম. এস,

মহাশয় কর্ত্তৃক

মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইতেছে

---

অথর্ববেদ আয়ুর্ব্বেদের মূল। বহুকাল হইতে ইহা এদেশে অপ্রচলিত ছিল ; এমন কি অথর্ববেদের পুস্তক পর্য্যন্ত বিরল থাকায় কেহই ইহার মর্ম্মার্থ জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে শ্রীযুক্ত কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বহুযত্ন সহকারে বহু দূর দেশ হইতে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এ দেশের পরম উপকার সাধন করিতেছেন। উক্ত গোস্বামী কৃত বঙ্গানুবাদ বিশুদ্ধ ও অতি সরল, পাঠ করিলে অথর্ববেদের মর্ম্মার্থের সহজেই বোধ হইতে পারে। আমি বঙ্গানুবাদকারির পরিশ্রম ও অধ্যবসায় নৈপুণ্য ও বৈদিক সংস্কৃতাভিজ্ঞতা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম ; শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোস্বামী অধ্যবসায় সহকারে অথর্ববেদের বঙ্গানুবাদ সুসম্পন্ন করিবেন। ইতি ৮ জ্যৈষ্ঠ সন ১৩২০

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, ভাটপাড়া।

চিকিৎসা শাস্ত্র পারদর্শী শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী মহোদয় প্রণীত অথর্ববেদের কতিপয় অংশের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। বর্ত্তমান সময়ে অনেক অনুবাদকের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই সকল অনুবাদকের প্রণীত অনুবাদ অনেক স্থলে শব্দানুবাদমাত্র, অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় প্রণীত অথর্ববেদের অনুবাদ শব্দানুবাদ নহে, সম্পূর্ণ অর্থানুবাদ ; এই অনুবাদ দ্বারা অথর্ববেদের অর্থ সম্পূর্ণ রূপে

পরিস্ফুট হইয়াছে। আয়ুর্বেবদের অনেকস্থলে অথর্ববেদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; সুতরাং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সম্যক পর্য্যালোচনাতে এই অনুবাদ বিশেষ উপযোগী, সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। আশীর্ব্বাদ করি, গোস্বামী মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া সম্পূর্ণ অথর্ব্ববেদের অনুবাদ করিয়া দেশের মহোপকার সাধিত করুন। ইতি—৭ই আশ্বিন সন ১৩২০।

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ

I have carefully read the specimen of the edition and translation of the Atharvaveda by Pandit Surendra Nath Gosvami and I find that he faithfully follows Sayanas Commentary. No attempt has yet been made in Bengal to edit and translate that Veda and for that reason alone Mr. Gosvami's undertaking deserves encouragement, from all people interested in the welfare of Bengal and Bengali Literature. All sciences and arts of the Hindus trace their origin from the Atharva Veda. The science of medicine, the art of war and even the occult sciences profess to have come out from this Veda. So any one who attempts to popularise such a veda lays the Bengali Society under great obligation.

MAHAMAHOPADHAYA
HARA PRASHAD SHASTRI, C. I. E., M. A. ETC
( Late Principal Sanskrit College )

—o—

# By the same author.

## EASTERN THOUGHTS WITH WESTERN ANNOTATIONS.

---

LIFE HERE AND HEREAFTER

OR THE SCIENCE OF ETHER

Patronised by the Governments of Bengal and Bombay.

—o—

Honble' Justice.

SIR ASUTOSH MUKERJEA, SARASWATI ;

M. A, D. L, C. S. I. ETC.

—(*Vice Chancellor of the Calcutta University*)

"You have successfully shewn that many recent scientific discoveries were shadowed forth centuries ago in the writings of our sages. The subject is capable of much interesting research.'

SRIJUT HIRENDRA NATH DUTT, VEDANTARATNA,

M. A., B, L.,

"You seek to harmonise the science of the *Rishis* with the latest discoveries and researches of modern science. You are eminently fitted for this useful work."

MR. P. EVANS LEWIN, LIBRARIAN,

*Royal Colonial Institute, London.*

"I think it a very interesting book, as it shows how many of the descoveries of modern science have been foreshadowed in Eastern thoughts. I am glad that you have been able to continue this useful and suggestive work which should be greatly appreciated by all who are interested in the close conection between Eastern philosophy and western science.

# উৎসর্গ-পত্র

কেহ কেহ বলিতেছেন, বঙ্গসাহিত্যে এরূপ
পুস্তক খুব কমই বাহির হইয়াছে;
যদি সত্য তাহাই হয়—

তাহা হইলে,

যাঁহার চরিত্রের স্নিগ্ধ আলোকে আমার

" স্নেহময়ী "

বাল্যে প্রস্ফুটিত,

পরমারাধ্যা আমার সেই

**জননীর**

পবিত্রনামে

এবং

যাঁহার পবিত্র মৃত্তিকাস্পর্শে আমার

" স্নেহ "

স্বর্গীয় শিশিরের মত বঙ্গের
গৃহে গৃহে অভিব্যক্ত আমার সেই পবিত্র

**জন্মভূমির নামে**

এই পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকার।

—:—

# ভূমিকা।

স্নেহময়ী—উপন্যাস। উপন্যাসের বাজার এমন হইয়াছে, যে সহজে সেখানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয় না ; কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, সুরেন্দ্র বাবুর এই "স্নেহময়ী" উপন্যাস নহে,—ইহা গীতার ব্যাখ্যা ! গীতাকার শ্লোকের দ্বারা সত্য প্রচার করিয়াছেন, আর সুরেন্দ্র বাবু নরনারীকে সেই সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদের কার্য্য দেখাইয়া দিয়াছেন। আদর্শ বড়ই উচ্চ ! কিন্তু যে দেশের লোকে এখনও গীতা পাঠ করিয়া থাকেন, সে দেশে সুরেন্দ্র বাবুর "স্নেহময়ীর" আদর্শ উচ্চ হইলেও তাহা অনুকরণীয়, —সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি sensational কিছু চাহেন, তিনি হয়ত "স্নেহময়ী" পড়িবেন না ; —কিন্তু যিনি শান্তি লাভ করিতে চাহেন, মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে চাহেন, তিনি এই পুস্তক খানি অবশ্যই পাঠ করিবেন। আমরা লেখকের উচ্চ হৃদয়, প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব, অকৃত্রিম স্বদেশ হিতৈষণার শতমুখে প্রশংসা করি। "স্নেহময়ী" প্রত্যেক স্নেহময়ী মাতা, ভগিনী, কন্যা, সহধর্ম্মিণীর দৈনিক পাঠ্য হওয়া উচিত।

কলিকাতা। শ্রীজলধর সেন।

*"What a glorious work is before you You will take it up where I have left it and carry it on and on. You are nobler than I am, and stronger, far stronger, and purer and braver. And haven't I said all along that what the world wants now is a great woman."*—*HALL CAINE.*

# স্নেহময়ী

## প্রথম পরিচ্ছেদ।
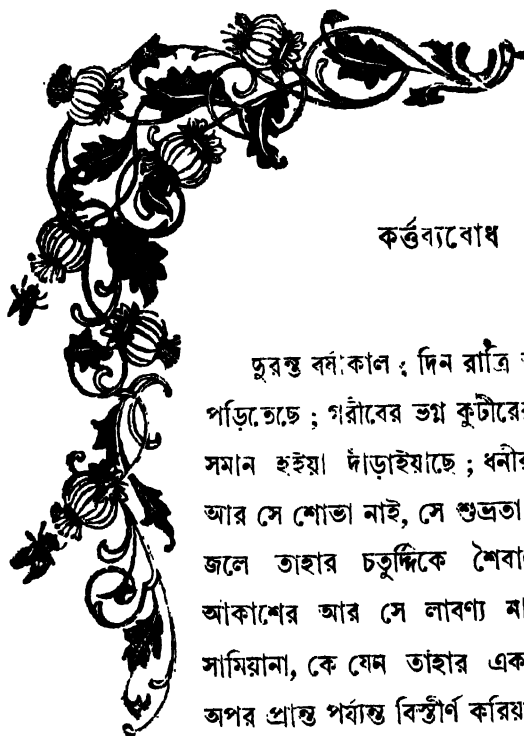
### কর্ত্তব্যবোধ

দুরন্ত বর্ষাকাল ; দিন রাত্রি অবিচ্ছেদে বৃষ্টি পড়িতেছে ; গরীবের ভগ্ন কুটীরের ভিতর বাহির সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; ধনীর সুরম্য হর্ম্ম্যের আর সে শোভা নাই, সে শুভ্রতা নাই—বাদলের জলে তাহার চতুর্দ্দিকে শৈবাল জন্মিয়াছে। আকাশের আর সে লাবণ্য নাই ; অন্ধকারের সামিয়ানা, কে যেন তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। পথ ঘাট প্রায় জলমগ্ন ; কাহারও বাহির হইবার যো নাই ; কেবল সবল কোমর বাঁধিয়া আমোদ করিবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় জল দেখিয়া বেড়াইতেছে; গরীব দুঃখের ধাক্কায় ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া দু

ভিজিতেছে: দরিদ্র কেরাণী জুতাজোড়াটি বুকের ভিতর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আফিস হইতে গৃহে ফিরিতেছেন। গাড়ী ঘোড়ার ঝন্‌ঝনানিটা একটু কমিয়াছে; স্কুল কলেজ কয়দিন হইতে বন্ধ আছে; বাসাড়েরা বাসায় বসিয়া তানকারি করিতেছে, কেহ নাচিতেছে; কেহ তাস পিটিতেছে, কেহ বা গলাবাজি করিয়া দেশোদ্ধার বিষয়ে বক্তৃতা করিতে করিতে পিতা বা শ্বশুর দত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছে। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বুড়োবুড়া ছেলে মেয়ে লইয়া "দুয়ো সুয়োর" গল্প ফাঁদিয়াছেন; গৃহিণী খিচুড়ী হইবে কিনা সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া ডাল চাল লইয়া কর্ত্তার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। বড় লোকের ছেলেদের পড়িবার চাড় বেশী, তাহারা সন্ধ্যা না হইতেই বাতি জ্বালিয়া সানুনাসিক কণ্ঠে জিওগ্রাফি মুখস্থ করিতেছে; দূরের ছোট লোকেরা মনে করিতেছে, বাবুর বাটীতে পোষা বিলাতী ব্যাং ডাকিতেছে।

বটতলার কুণ্ডুমহাশয় খুব ধনী লোক। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সিধু, দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, পিতার নিকট বসিয়া আছে। এত বৃষ্টিতে মাষ্টার আসিবেন কিনা সন্দেহ, তাই কুণ্ডু মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে পুত্রকে পড়িবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতেছেন; মনোযোগী পুত্র পিতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বহু চেষ্টায়ও পুস্তক খুঁজিয়া পাইতেছে না; এমন সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। পিতা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ত সিধু, কে আসে?" পুত্র না চাহিয়াই বলিল—"এত বৃষ্টিতে আর কে আস্‌বে? মাষ্টার মহাশয়!" পরক্ষণেই একটি

যুবক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সিধু বালক হইলেও মাষ্টার মহাশয়ের সম্বন্ধে তাহার অনুমান প্রায়ই ঠিক হইত।

মাষ্টার মহাশয়ের বয়স ২৫।২৬ বৎসর হইবে। মুখ মলিন অথচ সরলতা পূর্ণ, বর্ণ শ্যাম, চক্ষুদ্বয় প্রশস্ত ও চিন্তাপূর্ণ; মোটের উপর চেহারাটী দেখিলে স্বতঃই একটু ভক্তি হয়।

যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজের পায়ের দিকে চাহিলেন; অর্দ্ধগৃহ আবৃত করিয়া মেজের উপর দিব্য ফরাশ পাতা ছিল; ভিজা পায়ে যাইলে পাছে ফরাশে দগা পড়ে, এই জন্য মাষ্টার মহাশয় ছাতার ভিতর হইতে এক খানি গামছা বাহির করিয়া পা মুছিয়া ধীরে ধীরে ছাত্রের নিকট গিয়া বসিলেন। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে মাষ্টার মহাশয়ের পায়ে জুতা ছিল না; ভদ্রলোকের বাটী যাইতে হইলে তিনি এক খানি গামছা সঙ্গে লইতেন। মাষ্টার মহাশয় ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজের অনুকরণ শেখেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যিনি গরীব তাঁহার পক্ষে ঘৃণিত হিন্দুয়ানির চালই প্রশস্ত। জুতা পায়ে হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া পথ চলা, সেই জন্যই হউক, কিম্বা অদৃষ্টের বশেই হউক, বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে কখন লেখেন নাই।

কুণ্ডুমহাশয় তামাক টানিতে টানিতে মাষ্টার মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মাষ্টার! তুমি দেখ্‌চি নিজের শরীরটা খাবে। এই বল বুকে বেদনা, আর এমনি করে জলে জঙ্গল ভিজা! আজ আর না এলেই নয়? এক আধ দিন না পড়ালে আর কি ক্ষতি হ'ত?" যুবক কোনও উত্তর করিলেন না; বৃদ্ধের

মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "তোমরা সবই বাড়াবাড়ি কর! অসুখ হ'লে তখন আবার ১০।১৫ দিন ত ছুটী চাই?" বৃদ্ধের বাক্য বড় বিশুদ্ধ; তাহাতে শৈশবের সরলতা নাই, বালকের আবদার নাই, ওজন করিয়া মাপিয়া জুকিয়া কে যেন বসাইয়া দিয়াছে। যুবক বৃদ্ধের স্বর চিনিতেন, উদ্দেশ্য বুঝিতেন; তাই বলিলেন, "না মহাশয়! আমার গায়ে এখনও খুব জোর আছে; জল ভেঙ্গে আসিলে আমার কোনও অসুখ হয় না; বিশেষতঃ ইহা আমার একরূপ অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছে।" যুবকের কথায় বৃদ্ধের মুখ কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল; বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "খুব ছেলে বটে! কর্ত্তব্য কাজ এই রকমেই করতে হয়!" মাষ্টার মহাশয় এবার একটু অপ্রতিভ হইয়া নম্রভাবে বলিলেন, "জলে ভিজা ভাল নহে সত্য, কিন্তু এক দিন যদি কামাই করি, তার পর আসিতে যেরূপ লজ্জা হয়, তাহা ভগবানই জানেন। জলে ভিজার চেয়ে সে যাতনা যে কত অধিক, তাহা বলিতে পারি না।" বৃদ্ধ বেগতিক দেখিয়া অন্য কথা পাড়িবার উদ্দেশ্যে বিদ্রূপমিশ্রিত গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর পর আবার দরিদ্র ভাণ্ডারের মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ আছে ত?" যুবক সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন "আজ্ঞা হাঁ, আজ রবিবার—যাইতেই হইবে।"

পিতা ও শিক্ষকের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া বালক সিধু কিঞ্চিৎ চমৎকৃত হইয়া সাগ্রহে বলিল, "মাষ্টার মহাশয়, দরিদ্র ভাণ্ডার আবার কি?" মাষ্টার মহাশয়কে বলিবার অবসর না দিয়া

পূর্ব্ববৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত বৃদ্ধ বলিলেন, "দরিদ্র ভাণ্ডার কি শুনরে ? ভিখারীরা যেমন রবিবারে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা ক'রে চাল সংগ্রহ ক'রে আনে, তোমার মাষ্টার মহাশয়েরও যেমন কাজ নেই, সেই রকম বাসায় বাসায় গিয়া চাল সংগ্রহ ক'রে আনেন। শুনেছি, ওর নাকি একটা মস্ত ভিখারীর দল আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ এম, এ, কেহ বি, এ ; চাল ভিক্ষা করা সকলেরই কাজ। এই রূপে যে চাল জড় হয়, তাহাতে নাকি ২।৫ জন ছাত্র আহার পায়। কেমন মাষ্টার মহাশয়, এই না ?"

মাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "২।৫ জন না ! প্রত্যহ ২৫ জনের দুই বেলা আহার পাইবার মত চাল রান্না হয়।"

ছাত্র। শুনেছি "সেবকের দল" ব'লে একটা নূতন দল হ'য়েছে, সে কি আপনারই ? মাষ্টার মহাশয় ! আপনি কত চাল আনেন ?

মাষ্টার মহাশয়। "আমি প্রায় এক মণ চাল সংগ্রহ করি।

কুণ্ডু মহাশয়। মোট এই, না আরও আছে ? শুনি দেখি কে কত আনেন ?

মাষ্টার মহাশয়। "আমি যা আনি, তা ছাড়া আমাদের একটী বন্ধু, নাম বিধুভূষণ—অদ্ভুত চরিত্র ! বাটী কোথায় কিছু বলেন না, জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, তা শুনিয়া আপনাদের কোনও লাভ নাই, বরং আমার ক্ষতি আছে—তিনি একা চার মণ চাল সংগ্রহ করিয়া দেন। এ ছাড়া দশ সের, পাঁচ সের করিয়া আরও দুই মণ

আন্দাজ চাল জুটে। ছাত্রেরাও কেহ কেহ, আবশ্যক হইলে, ভিক্ষা করিতে যায়।"

মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিয়া বালক সিধু উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "আজ থেকে মাষ্টার মহাশয়! আমিও আপনাদের দলে—আমি প্রত্যহই চাল রাখ্‌ব, আপনার আস্‌তে হবে না; আমি নিজে গিয়া দিয়ে আস্‌ব।"

সরল শিশুর সরলতায় সুপ্রীত হইয়া মাষ্টার মহাশয় সস্নেহে তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন, বালক আনন্দে পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ আর কোনও কথা কহিলেন না; একটিমাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, সকলেই কিছু না কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন; আমার দিন ত নিকট হইয়া আসিল, আমি কি পাথেয় সংগ্রহ করিলাম?

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
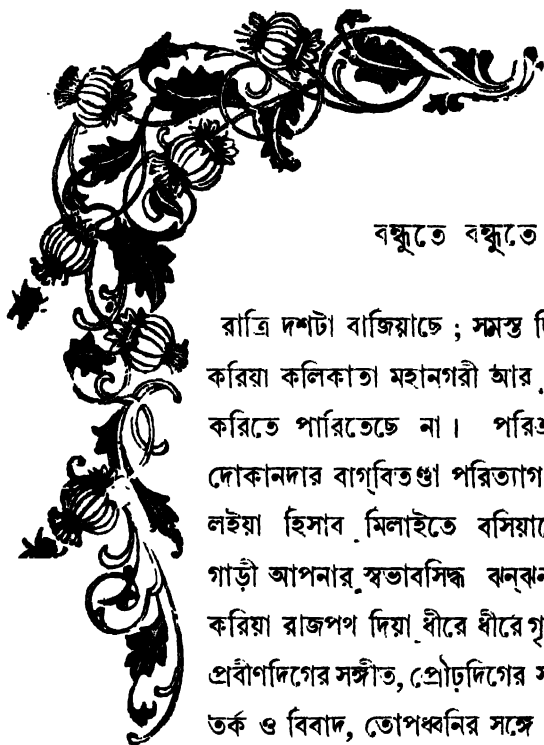
## বন্ধুতে বন্ধুতে

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে; সমস্ত দিবস কোলাহল করিয়া কলিকাতা মহানগরী আর যেন চীৎকার করিতে পারিতেছে না। পরিশ্রান্ত কলেবরে দোকানদার বাগ্‌বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া খাতা লইয়া হিসাব মিলাইতে বসিয়াছেন; ছ্যাকড়া গাড়ী আপনার স্বভাবসিদ্ধ ঝন্‌ঝনানি পরিত্যাগ করিয়া রাজপথ দিয়া ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিতেছে। প্রবীণদিগের সঙ্গীত, প্রৌঢ়দিগের সভা, নব্যদিগের তর্ক ও বিবাদ, তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; রাজ হুকুম কে অমান্য করিবে? কিন্তু গণিকাদিগের লজ্জা নাই; তাই তাহারা সহরের যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু গোলযোগ, যাহা কিছু নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত

করিয়া সঙ্গীতচ্ছলে বিবেকবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। গোলদিঘির ধার হইতে ভ্রমণকারী ছাত্রবৃন্দেরও অধিকাংশ গৃহে ফিরিয়াছে; কেবল নব্য বিবাহিত দুই চারি জন এখনও প্রণয়িণীর শেষ কথা শেষ করিতে পারেন নাই; তাই মৃদু মন্দ পদক্ষেপে দুই মিনিটের পথ দশ মিনিটে চলিতেছেন; কিন্তু তাঁহারাও গৃহাভিমুখী। কেবল দক্ষিণ পাড়ের শ্যামদূর্বাশয্যায় অর্দ্ধশায়িত দুইটী যুবক এখনও কথোপকথনে গাঢ়রূপে নিমগ্ন। একজন বলিতেছেন, "শরৎ! ধর্ম্মভাব মানব-প্রাণে কবে কোন্ সময়ে যে বিকশিত হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে প্রস্ফুটিত কুসুম পরিমল বিতরণ করিয়া যেমন আত্মবিকাশের কথা প্রকাশ করে, তেমনি মানবপ্রাণে ধর্ম্মভাব বিকশিত হইলে লোকে তাহার যেন একটা গন্ধ পায়।"

শরৎ বলিলেন, "ভাই শ্রীশ! তুমি যাহা বলিলে আমারও ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস। ডাক্তার রায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ছাত্রসমাজের অধিবেশনে ঠিক এই কথাই একদিন আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ধার্ম্মিক লোকের ভিতর হইতে কেমন একটা হাওয়া আসে, যাহার সংস্পর্শে লোক জানিতে পারে, সে একটা কোনও সুশীতল বস্তুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। বলিতে কি, শ্রীশ! তোমার সম্বন্ধেও আমার ঐরূপ একটা ধারণা হইয়াছে। মনে হয়, তোমার সান্নিধ্যের মত তৃপ্তিকর বস্তু বুঝি এ জগতে আর নাই। শ্রীশ! ভাই! বল! বল! এত প্রেম তুমি কোথা হইতে পাইলে?" এই বলিয়া শরচ্চন্দ্র শ্রীশের হস্ত নিজ বক্ষঃস্থলে দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিলেন।

শ্রীশচন্দ্র শরতের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "শরৎ! তুমি আমার বন্ধু; তোমার কাছে আমার কোনও কথা গোপন থাকা উচিত নহে। ভাই! চেষ্টা করিয়া ভগবানকে ধরা যায় না; তিনি দয়া করিয়া ধরা না দিলে তাঁহাকে ধরে কাহার সাধ্য? তিনি জানাইলে লোকে জানিতে পারে, নতুবা বৃথা চেষ্টা! আবার কখন যে জানান, তাহারও স্থিরতা নাই। তাঁহার দয়া হইলে কঠিন পাষাণও অহল্যার মত এক দণ্ডে মানুষ হইয়া যায়; আবার দয়া না হইলে সহস্র বৎসরেও পাষাণের এক কণিকাও ক্ষয় পায় না। শরৎ! ভাই! ঈশ্বর সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে না পারিয়া থাকি, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি এবং বলিতে পারি, যে তিনি দয়াময়; এই ক্ষুদ্র প্রাণ তাঁহার দয়ায় রাতি দিন ডুবিয়া আছে। এত দয়া ক্ষুদ্রের উপর! কীটের উপর! যে দিকেই চাহি, সেই দিকে দেখি যেন মাতৃস্নেহ— অনন্ত মাতৃস্নেহ! এই অভাগা সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য, দিগন্ত প্রসারিত হইয়া আছে! মা! এত দয়া ক্ষুদ্র কীটের উপর! ভগ্ন দেহ-যষ্টিকে রক্ষা করিতে জননি তোমার এত প্রয়াস! এত যত্ন!"

শ্রীশচন্দ্র আর বলিতে পারিলেন না; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—নয়নে জলধারা দেখা দিল—শরীর রোমাঞ্চিত হইল। নিশ্বাস দ্রুত পড়িতেছে দেখিয়া শরৎ শ্রীশকে বুকে করিলেন। শ্রীশ সমাধিস্থ! তখন বন্ধুতে বন্ধুতে এক অনন্ত অদ্ভুত মাতৃস্নেহের পারাবারে সন্তরণ করিতে করিতে কল্পনার

রাজ্য—স্বপ্নরাজ্য—ছাড়িয়া এমন এক অলৌকিক মাধুর্য্যে সম্মিলিত সুরের নিকট উপস্থিত হইলেন, যেখানে যাইলে মানব দুঃখ সুখের সীমা অতিক্রম করিয়া একটা আনন্দের পাকে পড়িয়া যায়। আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া বসিয়া কি যেন কিসের টানে দুলিতে থাকে, হাসিতে থাকে, কাঁদিতে থাকে; না জাগাইলে আর জাগে না, না উঠাইলে আর উঠে না। এমন এক দিন নয়, দুই দিন নয়, একবার নয়, দুইবার নয়—কত দিন, কত রাত্রি, কত দণ্ড কাটিয়া গিয়াছে; শ্রীশচন্দ্রের এই মাধুর্য্যতৃষ্ণা, শরচ্চন্দ্রের এই বন্ধুপ্রেম, জগতে কেহ জানিতে পারে নাই; জানাইবারও প্রয়োজন হয় নাই।

১১টা বাজিয়াছে; দুই প্রহর বাজে, তথাপি উভয়েই নির্ব্বাক নিস্তব্ধ। অবশেষে শরচ্চন্দ্র চকিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীশ, রাত্রি অনেক হইয়াছে; চল ভাই, বাসায় যাই।" শরতের কথা শুনিয়া শ্রীশের সম্বিৎ হইল; বলিলেন "শরৎ! কত বাজিতেছে?" শরৎ উত্তর করিলেন, "বোধ হয় দুই প্রহর।" তখন উভয় বন্ধুতে ধীরে ধীরে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

পাঠককে এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, শ্রীশচন্দ্র আমাদের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদবর্ণিত মাষ্টার মহাশয়। শ্রীশচন্দ্র এম, এ, পড়িতেছিলেন; অবস্থা হীন বলিয়া "টুইসনি" করিয়া আপনার খরচ কুলাইয়া লইতেন। সংসারের প্রতিকূল তরঙ্গের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু, পিতা মাতা, পূর্ব্ব হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; সুতরাং যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে শ্রীশ

এ সংসারে একা ;—আপনার বলিয়া সংবাদ লয়, এমন কোন আত্মীয় এ জগতে তাঁহার ছিল না। সংসার তাঁহাকে না ধরুক, তিনি সংসারকে এমন ভাবে আপনার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইত, এ জগতে এমন একটীও তুচ্ছ প্রাণী নাই, যাহা তাঁহার স্নেহের সীমা ছাড়াইয়া আছে। সীমাবদ্ধ প্রেমের পরিবর্ত্তে বিশ্বজনীন প্রেম শ্রীশচন্দ্রের সমগ্র হৃদয়পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। আর শরৎ—তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িতেছিলেন ; এই বৎসর তাঁহার শেষ পরীক্ষা। শরৎ ধনীর সন্তান ; পিতার মৃত্যুতে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে। অল্প দিন হইল, তিনি মাতৃহীনও হইয়াছেন। দূরসম্পর্কীয় কয়েক জন আত্মীয় ভিন্ন দেশের বাটীতে তাঁহার আর কেহ নাই। দেশের প্রকাণ্ড বাটী অর্দ্ধ গ্রাম জুড়িয়া পড়িয়া আছে। কর্ম্মচারীরা সেখানে থাকিয়া টাকা কড়ি আদায় করে। মধ্যে মধ্যে শরচ্চন্দ্র বাটী গিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসেন।

শরচ্চন্দ্র, শ্রীশকে নিজের ভাইএর মত ভাল বাসিতেন। বাহিরের লোক মনে করিত, ইঁহারা সহোদর। অনেক দিন একত্র বাসায় থাকিয়া উভয়ের মধ্যে এমন এক বন্ধুত্ব হইয়াছিল যে, এ সংসারের ইহা সচরাচর আশা করা যায় না। শরৎ, শ্রীশকে অনেকবার ছেলে পড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন—বলিয়াছেন, "শ্রীশ, তোমার শরীর তেমন ভাল নহে ; মধ্যে মধ্যে বুকে বেদনা হইতেছে—"টুইসনি" করিয়া কাজ নাই। খরচ পত্রের জন্য তোমার চিন্তা কি ? আমি চালাইব।" শরতের কথা শুনিয়া

শ্রীশ হাসিয়া বলিতেন "ভাই শরৎ! তোমার কাছে তো আমার কোনও লজ্জা নাই। তেমন আবশ্যক হয়, তোমাকে বলিব; এখন যতদিন চলে চালাই।" শ্রীশচন্দ্র স্বাবলম্বন ভাল বাসিতেন; সুতরাং শরতের কথায় এ পর্য্যন্ত রাজী হন নাই।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
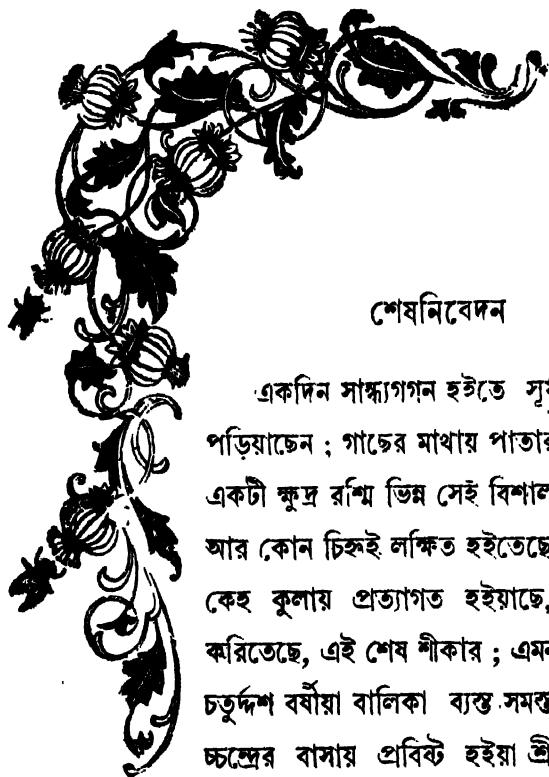
### শেষনিবেদন

একদিন সান্ধ্যগগন হইতে সূর্য্যদেব নামিয়া পড়িয়াছেন; গাছের মাথায় পাতার কোলে দুই একটী ক্ষুদ্র রশ্মি ভিন্ন সেই বিশাল রৌদ্রমূর্ত্তির আর কোন চিহ্নই লক্ষিত হইতেছে না। পক্ষীরা কেহ কুলায় প্রত্যাগত হইয়াছে, কেহ মনে করিতেছে, এই শেষ শীকার; এমন সময় একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে শরচ্চন্দ্রের বাসায় প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্‌কে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনাদের বাসায় ডাক্তার বাবু যিনি আছেন, তাঁহাকে একবার ডেকে দিন; আমার মায়ের বড় ব্যারাম।" শ্রীশ বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন,

বালিকা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে। দয়ার্দ্র হৃদয় শ্রীশচন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল ; তিনি রুদ্ধস্বরে বালিকাকে বলিলেন, "তুমি কেঁদনা ! একটু দাঁড়াও, আমি ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্‌চি।" শ্রীশ অবিলম্বে শরৎকে সঙ্গে করিয়া নীচে আসিলেন, এবং বলিলেন "এই ডাক্তার বাবু এসেছেন, তোমার মায়ের কি হয়েছে বল।"

বালিকা তখনও কাঁদিতেছিল। শরচ্চন্দ্রকে দেখিয়া কি বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। তখন শরৎ বলিলেন, এখন আর জিজ্ঞাসায় কোনও ফল নাই ; চল শ্রীশ, তুমিও চল , দুজনে দেখে আসি কি হয়েছে।"

পথে যাইতে যাইতে শরচ্চন্দ্র বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাটী কত দূর ?"

বালিকা বলিল, "বেশী দূর নহে ; সম্মুখের ঐ ভাঙ্গা বাড়ীটা।" শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "তোমাদের বাটীতে আর কে আছেন ?"

বালিকা বলিল, "কেহ না।"

শরৎ বলিলেন, "তোমার মায়ের কি ব্যারাম হয়েছে ?"

বালিকা কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু একটু সংযত হইয়া শেষে বলিল, "আজ বৈকাল থেকে অসুখ বেড়েছে।"

শ্রীশ বলিলেন, "তোমার নাম কি ?"

বালিকা উত্তর করিল, "সুধা।"

এইরূপ কথোপকথন শেষ হইতে না হইতে সুধা একটী দ্বিতল ভগ্নগৃহে প্রবেশ করিল। শরৎ ও শ্রীশ দুই বন্ধুতে সুধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে গেলেন। দেখিলেন, অপেক্ষাকৃত একটী

প্রশস্ত কক্ষে একটী শীর্ণা বিধবা শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস সশব্দে বহির্গত হইতেছে; মস্তক ও বক্ষ, তৈলজলাভিষিক্ত, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না।

সুধা মাতাকে কাতর দেখিয়া মস্তক ও বক্ষে তৈল জল দিতেছিল; সহসা তাঁহাকে জ্ঞানশূন্যা দেখিয়া উপায়ান্তর না বুঝিয়া শরচ্চন্দ্রকে ডাকিবার জন্য ছুটিয়া যায়। সুধাদের বাটীর নিকট দিয়া শরচ্চন্দ্র প্রত্যহ কলেজে যাতায়াত করিতেন, তাই সুধা শরচ্চন্দ্রকে মেডিকেল কলেজের ছাত্র বলিয়া চিনিত।

সুধা মাতৃশয্যাপার্শ্বে সত্বর একখানি আসন পাতিয়া দিলে, শরৎ তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া বিধবার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন,—করিয়া শ্রীশের মুখের দিকে চাহিলেন। শরতের মুখের ভাব দেখিয়া শ্রীশ বুঝিলেন, রোগিণীর আসন্ন অবস্থা। বুক পরীক্ষা করিয়া শরৎ,—সুধাকে বলিলেন "সুধা, শীঘ্র একটু ঠাণ্ডা জল আন।" সুধা তৎক্ষণাৎ জল আনিয়া শরতের হস্তে দিল। শরচ্চন্দ্র সজোরে বিধবার মুখে জলধারা নিক্ষেপ করিলেন। জল প্রক্ষেপে বিধবা একবার চক্ষু উন্মুক্ত করিলেন; করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"ধর্ম্মরাজ—দয়াময়—অনুগ্রহ—অনুগ্রহ—দুঃখিনী—সুধা—বিধবার—"আর বলিতে পারিলেন না; ভগ্ন গৃহের ভগ্ন কক্ষ সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া একটি অনাথা বালিকার আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বিধবার শেষ কথা, শেষ নিবেদন, শেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা, অসীম বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া গেল।

শ্রীশচন্দ্রের কোমল প্রাণ এই করুণ দৃশ্যে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তিনি সুধার হস্ত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "সুধা ভগিনি! দয়াময়ের রাজ্যে আশ্রয়ের অভাব কি? আর কেহ না দেখে আমরা তোমাকে আশ্রয় দিব; তুমি কাঁদিও না! মাতৃহারা তোমাকে আশ্রয় দিবার জন্য বিশ্বজননী সে ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন। এক মা হারাইলে শত মা যেখানে "আমার" বলিয়া ছুটিয়া আসে, সেখানে অশ্রুজল ফেলা নির্ব্বুদ্ধিতা। আমার কথা শুন সুধা! কাঁদিও না; তোমার মায়ের যাহাতে সদগতি হয় এবং তোমার কোন কষ্ট না হয়, সে সমস্ত আমরা করিয়া দিতেছি।"

শরচ্চন্দ্রও সুধাকে অনেক প্রকারে প্রবোধ দিলেন। পরে দুই চারিটি প্রতিবেশীর সাহায্যে সুধার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র সুধার নিকট থাকিলেন। শ্রীশচন্দ্রের কি এক অলৌকিক শক্তি ছিল; তাঁহার সংসর্গ লাভ করিলে, তাঁহার সদুপদেশ শ্রবণ করিলে, মাতৃহারা যাহারা তাহারাও মাতৃশোক বিস্মৃত হইত। মনে করিত, তাহারা এমন একটা মধুর স্নেহাধারের সান্নিধ্যে আসিয়াছে, যাহার বিশ্বজনীন প্রেমের নিকট মাতৃস্নেহও পরাজিত। সুধাও তাহাই বুঝিয়াছিল। তাহার বুঝিতে আর বাকী রহিল না, যে এত বিপদেও ভগবান্ তাহাকে নিরাশ্রয় করেন নাই। এমন একটি লোক তাহাকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যিনি তাহার দয়াময়ের প্রেরিত কোন সাধুপুরুষ হইবেন। সুধার অশ্রুজল

নিবৃত্ত হইয়া আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, মা তাহাকে নিরাশ্রয় করিয়া ফেলিয়া গেলেন সত্য, কিন্তু তাহার দয়াময় তাহাকে এক দণ্ডও ছাড়িয়া থাকেন নাই ;—হাতে হাতে শ্রীশচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিয়াছেন।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
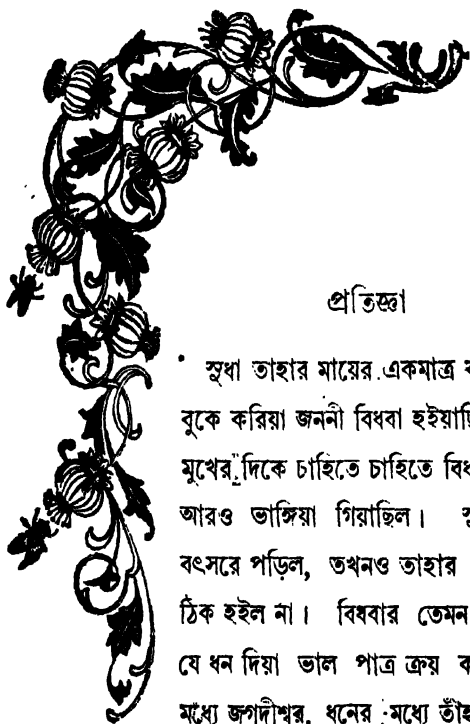
সুধা তাহার মায়ের একমাত্র কন্যা। মেয়েকে বুকে করিয়া জননী বিধবা হইয়াছিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বিধবার ভাঙ্গা বুক আরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সুধা যখন ১২ বৎসরে পড়িল, তখনও তাহার বিবাহের কিছু ঠিক হইল না। বিধবার তেমন অর্থ ছিল না, যে ধন দিয়া ভাল পাত্র ক্রয় করেন। বন্ধুর মধ্যে জগদীশ্বর, ধনের মধ্যে তাঁহারই দয়া, এবং ভরসার মধ্যে তাঁহারই নাম; সুতরাং এ স্বার্থান্ধ সংসারে কে দরিদ্র বিধবা কন্যাকে ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিতে আসিবে? কেই বা তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া ভাল পাত্র যোগাড় করিয়া দিবে?

সুধার বিবাহ হওয়া বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ সুধার বর্ণের তেমন উজ্জ্বলতা ছিল না। রূপের অগ্নিতে মানুষ ইচ্ছা করিয়া ঝাঁপ দিতে পারে, কিন্তু কেবল গুণের পক্ষপাতী হইয়া এই জগতে কয় জন বিবাহ করিয়াছে? সুধার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ইহার এক মাস পূর্ব্বে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জননীর অঞ্চলনিধি অঞ্চলভ্রষ্ট হইয়া খসিয়া পড়ে। যখন অন্ধকার গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিল, তখন সুধা একলাই সে অন্ধকারে দীপালোকের মত কার্য্য করিত।

সুধার দূরসম্পর্কীয় এক জেঠামহাশয় ছিলেন; কলিকাতায় তাঁহার একখানি বাড়ী ছিল; তিনি সেই বাড়ীতেই বাস করিতেন। পত্নীবিয়োগের পর নিজের কোনও সন্তানাদি না থাকায়, তিনি দয়ার্দ্রহৃদয়ে এই দরিদ্রা ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতৃকন্যার বিপদের কথা শুনিয়া, তাঁহাদিগকে নিকটে আনাইয়া, তাঁহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। জগদীশ্বরের রাজ্যে দুঃখ থাকে থাকুক, কিন্তু নিরাশার ভিতর এমন করিয়া আশার বাতি জ্বালাইয়া দেওয়ার চমৎকারিত্বেই বলিহারি! ডুবিবার সময় আর কিছু হাতে না বাধুক, এক খণ্ড কাষ্ঠ, তাহার আশ্রয়েও এ পর্য্যন্ত কত প্রাণ পরিরক্ষিত হইয়াছে। বৃদ্ধের নিজের সন্তান থাকিলে কি হইত বলা যায় না। নিঃসন্তান বলিয়াই হউক অথবা ঈশ্বরপ্ররোচনায়, বৃদ্ধ সুধাকে দিন রাত্রি গলায় গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, সুধাও তাঁহাকে একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। সন্ধ্যার সময় যখন মেয়েরা দীপ জ্বালিতে আরম্ভ করিত, ধূপ ধূনার

গন্ধে যখন পাড়া আমোদিত হইয়া উঠিত, সেই সময় সুধা ধীরে ধীরে তাহার জেঠা মহাশয়ের কাছে গিয়া বসিত এবং সুর করিয়া রাধার সহস্র নাম, কৃষ্ণের শতনাম, দুর্গার স্তব, গঙ্গার স্তোত্র, আবৃত্তি করিত। জেঠা মহাশয়ের সহিত কীর্ত্তন করিতে সুধার বড় আনন্দ হইত। বৃদ্ধ গান গাহিতেন; সুধা করতালি দিয়া নাচিত, আর বলিত, "দুঃখিনী রাধার কাঁদিতে জনম গেল।" বৎসরেক কাল গত না হইতেই সুধা, তাহার জেঠা মহাশয়ের নিকট চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থসকলের অধ্যয়ন শেষ করিয়াছিল। এত অল্প বয়সে সে যে কত গান, কত শ্লোক শিখিয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না।

জ্যোৎস্নারাত্রে সুধা বারাণ্ডায় খুটি জড়াইয়া বসিয়া থাকিত, আর তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি গাঁথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের মত, জ্যোৎস্নালোকে ভাসিয়া যাইত। মা বলিতেন, "সুধা সেই শ্লোকটা বলনা!" "সুধা গাহিত, দিন গেল মিছা কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে; না ভজিলাম রাধা কৃষ্ণের চরণার বিন্দে।" তখন বোধ হইত, মা ও মেয়ে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের ভিতর ডুবিয়া যাইতেছেন। জেঠা মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন; তাঁহার সঙ্গগুণে সুধার কোমল হৃদয়, অতি অল্প দিনেই, প্রেমে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু এ দুঃখের সংসারে সুখের দিন শীঘ্র শীঘ্র কাটিয়া যায়। সুধার জেঠা মহাশয়ের বয়স হইয়াছিল; তিনি সুধাকে ভাল বাসিতে বাসিতে, সুধার মায়ের বিপন্ন অবস্থা স্মরণ করিতে করিতে, স্বর্গগত

হইলেন। সুধা ও সুধার মার কলিকাতাস্থ ভবনে আত্মীয় বলিবার আর কেহ রহিল না।

নীচের ঘর গুলি ভাড়া দিয়া সুধার মা অনেক কষ্টে দুটি উদরান্নের সংস্থান করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু কন্যার বিবাহের কোনও সংস্থানই তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইল না :

জেঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর সুধা তাঁহাকে অনেকদিন ভুলিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ যেখানে বসিয়া গান করিতেন, সুধা সন্ধ্যা হইলে সেই খানে গিয়া বসিত; বসিয়া বসিয়া কাহার যেন অপেক্ষা করিত; পরে মাকে দেখিলেই উজ্জ্বল নক্ষত্রালোকের দিকে চাহিতে চাহিতে জিজ্ঞাসা করিত, "মা! খোকা, বাবা ও জেঠামহাশয় সকলেই কি ঐ নক্ষত্রের দেশে আছেন?" সুধার কথা শুনিয়া বিধবা আকাশের দিকে চাহিতেন, এবং অঞ্চলে নয়ন মুছিতে মুছিতে সুধাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইতেন। পূর্ব্বস্মৃতি বিধবার সন্তপ্ত হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিত।

একদিন এইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি বুকে করিয়া জননী কাঁদিতে ছিলেন। সুধা ধীরে ধীরে মায়ের হাতখানি বুকের ভিতর করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল, "মা! তুমি অমন করিয়া আমার জন্য ভাব কেন? ধর্ম্মরাজ যাহাদিগের আশ্রয়, তাহাদের ভয় কি মা? আমার জন্য তুমি ভাবিও না। দেখ দেখি ভেবে ভেবে তোমার শরীর কি হয়েছে? তুমি যদি না বাঁচ, তাহা হইলে আমাকে পথের কাঙ্গাল"—বালিকা আর বলিতে পারিল না; তাহার রুদ্ধকণ্ঠ আরও রুদ্ধ হইয়া আসিল। মা কি

বুঝিলেন, কি ভাবিলেন। পরে সুধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুধা, তুই ঠিক বলেছিস্। আমি আর ভাব্‌ব না। ঈশ্বরকে ডাকি, তাঁহার দয়ায় বিশ্বাস করি, অথচ আমি ভেবে মরি কেন? আমি আর ভাব্‌ব না!"

ইহার পর হইতে যদিও অর্থের টানাটানি কমে নাই, ভাঙ্গা ঘর আস্ত হয় নাই; যে দুঃখ সেই দুঃখই ছিল, তথাপি সুধার মা আর তেমন করিয়া ভাবিতেন না, তেমন করিয়া কাঁদিতেন না। বড় কষ্ট হইলে মা ও মেয়ে একত্র হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেন; বলিতেন, "ধর্ম্মরাজ! দেখিও, যেন লজ্জা রক্ষা হয়!"

গরীবের ছেলে মেয়ে, ছেলে বেলা হইতেই চিন্তা করিতে শিখে। সুধা বুঝিয়াছিল, যে ভগবান্ তাহাকে রূপ দেন নাই; কিন্তু ইচ্ছা করিলে, সে গুণবতী হইতে পারে। তাই প্রাণপণ করিয়া সুধা লেখা পড়া শিখিয়াছিল। আর শিখিয়াছিল, তাঁহার নামের উপর নির্ভর করিতে, যাহাকে সুধার মা ধর্ম্মরাজ বলিতেন, ও সুধা দয়াময় বলে।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
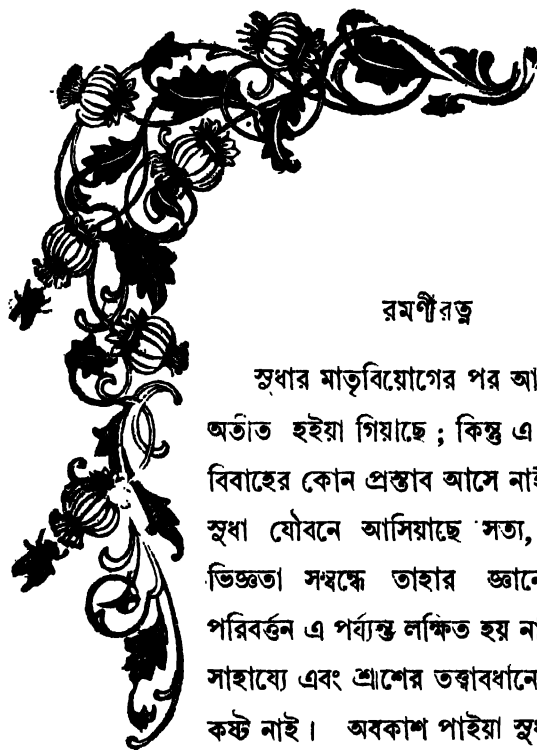
সুধার মাতৃবিয়োগের পর আরও দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুধার বিবাহের কোন প্রস্তাব আসে নাই। শৈশবের সুধা যৌবনে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু সংসারাভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের কোনও রূপ পরিবর্ত্তন এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় নাই। শরচ্চন্দ্রের সাহায্যে এবং শ্রীশের তত্ত্বাবধানে সুধার কোনও কষ্ট নাই। অবকাশ পাইয়া সুধার জ্ঞানস্পৃহা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। শুভ সম্ভাবনায় শুভ সম্মিলন আপনা হইতেই জুটিয়া যায়। শ্রীশচন্দ্রের মত শিক্ষক অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। শ্রীশ সুধার কোমল হৃদয়কে দুই বৎসরের

মধ্যেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এমন একটী রত্ন সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহা একাই এ জগতকে মধুময় করিয়া দেয়—পরদুঃখে শ্রীশচন্দ্রের মত সুধাও কাঁদিতে শিখিয়াছে।

শ্রীশচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া সুধা দরিদ্র ভাণ্ডারের ছাত্রদিগের আহার স্থান আপন বাটীতে নির্ণয় করিয়া লইয়াছে। বলিয়াছে, "শ্রীশদাদা আমি দরিদ্র স্ত্রীলোক, ধন দিয়া সাহায্য করিবার ক্ষমতা আমার নাই ; শরীর দিয়া আপনাদের এই সেবাব্রতের যদি সাহায্য করিতে পারি, আপনি যদি অনুমতি দেন!" শ্রীশচন্দ্রের অনুমতি পাওয়ার দিন হইতে সুধা পঁচিশ জন ছাত্রের অন্ন দুই বেলা স্বহস্তে রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। একাই রন্ধন করে, একাই পরিবেশন করে। আহার করিবার সময় ছাত্রেরা মনে করে, একটী ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার ভিতর এত শক্তি, এত স্নেহ আসিল কি করিয়া ? নিশ্চয়ই তাহাদের বিপদের বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের স্নেহ, ধৈর্য্য ও কার্য্যতৎপরতা এই বালিকার ভিতর সংক্রামিত হইয়া থাকিবে। নতুবা দরিদ্র বলিয়া এত প্রেম, এত স্নেহ, ক্ষুদ্র বালিকাহৃদয়ে আপনা হইতেই এরূপ ভাবে বিগলিত হওয়া কি সম্ভব ?

এইরূপে ছাত্রদিগের রন্ধনের ভার স্কন্ধে করিয়া সুধা তাহার জেঠামহাশয়ের বাটীতেই থাকে। একজন চাকরাণী আছে, বাজার হাট করিয়া দেয় ও কাজ কর্ম্মে সুধাকে সাহায্য করে। যে দিন কোনও ভাল রান্না হয়, শরৎচন্দ্র সেদিন সেখানে আহার করেন।

শ্রীশচন্দ্রের ত কথাই নাই! শরচ্চন্দ্রেরও মনে হয় না, যে তিনি পরের বাটীতে আহার করিতেছেন।

সুধা শ্রীশচন্দ্রকে দাদা বলিয়া ডাকে; কিন্তু শরচ্চন্দ্রকে দাদা বলিতে তাহার কেমন লজ্জা হয়। সুধা ব্রাহ্মণ, শরৎও ব্রাহ্মণ; শ্রীশচন্দ্র বৈদ্য সন্তান; তাঁহার সহিত কোনও সম্পর্ক না হওয়ারই কথা। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের কেমন একটা প্রতিচ্ছায়া বালিকার সরল মনের ভিতর কি এক স্বপ্নরাজ্য সৃজন করিয়া দিয়াছে, যাহাতে শরচ্চন্দ্র তাহার নিকট পরিচিত হইয়াও অপরিচিত, পুরাতন হইয়াও নূতন, মানুষ হইয়াও দেবতা।

আর শরচ্চন্দ্র তিনি শিক্ষিত; তিনি রূপবান্। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। তিনি কি রূপতৃষ্ণা বুকে স্থান না দিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণা দরিদ্র কন্যাকে আপনার বলিয়া সম্বোধন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন? ইচ্ছামাত্র তিনি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দ্বারা আপনাকে সুশোভিত করিতে পারেন—যাহা রূপে অতুলনীয়া, গুণে অদ্বিতীয়া, এমন স্ত্রীরত্ন লাভ করিতে তিনি সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ওকি, ও কি পুস্তক দেখিতেছি! যেন বোধ হইতেছে, উহা হেলপস্ সাহেবের কৃত রিয়াল্মা গ্রন্থ। জগতে এত পুস্তক থাকিতে, কৃষ্ণবর্ণা ধীবর কন্যা "এনা" চরিত্র কি তাঁহার নিকট এত মনোমুগ্ধকর হইল? শরচ্চন্দ্র! তুমি বঙ্গের কৃতিসন্তান হইয়া কোথায় রুক্মিণী, গোবিন্দলাল পড়িয়া তাহারই অনুকরণ করিবে! নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর প্রেমকে আদর করিয়া হৃদয়ে স্থান দিবে—না! শ্রীশচন্দ্রকে আজ উৎসাহের সহিত

বলিতেছ, "দেখ! দেখ শ্রীশ! কি মিষ্ট কথা! মূর্চ্ছিতা এনাকে পৃষ্ঠে করিয়া নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া রিয়াল্মা ভাবিতেছেন, এনার কৃষ্ণবর্ণের ভিতর এত সৌন্দর্য্য লুকান আছে, তাহা ত আগে জানিতাম না। আজ যেন তাঁহার মনে হইতেছে, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া একাধারে কে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে! অহো! বলিতে কি শ্রীশ! এমন সুন্দর উপদেশ, এমন সুন্দর কথা, এমন চমৎকার শিক্ষা আমাদের দেশের কোনও গ্রন্থেই নাই! যদি থাকে,—তাহা অতি বিরল।"

"রোমিও জুলিয়েট্ আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ আনিয়াছে। নিগারের দেশে জুলিয়েট বিষপুত্তলিকা। যেখানে শত সহস্র "এনা" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে, রূপতৃষ্ণা, রূপমরীচিকা যেখানে অমানিশার ঘনান্ধকারের অপেক্ষাও নিদারুণ নিরাশার রাজ্য সৃষ্টি করে; যেখানে শিক্ষার বিপর্য্যয়ে "রাঙ্গানটী" না হইলে বালক ভুলে না; রাঙ্গাশাটী না হইলে বৃদ্ধ আক্ষেপ করে; রাঙ্গা মুখ না হইলে যুবক অসন্তুষ্ট হয়; সেখানে সে বিষাক্ত দেশে, যিনি পুনরায় রোমিও জুলিয়েটের বিষ ঢালিতে চান, তিনি সুলেখক হইলেও স্বদেশবৎসল নহেন! তাঁহার জানা উচিত, হতভাগ্য বঙ্গদেশে ১০ বৎসরের বালিকা, অবগুণ্ঠনাবৃত পুরস্ত্রী; বিংশবর্ষীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহার মুখাপেক্ষী প্রেমাকাঙ্ক্ষী। স্বাধীন যৌবন স্বাধীন প্রেমের জন্মভূমিতে যাহা সম্ভব, গৌরীদানের লীলা-ভূমিতে তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক! কিন্তু জানিলে কি হইবে? বঙ্গদেশ আজ অস্বাভাবিক নাটক উপন্যাসের মুষলধারা

বর্ষণে প্লবিপ্লাবিত ! যেখানে শতকরা ৯০ জন গৃহিণী অনুজ্জ্বল শ্যামা, সে দেশের যুবকবৃন্দ, জুলিয়েটের মোহমরীচিকায় বিকৃত-দৃষ্টি; শুষ্ককণ্ঠ হইয়া রঙ্গালয়-ভিন্ন আর কোথা যাইবে ? আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের, আমাদের ছাত্রবৃন্দের যে এত চিত্তচাঞ্চল্য, বলিতে কি, তাহার নিবারণের জন্য রবীন্দ্রনাথ সময়ে সচেষ্ট হইলেও, দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন চেষ্টা প্রথমে করেন নাই। তিনি করেন নাই বলিয়াই, বটতলার ক্ষুদ্র লেখনী হইতে উচ্চ প্রাসাদস্থিত স্বর্ণ লেখনী পর্য্যন্ত ছোট বড় সকলেই এই বিষম রূপতৃষ্ণার বিষ আমাদের দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভিতর উদ্গীর্ণ করিয়া দিবার জন্য এখনও বদ্ধপরিকর। পাঠকের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া যেখানে কৃষ্ণবর্ণা ভ্রমরকেও ক্লিওপেট্রা সাজিতে হইয়াছে, স্বামী বশীকরণের জন্য যে দেশের নববৃন্দাবনে চারু-শীলার মত স্ত্রীকেও নাচিতে শিখিতে হয়, গান গাহিতে শিখিতে হয়, সেই অধঃপতিত দেশে কল্পনা লইয়াই যদি সকলে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাহা হইলে জানি না, এনা-চরিত্র আর এখানে কখন চিত্রিত হইবে কি না?"

শ্রীশচন্দ্র বন্ধুর এই মর্ম্মভেদী হৃদয়-বেদনা শুনিতে শুনিতে, মনে মনে বলিতেছিলেন, শরচ্চন্দ্র, ঈশ্বর তোমায় মঙ্গল করিবেন। এই দুর্ভাগ্য অপ্রকৃতিস্থ বঙ্গদেশে তুমি যেন একটা যুগান্তর সংস্থাপন করিতে পার।

শরচ্চন্দ্রের কথা শেষ হইলে, অবসর বুঝিয়া, শ্রীশচন্দ্র বলি-লেন "ভাই শরৎ ! তুমি বলিয়াছিলে, মেডিকেল কলেজ হইতে

বাহির না হইলে আর বিবাহের কথা ভাবিবে না; কিন্তু পরীক্ষার সুসংবাদ ত বাহির হইয়াছে। চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই এ বিষয়ে একটা মতামত স্থির করাই ভাল। বিশেষতঃ আমাদের সেবকের দলের যে নিয়ম ও উদ্দেশ্য, তাহাতে তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে!"

"আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি পরোপকার করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে মধুমক্ষিকার মত দুইটী দল চাই। এক দল আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, নিঃস্বার্থ ভাবে তাহা সেবা কার্য্যে দান করিবে, অন্ধ আতুর বিপন্ন সংগ্রহ করিয়া আনিবে; আর একদল বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক এমন একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিবে. যেখানে নিরাশ্রয় আশ্রয় পাইবে, অন্ধের পিপাসার জল থাকিবে; আতুরের ঔষধ ও পথ্য থাকিবে;—যেখানে মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ সম্মিলিত হইয়া তাহাদিগের জন্য একটী মধুময় মাতৃভবন সৃজন করিয়া রাখিয়াছে! সন্ন্যাসীর দল গৃহীর দলের সহিত মিলিত হইবে। একই প্রাণ,—একই উদ্দেশ্য,—একই সঞ্চিত অর্থ,—একই ব্রত! সন্ন্যাসীর দলভুক্ত হইয়া আমি আজীবন অবিবাহিত থাকিব, আর তুমি সস্ত্রীক এমন একটী আশ্রম সৃজন করিবে, যেখানে আমাদের আনীত আতুর ও বিপন্নগণ তোমাদের নিকট হইতে মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইবে।"

"আমি অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে সুধাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া মাতৃস্নেহের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছি। আমার আন্তরিক

ইচ্ছা যে সে প্রতিমা অন্যস্থানে স্থাপিত না হইয়া, এমন একটী আদর্শ মন্দিরে স্থাপিত হয়, যেখানে সোনা সোহাগায় এক হইবার সম্ভাবনা! ভাই শরৎ! এ বিষয়ে তুমি আমার আদর্শ মন্দির!"

বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া শরচ্চন্দ্র উত্তর করিলেন, "ভাই শ্রীশ! পূর্ব্বে মনে করিতাম, বিবাহ না করাই ভাল; কিন্তু তুমি আমার সে মত পরিবর্ত্তিত করিয়াছ: যে দিন সেবকের দলে প্রবেশ করিয়াছি, সেই দিন হইতে ভাবিয়াছি, সংসারে থাকিয়া যদি ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়, তাহা হইলে জগতের সেবা করিতে হইবে। কিন্তু ইহা একা পুরুষের কাজ নহে; ইহার জন্য রমণীরত্নের প্রয়োজন। বিশেষতঃ তুমি যে দিন বলিয়াছ, ঈশ্বরের প্রতি উজ্জ্বল মধুর রসের মধুরতা উপলব্ধি করিতে হইলে, দাম্পত্য প্রেমের প্রকৃত আস্বাদ আগে জানা আবশ্যক,—সেই দিন হইতে ভাবিয়াছি, যদি এমন কোনও স্ত্রীলোক পাই, যাহার হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেম প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করি। প্রেমের অশ্রু যেখানে নাই, সেই ফুলের মরুভূমিতে প্রবেশ করিতে আমার ভয় হয়!"

শরতের কথা শুনিয়া শ্রীশ বলিলেন "ভাই শরৎ! সুধার সদৃশ স্ত্রীরত্ন জগতে দুর্লভ! সুধার রূপ নাই সত্য, সুধা কৃষ্ণবর্ণা—কিন্তু আমি জানি, রূপতৃষ্ণাকে তুমি জয় করিয়াছ। যে প্রেমের অশ্রুর জন্য তুমি ব্যস্ত, সুধা সেই অমৃতের খনি। যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি -সুধা ঈশ্বরপ্রেমে একরূপ আত্মহারা।"

শ্রীশের কথা শুনিয়া শরৎ ক্ষণকাল মৌন হইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন। পরে শয্যাস্থিত রিয়াল্‌মা গ্রন্থের প্রতি চাহিতে চাহিতে প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "শ্রীশ! তুমি আমার সমবয়স্ক, হইলেও আমি তোমাকে গুরুর মত ভক্তি করি। তুমি যখন এ বিবাহে পক্ষপাতী, তখন আমার ইহাতে কোনও অমত নাই। সুধার মত হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইব।"

শরতের কথা শেষ হইলে, শ্রীশ তাড়াতাড়ি কতকগুলি কাগজ আনিয়া শরতের হাতে দিয়া বলিলেন "শরৎ! এগুলি সুধার আত্মপরিচয়; পড়, বুঝিতে পারিবে, বালিকা রমণীরত্ন কি না।" শরচ্চন্দ্র শ্রীশচন্দ্র প্রদত্ত কাগজ গুলি পড়িতে লাগিলেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
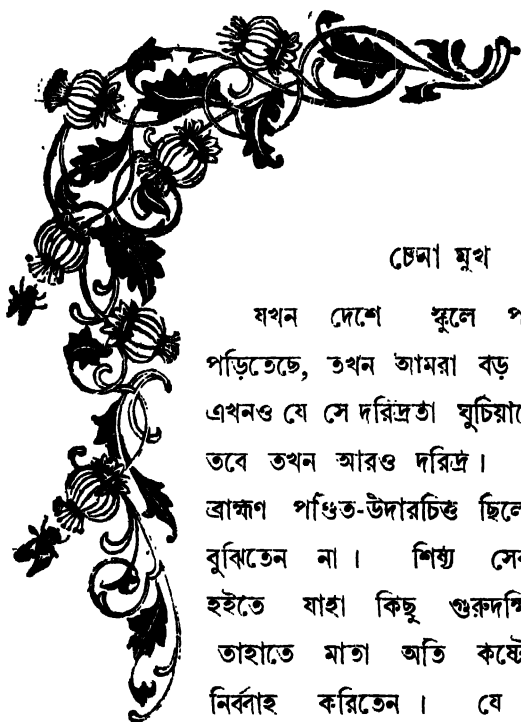
## চেনা মুখ

যখন দেশে স্কুলে পড়িতাম, মনে পড়িতেছে, তখন আমরা বড় গরীব ছিলাম। এখনও যে সে দরিদ্রতা ঘুচিয়াছে, তাহা নহে; তবে তখন আরও দরিদ্র। পিতা আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-উদারচিত্ত ছিলেন, দুঃখ কষ্ট বুঝিতেন না। শিষ্য সেবকদের নিকট হইতে যাহা কিছু গুরুদক্ষিণা পাইতেন, তাহাতে মাতা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। যে দিন নির্ব্বাহ না হইত, সে দিন আমরা ভাই বোনে, মার সঙ্গে একত্র হইয়া ধর্ম্মরাজের নাম করিতাম। পেটে ক্ষুধা, মুখে হরিনাম, বড় মিষ্ট লাগিত।

ভাঙ্গা ঘর, ঝড়ে মড় মড় করিতেছে, ভাঙ্গা দেওয়াল কাঁপিয়া উঠিতেছে,—ভয়ানক মেঘগর্জ্জন! আমরা চীৎকার করিয়া ডাকিতাম "ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! মা যে কোথা হইতে ধর্ম্মরাজ কথাটি শিখিয়াছিলেন—যখন তখন আমরা তাঁহাকেই ডাকিতাম। ক্ষুধার সময় তাঁহার নাম করিয়া বেল কুড়াইতে যাইতাম, পরীক্ষার সময় তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতাম—বড় বেল আমার ছিল, বেশী নম্বর আমার আসিত। এইরূপে ধর্ম্মরাজ আমাদিগের শৈশবের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা আমাদের মৃত প্রাণের "জীবনকাটি" করিয়াছিলাম।

একদিন বৈকালে আমি মার কাছে বসিয়া আছি;—দক্ষিণে বাতাসে আমাদের ভাঙ্গা ঘর মড় মড় করিতেছে। আমার বয়স তখন প্রায় ১০ বৎসর। তখন আমি দুঃখ কাহাকে বলে, ভাল করিয়া বুঝি নাই, দীর্ঘ নিশ্বাস কোথা হইতে বাহির হয়, ভাল করিয়া শিখি নাই। মধ্যে মধ্যে মাকে কাঁদিতে দেখিতাম; যখন দেখিতাম, তখনই কষ্ট বোধ হইত,—তাহার পর আর মনে থাকিত না। আমি মার কাছে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ বসিয়া আছি;—সহসা মা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম; খোকা সরিয়া মায়ের কাছে গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা তোমার কি অসুখ করেছে?" মা বলিলেন "না সুধা! অনেক দিন চিঠিপত্র পাই নি, তাই ভাবনা হয়েছে;—সুধা দেখে আয় দেখি, হয়ত এতক্ষণ 'ডাক' এসেছে।" আমি বলিলাম, "না মা! আমাদের চিঠি পত্র আসে নাই; আমি

ডাকঘরে গিয়াছিলাম। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে পাছে আমি আবার চমকিয়া উঠি, তাই হয়ত মা আমার আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন না। দেখিলাম, জননীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। ক্ষুদ্র বুক ভাঙ্গিয়া গেল; ক্ষুদ্র কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বাম হস্ত দিয়া মার চক্ষু দুটি চাপিয়া ধরিলাম, আর দক্ষিণ হস্ত দিয়া নিজের অশ্রুজল মুছিতে লাগিলাম। সেদিনকার কথা এখনও মনে আছে,—সে চিত্র এখনও ভুলি নাই। হাত দিয়া চক্ষুজল নিবারণ করিতেছি, দেখিয়া মা আমার হাসিয়া ফেলিলেন। সে মলিন মুখ খানিতে সে দিন যে হাসি দেখিয়াছিলাম, অশ্রুজলের আবরণের ভিতর হইতে, ভাঙ্গাবুকের উপর হইতে—তাহা এ সংসারে আর দেখিতে পাইব না। এত খুঁজি—সে স্নেহ আর মিলে না; ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বুক আর তেমন করিয়া জোড়া লাগে না।

আমি কাঁদিতাম বলিয়া মার আর কাঁদা হইত না; আমার জন্য মার দীর্ঘ নিশ্বাস বন্ধ হইয়াছিল। কেবল এক এক দিন আমাকে কাছে ডাকিয়া বলিতেন, "সুধা পুরাতন চিঠি গুলি নিয়ে আয়।" আমি পিতৃদেবের হস্তলিখিত পুরাণ চিঠিগুলি পড়িতাম; মার মলিন মুখের ভিতর আনন্দরেখা দেখা যাইত।

অনেক ভাবনার পর, অনেক চিন্তার পর শেষ চিঠি আসিল—বাবা প্রবাস হইতে বাটী আসিতেছেন; অসুখ হইয়াছিল—সারিয়াছেন। মার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমি প্রত্যহ রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম, ইচ্ছা,—বাবা আসিতেছেন দেখিলেই দৌড়িয়া গিয়া মাকে আগে সংবাদ দিব। আমি তখন

অত ছোট, কিন্তু একদিনও নিজের সুখ খুঁজি নাই। মা হাসিলেই আমি ভাল থাকিতাম ; মাকে সুখী দেখিলেই আমি যেন স্বর্গ হাতে পাইতাম।

তার পর বাবা বাটী আসিলেন। মার মুখে মলিনতার লেশ আর রহিল না ; বিষাদের অশ্রুধারা থামিয়া গেল ; হৃদয়ের কম্পন আর দেখা গেল না ; অর্থের অনাটন আর মনে পড়িল না। মনে পড়িবার মধ্যে মনে পড়িতেছিল "ধর্ম্মরাজ তোমারই জয়।" মা বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ তোমারই জয়! " পিতা বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ তোমারই জয় !" আর আমি ক্ষুদ্র কণ্ঠে ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত করিয়া বলিলাম "ধর্ম্মরাজ তোমারই জয় !"

কিন্তু হায় ! এ সুখ আমাদের চিরস্থায়ী হইল না। পিতা পুনরায় পীড়িত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পিতা চলিয়া গেলেন, ভ্রাতা সেই সঙ্গে সঙ্গী হইল। এক বৎসর অতীত না হইতেই আমরা অকূলে ভাসিলাম। কিন্তু এত যে দুঃখ ! তাহাতেও দেখি, একখানি চেনামুখ, যেন এই অনাথা বালিকার মাতৃস্নেহের, পিতৃস্নেহের, ভ্রাতৃস্নেহের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য দিবানিশি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। বুঝিয়াছি, সকলেই ছাড়িয়া যাইবে, কিন্তু তুমি আপনা হইতেই ধরা দিয়াছ—তোমার আর ছাড়িবার যো নাই। জীবন মরণের সঙ্গী তুমি ! তোমার গুণে মাতৃশোকও ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি আমার হৃদয়ের প্রত্যেক শূন্য স্থান অধিকার করিয়া থাক !"

আত্মবিবরণ পড়িয়া শরচ্চন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, শ্রীশচন্দ্র বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### পুষ্পবৃষ্টি
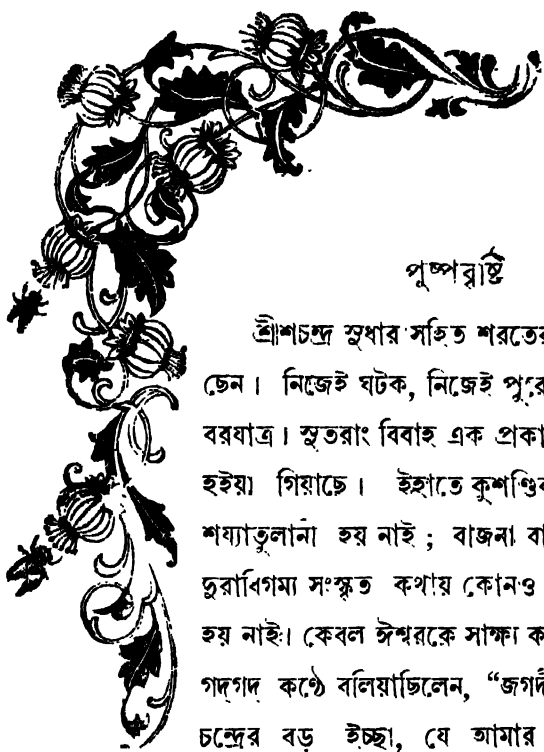
শ্রীশচন্দ্র সুধার সহিত শরতের বিবাহ দিয়াছেন। নিজেই ঘটক, নিজেই পুরোহিত, নিজেই বরযাত্র। সুতরাং বিবাহ এক প্রকার চুপে চুপেই হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কুশণ্ডিকা হয় নাই; শয্যাতুলানা হয় নাই; বাজনা বাদ্য হয় নাই; দুরাধিগম্য সংস্কৃত কথায় কোনও মন্ত্র উচ্চারিত হয় নাই। কেবল ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শরচ্চন্দ্র গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "জগদীশ! শ্রীশচন্দ্রের বড় ইচ্ছা, যে আমার দ্বারা একটী আদর্শ পরিবার সংঘটিত হয়; তুমি আমাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ কর!" দরিদ্র বালিকার এই বিবাহে শ্রীশচন্দ্র প্রথম হইতেই কাঁদিতেছিলেন; পরে শরতের কাতর নিবেদন শুনিয়া, তাঁহার কণ্ঠ

উচ্চ হইতে আরও উচ্চতর হইয়া উঠিল। সুধার মস্তক বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন, "সুধা! ভগিনি! পারবি ত? দীন দুঃখী যাহারা, মাতৃহারা যাহারা, তাদের জননী হইতে? পারবি ত? আদর্শ পরিবার গঠনের ভার তোর উপর! পারবি ত?"

সুধা ধীর নম্রভাবে শ্রীশচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিয়া পরে শরতের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "পারিব! আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন!"

নিশীথপবন অনাথ বালিকার এই ক্ষুদ্র কথাটী অমূল্য রত্নের মত বুকে করিয়া, আনন্দে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; আকাশের তারকাকুল হাসিতে হাসিতে সে আনন্দে যোগ দিল; সেফালিকায় পুষ্পবৃষ্টি হইল। মনে হইল যেন জগতের তারে তারে, একটী সুসংবাদ "পারিব" এই তিনটী অক্ষরে ঝঙ্কারিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। আর কে যেন সেই তারের কাছে কাণ পাতিয়া বসিয়া আছে—আর বলিতেছে, "আজ ধন্য হইলাম! সুধার দয়াময় আজ ধন্য হইল।"

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ
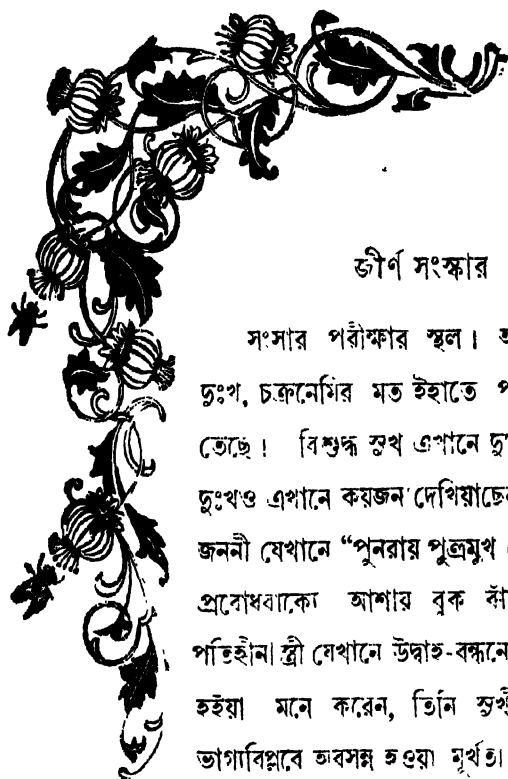
## জীর্ণ সংস্কার

সংসার পরীক্ষার স্থল। আজ সুখ কাল দুঃখ, চক্রনেমির মত ইহাতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিশুদ্ধ সুখ এখানে দুষ্প্রাপ্য; বিশুদ্ধ দুঃখও এখানে কয়জন দেখিয়াছেন? পুত্রহীনা জননী যেখানে "পুনরায় পুত্রমুখ দেখিবেন" এই প্রবোধবাক্যে আশায় বুক বাঁধিতে পারেন, পতিহীনা স্ত্রী যেখানে উদ্বাহ-বন্ধনে পুনরায় জড়িত হইয়া মনে করেন, তিনি সুখী—সেখানকার ভাগ্যবিপ্লবে অবসন্ন হওয়া মূর্খতা। তাই বলি, যিনি এখানে হাসিবার সময় ঠিক হাসিতে পারেন, এবং কাঁদিবার সময় ঠিক কাঁদিতে পারেন, তিনিই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্য। কিন্তু চঞ্চল মানস তোমার অদৃষ্ট এতই কঠোর,

যে ইহাতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই বিজয়মালা দেখা যায়।

বিবাহের পর একদিন সুধা ও শরচ্চন্দ্র একত্র বসিয়া আছেন, এমন সময়, শ্রীশচন্দ্র একটী কাগজের তাড়া হাতে করিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "সুধা এ গুলি তোমার বাক্সের ভিতর ভাল করিয়া রেখে এস!" সুধা চলিয়া গেলে, শ্রীশচন্দ্র শরৎকে ডাকিয়া বলিলেন "ভাই শরৎ, মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের বলিব না; কিন্তু আর না বলিয়া চলিতেছে না। আমার বুকের বেদনাটী ভয়ানক বাড়িয়াছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, কাল হইতে কাশীর সঙ্গে অনবরত রক্ত উঠিতেছে; মাথা তুলিয়া রাখিতে যেন সামর্থ্য নাই। আমার মনে হয়, ভাই, আমাদের আশার বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই আমাকে যাইতে হইতেছে; আর দুই এক দিন বিলম্ব আছে কিনা সন্দেহ; কাঁদিও না শরৎ, এ সুখের কথা শুনিয়া তুমি কাঁদিবে কেন? আমি যেখানে যাইতেছি, সে ত আমার কাছে একেবারে অচেনা দেশ নহে; এ জীবনে সে মধুময় দেশের প্রতিচ্ছায়া ত কত বার অনুভব করিয়াছি। সে যে সুখের দেশ! সে যে আমার দয়াময়ের দয়ার রাজ্য! সেখানেও তোমাদের মত বন্ধু আছেন; সেখানকার চিকিৎসক সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত দয়ালু। সেখানে গেলে আমার বুকের বেদনা আর থাকিবে না—আর রক্ত উঠিবে না। শরৎ, ভাই, আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন! যেন তোমার দ্বারা আমার অসম্পূর্ণ জীবনের অনাথ

উদ্দেশ্যগুলি আশ্রয় প্রাপ্ত হয়; ইচ্ছা ছিল সেবাব্রত লইয়া তোমাদের সঙ্গে কিছুদিন খাটি, কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।"

শরচ্চন্দ্র কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, বলিতে পারিলেন না; তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। শ্রীশচন্দ্র শরচ্চন্দ্রকে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় বলিলেন "শরৎ! ব্যাকুল হইও না, আমার ভগ্ন শরীরের দ্বারায় জগতের সেবাকার্য্যের কোন বিশেষ সহায়তা হইবে না, বোধ হয় তাই, দয়াময় দয়া করিয়া সেই দেহের জীর্ণ সংস্কার করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছেন। আমি গেলে হতাশ হইও না, শরৎ! আমাদের উদ্দেশ্য যখন ভগবানকে লইয়া, তখন তাঁহার কার্য্য তিনি করাইয়া লইবেন, নিশ্চয়ই আমরা জয়যুক্ত হইব; সুধাকে আমি যত্ন করিয়া শিক্ষা দিয়াছি, সে যতদিন থাকিবে, তোমাকে ছায়া দান করিবে। পরে সুধার বর্ণের অনুজ্জ্বলতার কথা স্মরণ করিয়া, ধর্ম্মের পথ বড়ই পিচ্ছিল মনে ভাবিয়া, বলিলেন—"ভাই আর একটী অনুরোধ, যদি কখন অন্ধকার আসে, পা সরিয়া যাইবার মত বোধ হয়, যদি এমন কোনও আকর্ষণ পড়ে, যাহাতে মৃত বাসনা আবার জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সুধার নিকট হইতে আমার কাগজগুলি লইয়া খেজুর গাছের * গল্পটী পড়িও, বুঝিতে পারিবে, এ সংসারে কদর্য্য বলিয়া কোনও জিনিষ নাই, মাতৃক্রোড়ে কদর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সমান আদর।"

* গ্রন্থকারের কৃত পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি দেখ।

শ্রীশচন্দ্র আরও কিছু বলিবেন মনে করিতেছিলেন ; সুধার প্রত্যাবর্ত্তনে আর বলিতে পারিলেন না ; সুধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুধা ভগিনি ! আয় কাছে আয়—তোর শ্রীশ দাদা তোদের নিকট হইতে আজ শেষ বিদায় লইবার জন্য আসিয়াছে।" শ্রীশের শেষোক্ত কথা শুনিয়া শরচ্চন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন॥ সুধা কি একটা সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মনে করিয়া, ব্যাকুল হইয়া শরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, "বল বল, কি হইয়াছে শীঘ্র বল, আমার যে বুক ফেটে যাচ্চে।" তারপর শ্রীশচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "শ্রীশদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন, আপনার শরীর ত ভাল আছে ? একি কাপড়ে রক্ত কেন ? উ!. একি ! একি ! এ যে ভেসে গিয়েছে ! বুঝিয়াছি— অভাগিনীর ভাঙ্গা কপাল আবার ভেঙ্গেছে !"

ক্ষুদ্র রমণী-হৃদয় যতই নির্ভরতার আধার হউক না কেন, বন্ধুবিচ্ছেদ কিম্বা তাহার আশঙ্কা তাহার পক্ষে অসহনীয়, সন্তরণের পূর্ব্বে ডুবিয়া যায়, ভাঙ্গিবার পুর্ব্বেই বসিয়া পড়ে। সুধা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া শ্রীশচন্দ্রের পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। দুর্দ্দৈব ! কঠিন মেজের উপর পড়িয়া যাওয়ায় মস্তকে ভয়ানক আঘাত লাগিল সে অজ্ঞানতা বহু চেষ্টায় আর তখন দূর হইল না। সুধার বিপদে শ্রীশচন্দ্রের ভগ্ন শরীর আরও ভাঙ্গিয়া গেল। এক দিকে সুধা আর একদিকে শ্রীশ, শরচ্চন্দ্র বিশেষ সতর্কতার সহিত এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করিতে পারে ? যদিও সুধার অল্প অল্প চেতনার

সঞ্চার বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, ইহার পূর্ব্বেই সেবকসম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাতা, দরিদ্র শ্রীশচন্দ্র শরচ্চন্দ্রের কাছে সুধাকে রাখিয়া শরৎ ও সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আপন জীর্ণদেহ পুনঃ সংস্কারের জন্য তাঁহার দয়াময়ের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। সুধা জানিতে পারিল না, তাহার শ্রীশদাদার কি হইয়াছে।

সুধা একবার শূন্যনেত্রে কাহার যেন অনুসন্ধান করিলেন, অনুসন্ধান করিয়া কি যেন কেমন নিরাশার অন্ধকারে নামিবার মত পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন, পরক্ষণেই শুনা গেল, সুধা অজ্ঞানে প্রলাপ বকিতেছেন। বলিতেছেন, "বুঝিয়াছি, সকলই বুঝিয়াছি, ফাঁকী দিয়া যাইবে। তবে এস—সরে এস, শ্রীশদাদা! রক্তটা ধুইয়া দিই—ওখানে কি অপরিষ্কার যেতে আছে?" সুধা একটু নীরবে থাকিয়া পুনরপি উচ্চ হাসিয়া বলিলেন "বেশ দেখাচ্ছে! এখন যাও, শ্রীশদাদা! যদি দুঃখিনী মায়ের সঙ্গে দেখা হয়, তা হ'লে ব'লো সুধার বিবাহ হয়েছে, সুধা সুখে আছে।"

শরচ্চন্দ্র ডাকিলেন, সুধা একটু জল খাবে? সুধা আপন মনে বলিল "অনুগ্রহ! অনুগ্রহ! তুমি যেমন কুৎসিতকে ভাল বাসিতে পার, এমন আর কেহ না—না, আর একজন পারেন, কেমন শ্রীশদাদা, তিনি তোমার মত—তিনি আমাদের ধর্ম্মরাজ! "শরৎ এবার জোর করিয়া ডাকিলেন "সুধা!" সুধা এবার অপেক্ষাকৃত তীব্রস্বরে উত্তর করিল, "যখন বাঁচিবই না, তখন শ্রীশদাদাকে দাঁড়াইতে বল; দূরদেশে ভায়ের সঙ্গে যাওয়াই ভাল!"

শরচ্চন্দ্র সুধার মস্তকে শীতল জলধারা দিলেন, দিয়া বলিলেন, "সুধা, একটু ঘুমাও।"

সুধা এবার একটু সংজ্ঞার ভাবে বলিলেন "তুমি জাগিয়া থাকিলে কি আমার ঘুম আসে ? আমি আঁচল পাতিয়া দিতেছি, তুমি আগে একটু শোও !" এই বলিয়া সুধা কম্পিত হস্তে আপনাব কাপড় ধবিয়া টানিতে লাগিলেন,—আবার বিকারের ভাব দেখা দিল ; আশা ও নিরাশার সংগ্রামে এইরূপে আরও দুই দিন কাটিয়া গেল ; তৃতীয় দিবস প্রত্যূষে শরৎ দেখিলেন, সুধা মাথায় কাপড় টানিয়া দিতেছে—বালিকার চৈতন্য হইযাছে।

---

## নবম পরিচ্ছেদ।
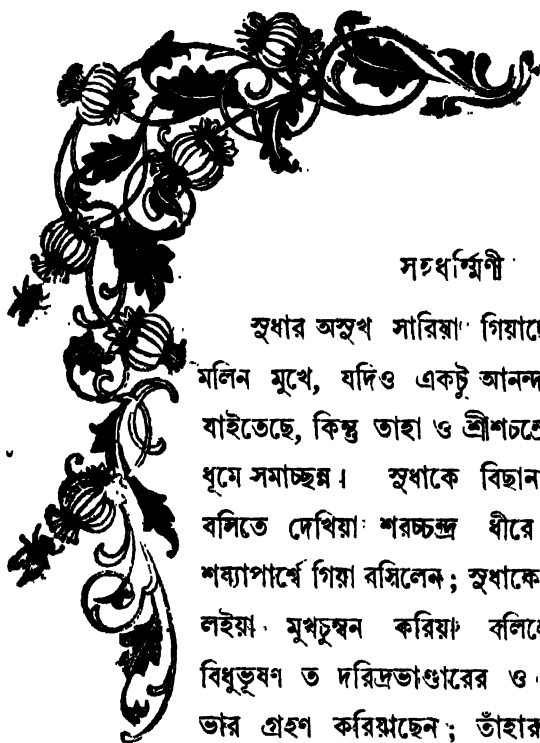
### সহধর্ম্মিণী

সুধার অসুখ সারিয়া গিয়াছে। শরতের মলিন মুখে, যদিও একটু আনন্দ রেখা দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহা ও শ্রীশচন্দ্রের বিরহাগ্নির ধূমে সমাচ্ছন্ন। সুধাকে বিছানায় ঠেশ দিয়া বসিতে দেখিয়া শরচ্চন্দ্র ধীরে ধীরে স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিলেন; সুধাকে কাছে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "সুধা! বিধুভূষণ ত দরিদ্রভাণ্ডারের ও ছাত্রনিবাসের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার তত্ত্বাবধানে উপস্থিত এই গৃহেই ছাত্রগণ বাস করিবেন। শ্রীশচন্দ্রের অভাবে, এ গৃহ—এ স্থান শ্মশানক্ষেত্র অনুমিত হইতেছে। আর এখানে থাকিতে একটুও ইচ্ছা নাই! বলত দেশে যাওয়ার

উদ্যোগ করি ; সেখানে গিয়া শ্রীশচন্দ্রের অভিপ্রেত আদর্শ গৃহ স্থাপনের চেষ্টায় থাকি।”

এই বলিয়া শরচ্চন্দ্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। সুধা স্বামি-হস্ত নিজ বক্ষঃমধ্যে ধারণ করিলেন, হস্ত বক্ষঃ হইতে ওষ্ঠোপরি ওষ্ঠ হইতে মস্তকোপরি স্থাপিত হইল। কাতর কণ্ঠে বালিকা বলিয়া উঠিল, “জগদীশ! তুমি ত আমাকে ভাগ্যবতী করিয়াছিলে! তবে কেন আমার শ্রীশ দাদাকে এমন করিয়া সহসা কাড়িয়া লইলে? আমার কি গুণ ছিল, আমি যে বড় কুৎসিত! কেবল শ্রীশ দাদা—” শরচ্চন্দ্র হাত দিয়া সুধার মুখখানি আবৃত করিলেন—বলিলেন, “ছি সুধা, আবার সেই কথা! যাহাকে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম মনে করি, সে যদি কদাকার, তবে এই জগতে সুন্দর কি, তাত জানি না! যাহার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে অনন্তের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাই, মধু হইতে মধুমাখা আর একখানি মুখ হৃদয়পটে জাগিয়া উঠে, সংসার তাহাকে যে নামেই ডাকুক না কেন, যে ভাবেই দেখুক না কেন, আমি তাহাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া বুঝিয়াছি ; সুন্দর কুৎসিত, বলিয়া বুঝি নাই। হৃদয়ের স্বাভাবিক রূপতৃষ্ণা শ্রীশচন্দ্রের উপদেশে অনন্তের রূপতৃষ্ণায় ডুবিয়া গিয়াছে।”

স্বামীর কথা শুনিয়া সুধার নয়ন বিস্ফারিত হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, গণ্ডস্থল নেত্রজলে প্লাবিত হইল। সুধা আজ ক্ষুদ্র বালিকার মত তাহার স্বামী—তাহার শ্রীশ দাদা—তাহার দয়াময়কে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শরচ্চন্দ্রও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; বালিকাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "জগদীশ! রূপ লইয়া কি করিব ; যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহাত দিয়াছ। তোমার উজ্জ্বল মধুর রস উপভোগ করিবার জন্য কত স্থানেই না ঘুরিয়াছি ; কিন্তু সেই একটী অশ্রু, সেই একটী দীর্ঘশ্বাস, সেই একটু সৌন্দর্য্য, যাহা অনন্ত অসীমকে আলি দিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, প্রণালীর মত ক্ষুদ্রের সহিত মহতের যোজনা করিয়া দেয়, তুমি দয়া করিয়া না দেখাইয়া দিলে কি দেখিতে পাইতাম? কতদিন এই ভগ্ন গৃহের পার্শ্ব দিয়া ত গিয়াছি, কিন্তু কোনও দিন ত এমন প্রবৃত্তি হয় নাই—যে দেখি, কুটীরাভ্যন্তরে কে আছে? আর শ্রীশচন্দ্র ভাই! তোমার গুণের কথা আর কি বলিব? তুমি বুঝাইয়া দিলে, তাই বুঝিলাম ; নতুবা এই প্রেমাশ্রু, এই দীর্ঘশ্বাস, প্রার্থনাকালীন এই সৌন্দর্য্য রশ্মি—যাহা অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর মানব হৃদয়কে ডুবাইয়া ফেলে, তাহা কি ধরিতে পারিতাম?"

শরচ্চন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল—তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। সুধা কাঁদিতে কাঁদিতে, কাহাকে ধরিবার জন্য, কি এক অজানা স্বপ্ন রাজ্যের পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে স্বামিবক্ষে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

---

## দশম পরিচ্ছেদ
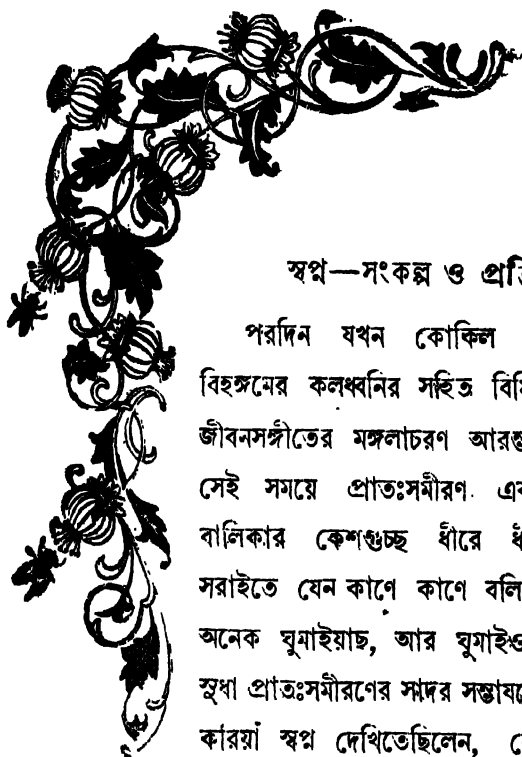
### স্বপ্ন—সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা

পরদিন যখন কোকিল কাকলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমের কলধ্বনির সহিত বিমিশ্রিত হইয়া জীবনসঙ্গীতের মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময়ে প্রাতঃসমীরণ একটি নিদ্রিতা বালিকার কেশগুচ্ছ ধীরে ধীরে সরাইতে সরাইতে যেন কাণে কাণে বলিতেছিল—সুধা অনেক ঘুমাইয়াছ, আর ঘুমাইও না। কিন্তু সুধা প্রাতঃসমীরণের সাদর সম্ভাষণে কর্ণপাত না করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যেন শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন "সুধা! সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করিবার এই সময়! যদি উজ্জ্বল মধুর রসের সহায় হইতে চাও, যদি হৃদয়াকাশে পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল মুখচ্ছবি প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত

দেখিতে বাসনা থাকে, যদি কামের পরিবর্ত্তে প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করিতে যথার্থ অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে পতি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, এই শুভক্ষণে—এই শুভ মুহূর্ত্তে, যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা ভিন্ন অন্য বাঞ্ছা মনে স্থান দিবে না! সুধা স্বপ্নাবেশে শ্রীশচন্দ্রকে সাক্ষী করিয়া পতি-অঙ্গ স্পর্শ করিলেন; স্বপ্নাবেশে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা ভিন্ন অন্যবাঞ্ছা আর হৃদয়ে স্থান দিবেন না।

সুধার অঙ্গস্পর্শে শরচ্চন্দ্রের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিলেন প্রভাতপবন আনন্দে অধীর হইয়া, সুধার অঞ্চল লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। শরচ্চন্দ্র জাগিয়া সুধাকে জাগাইলেন। সুধা জাগিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন! বোধ হইল—লতা গুল্মে, কুসুমে কোরকে, পত্রে প্রান্তরে—চতুর্দ্দিক ভরিয়া একই ইচ্ছা, একই বাঞ্ছা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে শরতের মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন শরচ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিশ্ব যেন সেখানেও এক অনন্তের বিপুল ইচ্ছায় গা ভাসাইয়া দিয়াছে! আর সুধা সেই কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আপনার ক্ষুদ্র বাহুদ্বারা অনন্ত ইচ্ছাস্রোতের অনুকূলে সজোরে বাহিয়া চলিয়াছেন! সমস্তের ভিতর যেন একই আকর্ষণ, একই ইচ্ছা একই গতি, একই দিকে সন্তরণ—ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে! কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা ভিন্ন যেন এ জগতে আর ভিন্ন ইচ্ছা নাই, ভিন্ন সত্বা নাই! যেন সমস্ত ইচ্ছাকে আত্মসাৎ করিয়া এক বিরাট ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রেম সংযুক্ত হইয়া, ইচ্ছাময় রূপে জগতের অন্তরে

বাহিরে বিরাজমান ! সুধা নয়ন মুদিত করিলেন। এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, ইচ্ছার এত একটানা খরস্রোত, ক্ষুদ্র বালিকা হৃদয়ে কি একবারে এত ধারণা সহ্য হয় ? বালিকাকে সহসা নয়ন নিমীলিত করিতে দেখিয়া শরচ্চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুধা অমন করিতেছ কেন ?" সুধা উত্তর করিলেন, "ধর—নতুবা মিশাইয়া যাই !"

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।
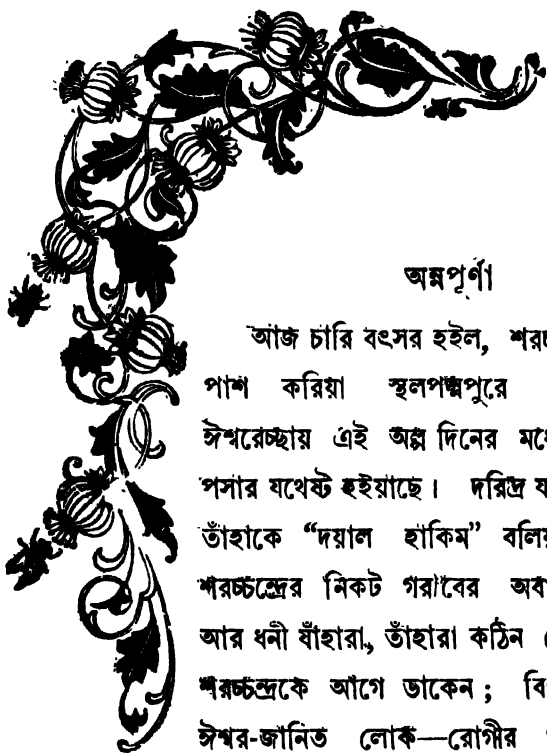
### অন্নপূর্ণা

আজ চারি বৎসর হইল, শরচ্চন্দ্র ডাক্তারি পাশ করিয়া স্থলপদ্মপুরে আসিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় এই অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পদ পসার যথেষ্ট হইয়াছে। দরিদ্র যাহারা তাহারা তাঁহাকে "দয়াল হাকিম" বলিয়া ডাকে— শরচ্চন্দ্রের নিকট গরীবের অবারিত দ্বার। আর ধনী যাঁহারা, তাঁহারা কঠিন রোগ হইলেই শরচ্চন্দ্রকে আগে ডাকেন; বিশ্বাস,—তিনি ঈশ্বর-জানিত লোক—রোগীর গাত্র স্পর্শ করিলেই রোগযাতনার উপশম হইবে। সেই জন্য অনেক দূর হইতে পীড়িত দরিদ্র লোক তাঁহার বাড়িতে আসে। সেখানে ত স্থানের অভাব নাই! আসিয়া দুই দশদিন থাকে, এবং সুস্থ হইলে

বাটী ফিরিয়া যায়। এইরূপে প্রায় বিশ ত্রিশ জন রোগী প্রত্যহ তাঁহার বাটীতে আহার পায়, এবং যাইবার সময় বলিয়া যায়, ডাক্তার বাবুর স্ত্রী মানুষ নহেন, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! বাস্তবিকই সুধা শরচ্চন্দ্রের গৃহলক্ষ্মী। সেবা শুশ্রূষা, আশা ভরসা, সুখ শান্তি, নিঃস্বার্থতা নির্ভরতা, যেন অষ্টাদশবর্ষীয়া একটী স্ত্রী মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

এ জগতে কত স্ত্রী আছে, কত সংসার আছে, কত আশ্রয় আশ্রিত আছে; কিন্তু সেবার ভার স্কন্ধে লইয়া সহাস্যবদনে অহোরাত্র খাটিতে পারে, এমন স্ত্রীলোক—এমন আনন্দময়ী মূর্ত্তি—এমন অন্নপূর্ণা, দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে আজ কাল অতি বিরল।

যেখানে পিতা পুত্রে বিবাদ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, পতি পত্নীতে শত্রুতা, প্রভু ভৃত্যে প্রতারণা, সেখানে একটী হাসি, একটী কথা, একটী অনুরোধ যে এত অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, তাহা কে সহজে বিশ্বাস করিবে? মান অভিমান, দুঃখ শোক, কলহ অপ্রণয়ের সংসারে সুধা মিলনের মন্ত্র হইয়া যেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। গঙ্গাবক্ষে ক্ষুদ্র বাষ্পীয় পোত যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে ছুটিয়া যায়, শরচ্চন্দ্র পত্নীও তদ্রূপ এই বিস্তৃত হিন্দুগৃহের কক্ষে কক্ষে আনন্দপ্রবাহ সমুৎপন্ন করিবার জন্য যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বেলা ৩টা বাজিয়া গেলেও সুধার আহার হয়না; বাটীতে চাকর চাকরাণী আছে, রন্ধনশালার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে, কিন্তু সুধাকে দুইবেলা কিছু না কিছু রাঁধিতে হয়। সুধার

হস্তের পাক একটী উপাদেয় বস্তু,—শুনিলেই যেন ক্ষুধা বাড়িয়া উঠে। দরিদ্র রোগীরা মাতাঠাকুরাণীর হাতের তরকারির জন্য মুখ চাওয়া চাহি করে। সুধা, অল্প হউক অধিক হউক, স্বহস্ত রচিত ব্যঞ্জনের কিছু না কিছু বণ্টন করিয়া দিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করেন। একটু পাইলেও লোকে সন্তুষ্ট হয়, বেশী পাইলেও সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু কোনও কারণে যদি কেহ না পায়, তবে সে মনে করে, যেন সে দিন তাহার কি একটা উপাদেয় বস্তু হারাইয়া গিয়াছে—যাহার ভিতর মাতৃস্নেহের মধুরতা আছে, আদর আছে, যত্ন আছে,—যাহা সুস্বাদে অতুলনীয়, স্নেহে অভিনব।

অতিথি অভ্যাগতের জলখাবার দিতে, রোগীর শুশ্রূষা করিতে, ভিক্ষুকের আবেদন শুনিতে, এক দিন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সুধা আহার করিতে বসিবেন, এমন সময় বাহির হইতে শরচ্চন্দ্র ভৃত্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন "হাঁড়িতে ভাত আছে কি না ?" একটী লোক রাস্তার পার্শ্বে পড়িয়া আছে ; শুনিতেছি, সে এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র আহার পায় নাই ; তাহার জন্য দুটী ভাত পাঠাইতে হইবে।

সুধা স্বামীর নিবেদন অবগত হইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করে এস, ভাত নিয়ে যাবে কে ? বাবু নিজে নাকি ? তাহলে তাঁকে বাটীর ভিতর একবার পাঠিয়ে দাও।" শরচ্চন্দ্র অন্যের দ্বারা ভাত পাঠাইবেন ইচ্ছা করিলেও, একবার রন্ধনশালায় আসিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এখন আমাকে ফেরীওয়ালা সাজাইতে পারিলেই সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ! দেখি অন্নপূর্ণার

ভাতের বোঝাটা কত বড় ?" সুধা একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। শরচ্চন্দ্র দেখিলেন, যে ভাত আছে, তাহাতে একজনের কুলায় না, ব্যঞ্জন কিছুই নাই, একটুমাত্র ডাল আছে। শরচ্চন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এই সম্বল নাকি ?" সুধা হাসিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোমরা পুরুষ মানুষ, অল্পে মন উঠে না ; কিন্তু স্ত্রীলোক ইহাতেই সন্তুষ্ট। স্বামিগৃহে দিনান্তে এই এক মুঠা অন্ন যাহাতে বজায় থাকে, সেই জন্য আশৈশব কত ব্রতকামনা উপবাস কষ্ট। কিন্তু পুরুষজাতি এমনই নিষ্ঠুর যে, এই একমুঠা অন্ন হইতেও তাহাদিগকে সময়ে সময়ে বঞ্চিত করিতে ছাড়ে না !"

সুধার কথা শুনিয়া শরচ্চন্দ্র পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "স্বার্থের অর্থ বুঝিয়াছি, এই এক মুঠাই সম্বল ছিল, তাহাও কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি।" পরে আশ্চর্য্য-ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন, "সুধা ! সত্য রোজই এই রকম হয় নাকি ?" সুধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে দুঃখপ্রতিবিধানের জন্য পরে দরখাস্ত করিব ! এখন দেখিলে ত তরকারি কিছুই নাই, তাই পরামর্শ করিতে ডাকিয়াছি—লোকটা না হয় গরীব হইল, কিন্তু আমাদের ত দিতে হইবে, দুধ ভাত দিলে সহ্য হবে কি ? ঘরে দুধের অভাব নাই !"

শরচ্চন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দরাজ হাতটা একটু কম করিও, তাহা হইলেই হবে।" পরে বলিলেন, লোকটার ত দেখিতেছি অদৃষ্ট ভাল, উপবাসের স্থানে দুগ্ধান্ন ! এখন অন্নপূর্ণার

অদৃষ্টই ভাবিতেছি ! সুধা উচ্চ হাসিয়া বলিলেন, "দাসীর অদৃষ্ট ভাল কি মন্দ তুমিই তার সাক্ষী !"

শরচ্চন্দ্র কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "তাত বুঝিলাম, এখন কি করিব ?" সুধা উত্তর করিলেন, "সন্তান অভুক্ত থাকিতে অন্নপূর্ণার আহার হয় না। তিনি আহার করেন, রাত্রি দুই প্রহরে ; আমারও সেই সময়ে হইবে। এখন একটু জলখাবার আনাইয়া দাও।" শরচ্চন্দ্র আসিবার সময় হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিলেন—যাইবার সময় প্রবীণের ন্যায় গম্ভীর ভাবে বহির্বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। বাটীর স্ত্রীলোক যাহারা জানে না, তাহারা মনে করিল, ডাক্তার বাবু কিছু স্ত্রৈণ। স্ত্রীর আহার হয় নাই, তাই মেজাজটা আর সে রকম নাই। কিন্তু বাহিরের কর্ম্মচারীরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল, যে শরচ্চন্দ্রের চক্ষু সেদিন যেন মধ্যে মধ্যে ভিজিয়া যাইতেছে। ভিজিবার ত কথাই ! শরচ্চন্দ্র ভাবিতে ছিলেন, ভাই শ্রীশ ! আজ তুমি কোথায় ? তুমি থাকিলে আজ কত সুখী হইতে ! তোমার স্বহস্তরোপিত আদর্শ লতা মুকুলিত-প্রায় ;—সুধা বাস্তবিকই অন্নপূর্ণা সাজিয়াছে।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।
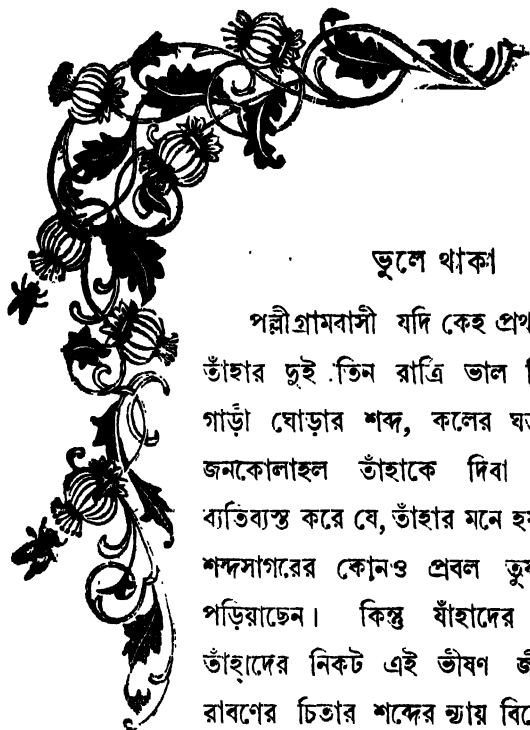
### ভুলে থাকা

পল্লীগ্রামবাসী যদি কেহ প্রথম সহরে যান, তাঁহার দুই তিন রাত্রি ভাল নিদ্রা হয় না। গাড়ী ঘোড়ার শব্দ, কলের ঘড় ঘড় ধ্বনি; জনকোলাহল তাঁহাকে দিবা রাত্রি এমনই ব্যতিব্যস্ত করে যে, তাঁহার মনে হয়, তিনি একটী শব্দসাগরের কোনও প্রবল তুফানে আসিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের সহরে বাস, তাঁহাদের নিকট এই ভীষণ জীবনকোলাহল রাবণের চিতার শব্দের ন্যায় বিশেষ মনোযোগ করিলে যদি শুনিতে পাওয়া যায়।

সেইরূপ এ সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের নিকট আপনার সুখ দুঃখ ভিন্ন, অপর কোনও সুখ দুঃখ আছে,

এমন বোধ হয় না। কিন্তু যাঁহারা সেবার ভার স্কন্ধে লইয়া প্রথম সংসারক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, তাঁহারা দেখেন, এ সংসার হাহাকারে পরিপূর্ণ। দারিদ্র্যের প্রবল পীড়নে মানুষ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; রোগ শোক ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রাস করিবার জন্য বদন-বিবর প্রসারিত করিয়া আছে, আর তাহার ভিতর পতঙ্গের মত মানুষের আশা ভরসা, বল বিক্রম, সহায় সম্পদ, দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইতেছে।

এই বিপুল কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারতা দেখিয়া ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রকৃতিক, তাঁহারা আপন স্কন্ধের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদ্‌পদ হন এবং বলেন, ক্ষুদ্র মনুষ্য তাহার সাধ্য কি যে সে সেবাব্রত গ্রহণ করিবে? যাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিবেন, তুমি আমি কি তাহার ভিতর থাই পাই? আর যাঁহারা তদপেক্ষা কিছু সবলচিত্ত তাঁহারা দুই চারি পদ হাঁটাহাঁটি করিয়া, দুই দশটী রোগ শোকের লাঘবতা সম্পাদন করিয়া, পরিক্লান্ত হইয়া হাঁপাইয়া পড়েন। বলেন, ইচ্ছা ছিল—কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদিগকে তেমন শক্তি দেন নাই; সুতরাং সেবাব্রত পালন করা তাঁহাদের মত লোকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সেবাব্রত যাঁহাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যাঁহাদের মজ্জার সহিত ইহা বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সেই অচল অটল ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি বৃত্তি স্বতন্ত্র; তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের সত্বা ও সেবাব্রতে কোনও পার্থক্য নাই। তাঁহারা বলেন, যতক্ষণ দেহযন্ত্র ভাঙ্গিয়া না যায়, ততক্ষণ কার্য্য বন্ধ করিতে তাঁহাদিগের অধিকার কি? ক্ষেত্রের

বিপুল প্রসারতা হয় হউক, ক্ষুদ্র আমি, আমি যতটুকু পারি ততটুকু না করি কেন? জগতের উপকার আমার দ্বারা সম্ভব না হয়, দেশের উপকার ত আমি করিতে পারি; তাহাও যদি অসম্ভব হয়, নিজ গ্রাম ত আছে; তাহাতে অসমর্থ হই, নিজ গৃহ, নিজ পরিবার—তাহা ত আমার আয়ত্বাধীন, সেখানে শৃঙ্খলতা স্থাপন করিতে ক্ষতি কি? সেই শৃঙ্খলার সংস্পর্শে যদি কেহ আসে, অন্ততঃ সে ত মনে করিবে, যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, এমন ত একটা স্থান ইহাতে দেখিতেছি, যেখানকার বায়ু শান্তির শীতলতার সংমিশ্রণে অমৃতময় হইয়া রহিয়াছে।

আমরা এই পরিচ্ছেদে যে দুইটী চরিত্র চিত্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা এই শেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে একটী চরিত্রের আভাস যাহা আমরা কিছু কিছু পাইয়াছি, তাহা শ্রীশচন্দ্রের অপরিচিত বন্ধু বিধুভূষণের; আর তাহার অন্তরালে থাকিয়া নিঃশব্দে নির্ব্বাক্ যে স্নিগ্ধ কৌমুদীরশ্মি সর্ব্বদা উদ্ভাসিত হইত, তাহা তাঁহার ভগিনী স্নেহের।

পূজার ছুটীতে বিধুভূষণ স্বপুরে আসিয়াছেন; বিধুভূষণের আগমনে পাড়ার বালক বালিকা বড়ই আনন্দিত হইয়াছে। সন্ধ্যা না হইতেই তাহারা বিধুভূষণকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, কেহ বলিতেছে, "বিধুদাদা সেই ডাকাতের গল্পটা বলনা!" কেহ বলিতেছে, "না ওটা ভাল নয়! সেই আশ্চর্য্য প্রদীপের কথাটা!" কেহ ভাল মন্দ বিচার করিতে না পারিয়া কেবলই বলিতেছে, "বিধুদাদা, তোমার পায়ে পড়ি! ভাইপোও বলিতেছে, "বিধুদাদা",

ভাগিনেয়ও বলিতেছে, "বিধুদাদা !" বালকদিগের এই উদারতা-ব্যঞ্জক কাতর নিবেদনে বিধুভূষণ এক এক বার হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না, আবার পরক্ষণেই অশ্রুপূর্ণলোচনে মনে করিতেছেন, সম্বন্ধ নির্ণয়ে ভুল থাকিলেও এইরূপ ব্যগ্রতাই স্বর্গ হইতে মাতৃস্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

বালক বালিকার টানাটানিতে বিধুভূষণের ধোয়া কাপড় এক দিনেই ময়লা হইয়া গিয়াছে। বিধুভূষণকে ইচ্ছা করিতে হয় নাই, চেষ্টা করিতেও হয় নাই—বালকেরা আপনা হইতেই তাহাকে ষষ্ঠীবুড়ি সাজাইয়া বসিয়া আছে !

সুদূর তীর্থ হইতে কেহ ফিরিয়া আসিলে তাহাকে দেখিবার জন্য যেমন পূর্ব্বকালে পল্লীগ্রামে ভিড় বাধিত, তেমনি বিধুভূষণের বাটীতে ভিড় বাধিয়াছে ; পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে বিধুভূষণকে দেখিবার জন্য শিশুদিগের এত আগ্রহ কেন ? সুপুরে আরও ত কত যুবক আছেন ; যাঁহারা বিধুভূষণের অপেক্ষা ধনী, তাঁহার অপেক্ষা বেশী লেখা পড়া জানেন,—সভায় সমাজে বিধুভূষণ অপেক্ষা তাঁহাদের আদর অনেক বেশী ; কিন্তু অবোধ যাহারা তাহাদের কথা কি বলিব—তাহাদের যাহা কিছু সমস্তই বেদবিধির বহির্ভূত। চোখ রাঙ্গাইলে যাহারা ছুটিয়া বুকে আসে, আদর করিলে কাঁদিয়া পলাইয়া যায়, তাহাদের রীতি নীতির কথা লইয়া আন্দোলন করা বৃথা ! ইহা সত্য যে, শিশু শিশুকেই অন্বেষণ করে, শিশু শিশুরই সহিত থাকিতে ভাল বাসে। বিধুভূষণের কুড়ি বৎসর বয়স হইলেও তাঁহার ভিতরে শৈশবের

এমন কি ভাব লুক্কায়িত ছিল, যাহাতে বালক বালিকা কেন সমস্ত লোকেই তাহাকে সরলতার প্রতিমূর্ত্তি মনে করিত। বালক বালিকা তাহার নিকট আসিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না। তাহাদের ধারণা ছিল, তাহাদের বিধুদাদা তাহাদের দলেরই একজন।

বিধুভূষণকে দেখিয়া কেবল যে সুঁপুরের বালকেরা ভীড় বাধাইয়াছে, এমন নহে; সুপুরের দরিদ্র কুটিরবাসীরাও মনে করিতেছে, যে আজ তাহাদের সুপ্রভাত হইয়াছে; তাহাদের বিধুভূষণ বাটী আসিয়াছে। দাসী বাগ্দিনীর আনন্দ ধরিতেছে না—তাহার পাঁচ বৎসরের পুত্র টেপা এত দিন ক্ষতরোগে ভুগিতে ছিল, বিধুভূষণ আজ তাহাদের বাটী গিয়া তাহার পুত্রের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তারকে দুইটী টাকা দিয়া আসিয়াছেন। তিনি এখন হইতে টেপাকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবেন। স্বরূপ যোগী স্ত্রী পুত্র লইয়া জলাহার করিতেছিল, সে হাসিতেছে; গণেশ মুদি, মুটের মাথায় দিয়া তাহার বাটীতে এক মণ চাল পাঁচসের ডাল পাঠাইয়া দিয়াছে; আর বলিয়া দিয়াছে, মুটের পয়সাও তাহাকে দিতে হইবে না—বিধুভূষণের নিকট সে সমস্ত বুঝিয়া পাইয়াছে। বৃদ্ধা নন্দর মা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে—বিধুভূষণ তাহাকে দুখানি পুরাতন বস্ত্র দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, “নন্দার মা তুই খেটে খুটে খাস বটে, কিন্তু অসুখ বিসুখ হ'লে যদি নিরূপায় হস্, তাহা হইলে লজ্জা করিস্ না, আমাদের বাড়ীতে আসিস্,

আমি স্নেহকে বলে রেখেছি, সে তোকে একমুঠা রাঁধা ভাত দেবে।"

বিধুভূষণ ধনীর সন্তান হইলে এ সব বন্দোবস্ত তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না; কিন্তু বিধুর পিতা সেরূপ ঐশ্বর্য্যশালী লোক ছিলেন না, বিশেষতঃ যে দুপয়সা তাঁহার হাতে ছিল, তাহা তিনি সুদে ধার দিতেন। কুশিদজীবী বিধুভূষণের পিতা অত্যন্ত কৃপণ লোক ছিলেন। টাকা আদায় করিবার সময় পাই পয়সা হিসাব করিয়া লইতেন। কেহ মাথা ভাঙ্গিলেও একটী পয়সা ছাড়িয়া দিতেন না। বরং কেহ কিছু অনুরোধ করিতে আসিলে তাঁহাকে চির শত্রু মনে করিতেন। পরিবার পরিজন বেশী না হয়, এবিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল; নিত্য নৈমিত্তিক খরচের উপর দুপয়সা বেশী ব্যয় লইলে তিনি মহা বিরক্ত হইতেন এবং বিধুভূষণের মাতাকে দশ কথা শুনাইয়া দিতেন। বলিতেন, এখন বুঝিতে পারিতেছ না, পরে টের পাবে! মনে করিতেছ, বিধুভূষণ তোমাকে প্রতিপালন করিবে—তার টাকা দাসী বাগিদনী ও নন্দার মা খাইবে! তোমাকে যা দেবে তা আমি বেশ জানি! ফলতঃ বিধুভূষণের চাল চলন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাল লাগিত না। কাহাকেও তিরস্কার করিতে হইলে বিধুভূষণের দৃষ্টান্ত কুৎসা করিয়া না বলিলে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইত না।

কিন্তু বিধুভূষণের জননীর প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। লোকে তাঁহাকে "মাটির মানুষ" বলিয়া জানিত। এত যে তাড়না! একদিনও কেহ তাঁহার মুখে উচ্চ কথাটী শুনে নাই। তিনি স্বামীকে

দেবতার মত ভক্তি করিতেন, পুত্রকে প্রাণের মত ভাল বাসিতেন. গৃহস্থলীর সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব একা তাঁহার দ্বারাই পরিরক্ষিত হইত। মাতৃস্নেহ সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে সন্তানের পক্ষপাতী! বিধুভূষণের জননী বিধুভূষণের প্রশংসা শুনিলে হাতে স্বর্গ পাইতেন। স্বামীকে কুপিত দেখিলে বলিতেন, "তুমি রাগ কর কেন? সে ত আর তোমার টাকা হইতে টাকা লইয়া দান ধ্যান করে না, সে কষ্ট করিয়া ছেলে পড়ায়; আর পেটে না খেয়ে, পরণে না প'রে জলপানির টাকা হইতে যাহা কিছু বাঁচাইতে পারে—তা থেকে যদি লোকের উপকার হয়, তাতে তোমার ক্ষতি কি? বিশেষ স্নেহ আমার অভাগিনী হয়েছে; সে যাতে ভুলে থাকে, তাও ত একবার দেখা উচিত!" স্নেহের কথা বলিতে গিয়া বিধুভূষণের মাতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত। বিধুভূষণের পিতা স্ত্রীর ক্রন্দনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত কি উত্তর করিবেন, বুঝিতে না পারিয়া, বলিতেন, "বিধুভূষণ এ কাজটা মন্দ করে নাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃপণ হইলেও স্নেহের বৈধব্যের কথা মনে করিতে তাঁহার বুকের ভিতর অগ্ন্যুৎপত্তি সমুৎপন্ন হইত। তাই "স্নেহ যদি ভুলে থাকে" এ অপেক্ষা মিষ্ট উপদেশ জগতে আছে—তাহা তাঁহার মনে হইত না! স্নেহের কোন কার্য্যে তিনি এপর্য্যন্ত বাধা দেন নাই। অষ্টাদশবর্ষীয়া স্নেহলতা তাঁহাকে এমনভাবে জড়াইয়া ছিল যে লতিকাবেষ্টিত কণ্টকতরুর মত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অস্তিত্ব সে আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্নেহের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সকরুণ হইলেও বিধুভূষণের উপর

তাঁহার তীব্রতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাহার অন্য কারণ কিছু ছিল না—এক মাত্র কথা; তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হইত, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার এত কষ্টের সঞ্চিত অর্থ বিধুভূষণ দশজন ডুলে বাগিদ দিয়া খাওয়াইয়া দিবে।

বিধুভূষণ পিতার কঠোরতায় ক্লিষ্ট হইতেন না; কিন্তু সুদের জন্য অন্যের উপর তাঁহার পীড়নের কথা মনে করিতে তাঁহার বুকের রক্ত জল হইয়া যাইত। তিনি পিতাকে এমনই ভয় করিতেন, যে কোনও সৎকর্ম্ম করিলে প্রাণান্তেও তাহা প্রকাশ করিতেন না। মাতা ও ভগিনী ও সর্ব্বদা এ বিষয়ে সতর্কিত থাকিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রের কার্য্যকলাপ প্রায়ই অবগত হইতে পারিতেন না। যদি লোকমুখে কোনও কথা হঠাৎ প্রকাশ হইত, তাহা হইলে সমস্ত দিন নিজে ত অসুখে কাটাইতেনই; পরিবারদিগকেও বাক্যযন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। দরিদ্রভাণ্ডারের চালসংগ্রহের ভার ও তাহার তত্ত্বাবধারণ বিধুভূষণের উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত থাকিলেও তিনি যে আপন বাসস্থানের কথা বন্ধুদিগের ভিতর অপ্রকাশ রাখিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই। সেই জন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "আমাকে মাপ করিবেন, আমাকে আপনাদের অপরিচিত বন্ধু বলিয়া গণনা করিবেন। আমার বাটী ও ঠিকানা জানিয়া আপনাদের কোনও লাভ নাই, বরং আমার অনিষ্টের সম্ভাবনা।" সৎকার্য্যে বাধা দিবার লোক এ জগতে অনেক আছে

বিধুভূষণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে ভগবানকে ডাকিয়া বলিতেন, "জগদীশ! তুমি আমার পিতাকে এই অযথা

অর্থপিপাসা হইতে মুক্ত করিয়া দেও!' সে অর্থ লইয়া কি হইবে, যাহাতে দরিদ্রের মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বিষাদ কালিমা মিশান আছে? এ অর্থে কি তোমার পূজা হইবে? না কোনও সৎকার্য্যে লাগিবে? প্রাণ থাকিতে এ অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না হয়!"

পিতার সহিত একমত না হইলেও বিধুভূষণ প্রকৃত পক্ষে নিতান্ত অসুখী ছিলেন না—স্নেহ তাঁহার সকল অভাব পূর্ণ করিয়া ছিল। ভগিনীর সেই সরল পবিত্র মুখখানি দেখিলে বিধুভূষণের মনে হইত, সংসারে যাহার স্নেহের মত ভগিনী আছে, তাহার আবার দুঃখ কি? সোণার প্রতিমা স্নেহে না ছিল, এমন সদ্‌গুণ ছিল না। বিধাতা অতি যত্নে স্নেহাধারে সমস্ত রূপ ও গুণের যোজনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জানিনা কেন—তাহাকে সাজাইতে গিয়া তাহার বৈধব্য বেশ তাঁহার এত প্রিয় হইয়াছিল—যাহাতে তিনি স্নেহকে বালবিধবা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি রূপে এ সংসারে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

বিধুভূষণ সাদরে ও সস্নেহে স্নেহকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, সংস্কৃত শাস্ত্রে স্নেহের পণ্ডিতের মত ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ স্নেহ অবলীলাক্রমে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন, ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া লোকে বলিত, "স্নেহ আমাদের রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী!" স্নেহের মাতা স্নেহের প্রশংসা শুনিয়া কন্যার মস্তক বুকের ভিতর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিতেন "মার আমার দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টে করিয়াছে!"

বিধুভূষণের সাহায্য ভিন্ন স্নেহের আর একটী আয়ের পথ ছিল। তিনি প্রত্যহ বৈকালে তিনটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবতগীতা প্রভৃতি কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন। পাড়ার বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা আগ্রহ করিয়া সে শাস্ত্রপাঠ শুনিতে আসিতেন—এবং আসিবার সময় অল্প বিস্তর সিধা সঙ্গে আনিতেন;—যাহার যেমন অভিরুচি, যাহার যেমন সামর্থ্য। পাঠ সমাপ্ত হইলে স্নেহ যত্ন করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিতেন। যে চাল ডাল তরকারি তৈল লবণ মসলা পাওয়া যাইত, তাহাতে পরদিন পাঁচ সাত জন লোকের উত্তমরূপ আহারের সংস্থান হইত। স্নেহ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরের কাজ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, কেহ না উঠিতে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া আসিতেন। বাটিতে চাঁপা ও সেফালিকা ফুলের গাছ ছিল; তাহা হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বসিতেন। ইহাতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইত। যখন তাহার পূজা সাঙ্গ হইত, তখন পাড়ার লোক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছে। পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় স্নেহের চক্ষু প্রায় অশ্রুসিক্ত থাকিত। কাহারও সহিত সেই সময়ে কথা কহিলে স্নেহের কণ্ঠের কিছু রুদ্ধ ভাব প্রতীত হইত। সকলে মনে করিত, স্নেহ এমন যেন কিছু ভাবিতেছেন—যাহার কথা মনে হইলে নয়নের অশ্রু ফুটিয়া আসে—কণ্ঠ গদ্ গদ হইয়া যায়, এবং মানব মনে করে, এই

মরজগতের ভিতর কোন অমৃতময় স্থানের সে যেন সন্ধান পাইয়াছে।

পূজা সাঙ্গ করিয়া স্নেহ সংসারে দৈনন্দিন কাজে জননীর সঙ্গিনী হইতেন। মা বলিতেন, "স্নেহ তুই থাক্! আমি করিতেছি!" স্নেহ হাসিতে হাসিতে জননীকে বসাইয়া রাখিয়া একদণ্ডে পাঁচ দণ্ডের কাজ সারিয়া ফেলিতেন। মা বলিতেন, "তবে আমি রাঁধিবার যোগাড় করি, তুই বাহিরের কাজ কর"! কিন্তু স্নেহ শুনিতেন না। ঘরের লোকের রান্না শেষ করিয়া স্নেহ আপন দরিদ্র সেবার কার্য্য আরম্ভ করিতেন। পূর্ব্ব দিনকার চাল ডাল তরকারি মসলা দিয়া স্নেহ এমন সুন্দর পাক করিতেন, যে তাহাতে একটী চমৎকার আস্বাদন হইত। পাক করিয়া তিনি সমস্ত আহার্য্য তাঁহার পূজার ঘরে লইয়া যাইতেন, তাহাতে তাঁহার পটবিগ্রহ প্রাণবল্লভের ভোগ হইত। ভোগ দিতে গিয়া স্নেহের নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইত। প্রাণবল্লভকে সম্বোধন করিয়া স্নেহ বলিতেন,—"নাথ তুমি তোমার স্নেহকে চির ভিখারিণী করিয়াছ—তাই ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভিন্ন এ জীবনে আর কিছুই দিতে পারিলাম না!" স্নেহ স্বহস্তে সেই ভোগ লইয়া পাঁচ সাত জন দরিদ্র ব্যাধি পীড়িত—যাহাদিগের কোনও উপায় নাই, কোনও সামর্থ্য নাই, তাহাদিগকে মায়ের মত যত্ন ও আদর করিয়া খাওয়াইতেন। সকলের আহারাদি পরিসমাপ্ত হইলে আপনি ভোজন করিতেন।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি স্নেহের প্রত্যেক কার্য্যে সংযম ছিল। সংযম বিষয়ে তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থোক্ত রঘুনাথ

গোস্বামীর নির্দ্দিষ্ট পথের পথিক হইয়াছিলেন। তাঁহার কঠোরতা দেখিয়া কেহ নিষেধ করিলে, তিনি হাসিয়া বলিতেন, "ভগবান্ দয়া করিয়া রঘুনাথ গোস্বামীকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় বাল-বিধবাতে যেমন খাটে, তেমন আর কিছুতেই নহে।" এই বলিয়া সুধা ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিতেন—

"গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে, ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে, অমানী হইয়া সবে মান দিবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।"

চৈতন্যের এই মহদুপদেশ স্নেহ নিজের জীবনের অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন; স্নেহের প্রত্যেক কার্য্যে এই উপদেশ প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যাইত।

স্নেহশীল বিধুভূষণ স্নেহকে একখানি ভাল হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও একটী বড় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স দিয়াছিলেন। স্নেহ ভোজনান্তে পুস্তক দেখিয়া পাড়ার দরিদ্র উপস্থিত প্রতিবেশী-দিগের চিকিৎসার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। হোমিও-প্যাথিক ঔষধ যেরূপ শক্তিসম্পন্ন হউক না কেন, স্নেহের ঔষধের ভিতর মাতৃস্নেহের অদ্ভুত শক্তি মিশ্রিত থাকায় সে ঔষধ এমন এক আশ্চর্য্য গুণ প্রকাশ করিত যে, সকল দুরূহ রোগ আরাম না হইলেও ইহাতে যাতনার উপশম হইতে নিশ্চয় দেখা গিয়াছে।

ভ্রাতার সাহায্যে ও পরামর্শে স্নেহ ঐরূপ আপন দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার দুরদৃষ্ট বিস্মৃত হইতেন। স্নেহকে ভুলিয়া থাকিতে দেখিয়া স্নেহের জননী সুখী হইতেন, ভ্রাতা সুখী

হইতেন, কার্পণ্য দোষে দোষী পিতা মনে করিতেন, এরূপ ভুলিয়া থাকা মন্দ নহে।

আর সুপুরের দরিদ্র কুটিরবাসীরা দিনান্তে সহস্রবার তাহাদের আদরের "বিধুভূষকে" স্মরণ করিত। সহস্রবার তাহারা তাহাদের লক্ষ্মী মেয়ের মুখ মনে করিতে করিতে নিরাশ প্রাণে আশার বল বাঁধিত। কোনও বিপদে পড়িলে স্নেহ ভিন্ন তাহাদের আর গতি ছিল না! শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় যেমন তাহারা ভাবিত, এ দুঃখের সংসারে যদি তাহাদের কেহ বন্ধু থাকে, তবে সে বিধুভূষণ এবং স্নেহ, রাত্রিতে শয্যায় যাইবার সময় ঠিক সেই কথাই মনে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িত।

---

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
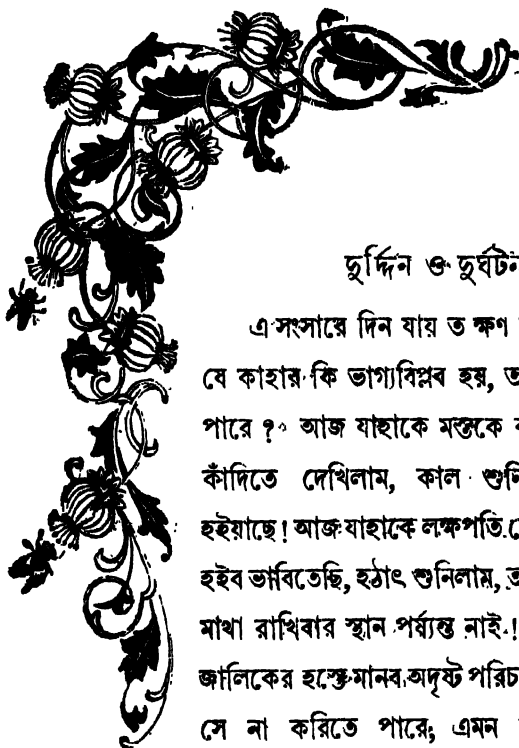
## দুর্দ্দিন ও দুর্ঘটনা

এ সংসারে দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। কখন যে কাহার কি ভাগ্যবিপ্লব হয়, তাহা কে বলিতে পারে? আজ যাহাকে মস্তকে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে দেখিলাম, কাল শুনি সে লক্ষপতি হইয়াছে! আজ যাহাকে লক্ষপতি দেখিয়া আনন্দিত হইব ভাবিতেছি, হঠাৎ শুনিলাম, তাহার এ সংসারে মাথা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই! যে মহাঐন্দ্রজালিকের হস্তে মানব-অদৃষ্ট পরিচালিত হইতেছে, সে না করিতে পারে, এমন কাজই নাই—নিমেষের মধ্যে তাহার ভাঙ্গাগড়া গড়াভাঙ্গা শেষ হইয়া যায়!

বিধুভূষণ একদিন বৈকালে ঘোষেদের বাটীর উপর দিয়া বেড়াইতে যাইতেছেন, দেখিলেন, তাহাদের নলে পুটী, যাহারা

তাহাদের বিধুদাদাকে দেখিলে ছুটিয়া আসিবার পথ পায় না, বিষণ্ণবদনে কাঁদিতেছে; আর তাহাদের পিতামাতা তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া কাতরতায় মগ্ন রহিয়াছেন। বিধুভূষণ তাহাদের সকলকে তদবস্থায় দেখিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোষ-জেঠা! আজ এমন নিরানন্দ দেখিতেছি কেন? নলেপুটী ত ভাল আছে?" বিধুভূষণের কথায় ঘোষজেঠার দুঃখের অর্গল খুলিয়া গেল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বিধুভূষণ! বাবা তোর গুণের শেষ নাই, কিন্তু ভট্টাচার্য্য দাদার অত্যাচার আর সহ্য হয় না। পঞ্চাশ টাকা ধারে দেড়শত টাকা দিয়াছি, তবুও সুদের দাবীতে আজ ডিক্রীজারি করিয়া আমাদের ঘটী বাটী, গরু বাছুর রাঁধিবার বগুনা কড়াই পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। ছেলে দুটো একটু জল খাবে—এমন পাত্রটী পর্য্যন্ত নাই।" বিধুভূষণ তাহার ঘোষজেঠার দুঃখের কথা শুনিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "জেঠা, তুমি কেঁদনা! এই টাকাটা নিয়ে হাঁড়ি কুড়ি কিনে আন, দুটা চাল ডাল যোগাড় কর, ছেলে দুটো ত আর উপোস করে থাক্‌তে পারে না! আমি দেখ্‌ছি, বাবাকে বলে, তোমাদের জিনিষ পত্র গুলো ফিরে দেওয়াইতে পারি কি না।" এই বলিয়া বিধুভূষণ সবেগে নিজের বাটির দিকে ফিরিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন, ভগবান্ আর না! তবে স্নেহকে বড় ভালবাসি, তাহাকে একলা ফেলিয়া যাইতে বড় কষ্ট হয়। এক শ্মশানস্মৃতি তাহার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া রাখিয়াছে, অন্য একটী শ্মশানস্মৃতি আর সেখানে স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয় না। দেখি ভগবানের নাম

করিয়া পিতাকে একবার বুঝাইয়া দেখি, যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই হইবে !

মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া বিধুভূষণ পিতার নিকট গেলেন। বলিলেন, "বাবা ঘোষেদের ছেলেরা কাঁদিতেছে, তাহাদের খাওয়া হয় নাই। আপনি তাহাদের থালা ঘটী সমস্ত আনিয়াছেন ; যদি অন্য সমস্ত রাখিয়া গ্লাস বাটীগুলি ছাড়িয়া দেন, তাহ'লে ভাল হয়।" বিধুভূষণের পিতা পুত্রের উপর পূর্ব্ব হইতেই বিরূপ ছিলেন ; পুত্রের হিতোপদেশে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তীব্রস্বরে বলিলেন, "পরের মাথায় কুড়াল মারিতে সকলেই পারে ; আজ দুই দিন নয় জলপানি পেয়েছিস্! এত দিন যে বুকের রক্তের মত খোলে খোলে টাকাগুল খরচ করলি তা কোথা থেকে এসেছে তা কি খোজ রেখেছিলি ?"

বিধুভূষণ পিতার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, পরে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিলেন, "লোকের মর্ম্মে বেদনা দিয়া ধন সঞ্চয় করা মহাপাপ ! পঞ্চাশ টাকায় দেড়শত টাকা লইয়া আরও সুদের জন্য থালা ঘটী বাটী ক্রোক করিয়া লওয়া কি ধর্ম্মসঙ্গত ? এ পাপের টাকা সংগ্রহ করিয়া আপনি কি করিবেন ?"

বিধুভূষণের পিতা ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোর মত কৃতঘ্ন কুলাঙ্গারের দ্বারা দাসী-বাগ্‌দিনীর বুক ভরাইব, আর কি করিব ? আমি আর কয়দিন

আছি ? সঙ্গে একখানা কাচাও তোর মত পাষণ্ড পুত্রের নিকট আশা করি না।”

বিধুভূষণ। তবে কি সত্য সত্যই এই টাকা আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া যাইতেছেন ? বাবা ! আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার জন্য আর এ পাপ কার্য্য করিবেন না ! এখন হইতে পুত্রের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যাহাতে এ পাপ অর্থ সংগ্রহ না করেন, তাহার উপায় আমি করিতেছি ! এই বলিয়া বিধুভূষণ সেখান হইতে বাজারের দিকে প্রস্থান করিলেন।

শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়া বিধুভূষণ ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, বৃদ্ধ পিতাকে রক্ষা করিতে হইলে আত্মবলিদান প্রয়োজন। কিন্তু সেই ভীষণ চিন্তা মনে হইলে বিধুভূষণের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। একবার ভাবিলেন, এ দেহ আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কে ? পরক্ষণেই মনে হইল, এরূপে আত্মবলিদান না দিলে জগতের পৃষ্ঠা হইতে এই কুশীদ গ্রহণের অত্যাচার দূরীকৃত হইবে না। আমি যাইব, আমি নিশ্চয়ই যাইব, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, আত্মবলিদান ভিন্ন কি ইহার আর অন্য উপায় নাই ? স্নেহের কথা মনে পড়িল, অভাগিনী ভগিনী তাহার কেহই নাই, সে কাঁদিলে কে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে ? যাহাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য এত চেষ্টা করিলাম, আমি গেলে তাহার যাতনা যে আবার নূতন হইবে ! যে শ্মশানস্মৃতি চাপা ছিল, তাহা আবার জাগিয়া উঠিবে ; প্রাণ থাকিতে স্নেহকে কাঁদাইতে পারিব না। কিন্তু পিতার নির্দ্দয়তা,

পিতার অর্থপিপাসা, দরিদ্রপীড়ন, স্মরণ হইবামাত্র পুনরায় ভাবিলেন, না বৃদ্ধ পিতাকে রক্ষা করিতেই হইবে! পিতার পরকাল যাহাতে দুঃখের না হয়, তজ্জন্য পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য তাহা না করা মহাপাপ! আমি যাইব, এ জীবন রাখিব না! আমি গেলে তাঁহার নিশ্চয়ই চৈতন্য হইবে, কিন্তু স্নেহ—ভগিনি! স্নেহময়ি জননি! তোমাদিগকে কাঁদাইতেই হতভাগ্য আমি আসিয়াছিলাম! ইচ্ছা ছিল না যে এ আনন্দ-নিবাস ভাঙ্গিয়া ফেলি, কিন্তু কি করিব? ভগবান জগতের পৃষ্ঠায় আমার মত হতভাগ্যের জন্য কোনও স্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু বিশ্বাস আছে, ভগিনী-হৃদয়ে হতভাগ্য ভ্রাতার স্থানের অভাব হইবে না। আমি চলিলাম, স্নেহ! দুঃখিনী জননীর ভার তোর উপর! বৃদ্ধ পিতার ভার তোর উপর!

দুর্দ্দৈব! বিধুভূষণ বুঝিয়াছিলেন, বিষের যন্ত্রণা বিষেই নিবারিত হয়। সেই জন্য এক বিষ নিবারণ করিতে আর এক বিষ পান করিলেন। বাজার হইতে বাটী ফিরিবার সময় পথে বিধুভূষণ, বিষাক্ত মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে বিধুভূষণের সংজ্ঞালুপ্ত হইয়া আসিল। অহিফেনের তীব্রতার ভয়ানক অবস্থা সংজ্ঞাহীনতা। অচেতন হইবার পূর্ব্বে বিধুভূষণ একবার তাহার হৃদয়ের দেবতাকে স্মরণ করিলেন ভাবিলেন, ইহাতে যদি সংজ্ঞালুপ্তি না ঘটে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইতেছে না দেখিয়া, মনে করিলেন, স্নেহকে ভাবি—নিশ্চয়ই ইহাতে এই দুর্ঘটনার নিবারণ হইবে। স্নেহের মুখ মনে হইতে দেখিলেন, বন মল্লিকার মতন একটী শুভ্র কুসুম যেন বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটীর

সহিত মিশিয়া যাইতেছে, আর তিনি তাহাকে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সে উঠিতেছে না—তাহার প্রত্যেক পাপড়িটী যেন তাঁহার হস্তস্পর্শে খুলিয়া যাইতেছে। পরক্ষণেই শুনিলেন, স্নেহের মত যেন কে তাঁহাকে দাদা দাদা করিয়া ডাকিতেছে, তিনি উত্তর দিতেছেন, কিন্তু সে উত্তর স্নেহের কাণে পৌঁছিতেছে না—পাপড়ীগুলির গায়ে প্রতিঘাত করিয়া কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। একবার মনে হইতেছে, হাত দিয়া না হয় স্নেহকে ধরেন, কিন্তু ধরিবেন কি? তাঁহাদের উভয়ের ভিতর এমন একটা দুরন্ত অন্তরাল উঠা নামা করিতেছে, যে কেহ কাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। খেদে, যন্ত্রণায়, অধৈর্য্যে, বিধুভূষণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—সেই সঙ্গেসঙ্গে তাঁহার যাহা কিছু সংজ্ঞা ছিল, একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বিধুভূষণের লোকের অভাব নাই, দরিদ্র কৃষকেরা তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া ফেলিয়াছে; সকলেই সাশ্রুনেত্রে বিলাপ করিতেছে, "বিধুভূষো কি করিল? বিধুভূষো কি করিল? সুপুর যে অন্ধকার হইল!" যে কয়েক জন বলিষ্ঠ লোক ডাক্তার ডাকিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহারা শরচ্চন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। জনতার ভিতর ঈষৎ আনন্দরেখা দেখা দিল; সকলেই ভাবিল, যখন শরচ্চন্দ্র আসিয়াছেন, তখন আর ভয় নাই!

শরচ্চন্দ্রই এদিকের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক। স্থলপদ্মপুর সুপুর হইতে বহুদূর ব্যবধান নহে। শরচ্চন্দ্র বিধুভূষণের অবস্থা

শুনিয়া এবং আহ্বানকারীদিগের কাতর আগ্রহ দেখিয়া ঔষধ ও যন্ত্রাদি সমভিব্যবহারে কালবিলম্ব না করিয়াই অশ্বারোহণে অতি দ্রুতগতিতে সুপুরে আসিয়াছিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই স্নেহ শরচ্চন্দ্রের পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনি আমার দাদাকে বাঁচাইয়া দিন, আমরা চিরদিনের মত আপনার নিকট বিক্রীত হইয়া থাকিব।" শরচ্চন্দ্র স্নেহকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনি কাঁদিবেন না, আপনার ভ্রাতা যাহাতে রক্ষা পান আমি প্রাণপণে তাহা করিতেছি।" এই বলিয়া শরচ্চন্দ্র বিধুভূষণের নিকট গমন করিলেন। বিধুভূষণের মুখের দিকে চাহিয়াই চমকিত হইয়া বলিলেন, একি! এ যে দেখিতেছি, আমাদের সেই বন্ধু—ভাই বিধুভূষণ! তুমি—তুমি কেন এরূপ করিলে? পরে স্নেহের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "স্বর্গের দেবতা যিনি, তাঁহার এ মনোবেদনার কারণ কি?"

শরচ্চন্দ্রের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া স্নেহ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন; বৃদ্ধ পিতা শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমিই এই সর্ব্বনাশের মূল! আমার দোষেই বিধু আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে!" বৃদ্ধ আর বলিতে পারিলেন না—বালকের মত চীৎকার করিয়া গৃহাভ্যন্তর প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। আর বিধুর জননীর—সে দুঃখের ভিতর চঞ্চলতা ছিল না। অগাধ জলধিবক্ষ যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া আগুগাম্ভীর্য্যের পরিচয় দেয়, বিধুভূষণের জননী সেইরূপ পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্রের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। স্নেহের দুর্ভাগ্যে তিনি

কাঁদিয়াছিলেন বটে কিন্তু বিধুভূষণের শোক তাঁহাকে একেবারে পাষাণ করিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছিল। বিধুভূষণ পুনর্জ্জীবিত না হইলে এ পাষাণ যে গলিবে, এমন বোধ হইতেছিল না। মনে হইতেছিল, যেন ইহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবার জন্য প্রস্তত হইয়াছে।

শরচ্চন্দ্র প্রথমতঃ ষ্ট্রীক্‌নিয়া পিচকারী দ্বারা বিধুভূষণের হৃৎপিণ্ড সবল করিয়া লইলেন। পরে অতি সতর্কতার সহিত যন্ত্রের দ্বারা উদর হইতে অহিফেন বাহির করিতে লাগিলেন। শরচ্চন্দ্রের কার্য্যতৎপরতা, সুপুরের দান দরিদ্রদিগের আকুল প্রার্থনার সহিত একীভূত হইয়া বিধুভূষণের শরীরে অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে এমন একটী অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার উৎপাদন করিল, যাহাতে সকলেরই মনে হইতে লাগিল, নিশ্চয়ই বিধুভূষণ পুনর্জীবিত হইবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল, ঔৎসুক্যের আর শেষ নাই! প্রত্যেক হৃদয়ের ভিতর হৃৎপিণ্ডের উল্লম্ফনধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; প্রত্যেক প্রাণেই নিরাশা ও আশা, প্রত্যেক নয়নেই অশ্রু ও আলোর এরূপ সমাবেশ, সুপুরে কেহ কখনও দেখে নাই। অবশেষে শরচ্চন্দ্র স্নেহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি আর কাঁদিবেন না, আপনাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে! ভাই বিধুভূষণ এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন!"

বিধুভূষণের জননী এতক্ষণ পাষাণের মত স্থির ছিলেন; শরচ্চন্দ্রের কথা শুনিয়া সেই প্রশান্ত জলধি জলে তরঙ্গ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে তাহার তুফান জনকোলাহল ভেদ করিয়া

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শরচ্চন্দ্র জননীকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। বলিলেন, "এখন যদি আপনারা স্থির না হন, তাহা হইলে বিধুভূষণের জ্ঞান হইতে অনেক বিলম্ব হইবে।" সকলেই সেই কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইলেন; জন কোলাহল থামিয়া গেল, সকলের চক্ষু যেন এক ভাবেই অনুসন্ধান করিতে লাগিল, বিধুভূষণের জ্ঞানের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না!

বিধুভূষণের জীবনের কোনও আশঙ্কা না থাকিলেও জ্ঞান হইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, শরচ্চন্দ্র ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সেই দিনের মত বাটী গমন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে স্থপুরে আসিতে চতুর্দ্দিক হইতে লোকে তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। শরচ্চন্দ্র দেখিলেন, সেই জনতা ভেদ করিয়া এক আনন্দ কোলাহল সমুত্থিত হইতেছে। শরচ্চন্দ্রের যাওয়ার পরই বিধুভূষণের জ্ঞান হইয়াছিল। আজ আসিবার সময় শরচ্চন্দ্র সুধাকে গাড়ীতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, কেননা সুধার সহিত বিধুভূষণের পরিচয় ছিল। কলিকাতায় যাহারা একত্রে দীক্ষিত হইয়া এক প্রাণে খাটিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দু পাঁচ মাইল ব্যবধান যে এত বিঘ্নাত্মক, তাহা মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শরচ্চন্দ্র বাল্যকাল হইতে কলিকাতায় থাকিতেন। বাটীর সহিত তাঁহার কোনও বিশেষ সংশ্রব ছিল না। বিধুভূষণের বাসস্থান তাঁহার না জানিবারই কথা, কিন্তু বিধুভূষণ শরচ্চন্দ্রের পরিচয় অবগত ছিলেন। কলিকাতায় দরিদ্র ভাণ্ডার লইয়া তাঁহার সহিত যখন প্রথম পরিচয় হয়, বিধুভূষণ ইচ্ছা করিয়া তখন আত্মগোপন করিয়াছিলেন; মনে ভয় হইয়াছিল, যদি পিতা

কোনও রূপে তাহার দরিদ্র ভাণ্ডারের সংশ্রবের কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে! দুর্দ্দান্ত পিতার ভয়ে সেই জন্য বিধুভূষণ বাটী আসিয়াও শরচ্চন্দ্রের সহিত কখনও দেখা সাক্ষাৎ করেন নাই। কিন্তু দৈবের ক্রিয়া অনিবার্য্য! সেবকের দলের পরিপুষ্টির জন্য সুধা ও স্নেহের মিলন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, তাহা কি অসম্পন্ন থাকিতে পারে? ভায়ে ভায়ে যেমন মিলন হইল, স্নেহ ও সুধার সেইরূপ মিলন হইল। ভ্রাতার পার্শ্বে ভগিনী, স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রী, এত দিন পৃথক পৃথক দণ্ডায়মান ছিলেন; কিন্তু এই নব পরিচয়ে সে সমাবেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। লোকে শরচ্চন্দ্রকে দেখিলে বিধুভূষণের কথা মনে করিতে লাগিল, সুধাকে দেখিলে স্নেহের কথা স্মরণ করিতে আরম্ভ করিল। এখন বিবাহিতে অবিবাহিতে তারতম্য দাঁড়াইল। সধবা বিধবার তুলনা হইল। লোকে স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও লৌহের অনুজ্জ্বলতার কথা বিস্মৃত হইয়া বলিতে লাগিল, "প্রয়োজনীয়তায় উভয়েই সমান মূল্যবান্।"

এই দুর্দ্দৈব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিধুভূষণের পিতার আর বুঝিতে বাকী থাকিল না, যে বিধুভূষণের নিরূপিত পথই মনুষ্যত্বের আদর্শপথ। ভগবান্ তাঁহাকে এই বিপদজালে জড়িত করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, যে তাঁহারই দোষে আজ সুপুরের এত গুলি দীন দরিদ্র লোক আশ্রয়হীন হইতে চলিয়াছিল। যে মহা ঐন্দ্র-জালিকের হস্তে মানব অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সেই মহান্ ঐন্দ্র-জালিকের অদ্ভুত ক্ষমতায় এক দিনের ভিতর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

চিত্তভূমিতে এমন একটী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল যে, বৃদ্ধ অর্থ ছাড়িয়া সংসার ছাড়িয়া গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনবাসী হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; তাঁহাকে কিছুতেই ক্ষান্ত করিয়া রাখিতে পারা গেল না। শরচ্চন্দ্র অনেক যুক্তি দেখাইলেন, কিন্তু বৃদ্ধের কাতর অশ্রুজলে সে যুক্তি ভাসিয়া গেল। তিনি তীর্থযাত্রা করিলেন। বিধুভূষণ ও স্নেহ, শরচ্চন্দ্র ও সুধার অনুরোধে স্থলপদ্মপুরে কখন, কখন সুপুরে বাস করিতে লাগিলেন। সকলেরই মনে হইতে লাগিল, যেন স্থলপদ্মপুর ও সুপুর একই স্নেহালিঙ্গনে একত্রিত হইয়া গিয়াছে।

---

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ
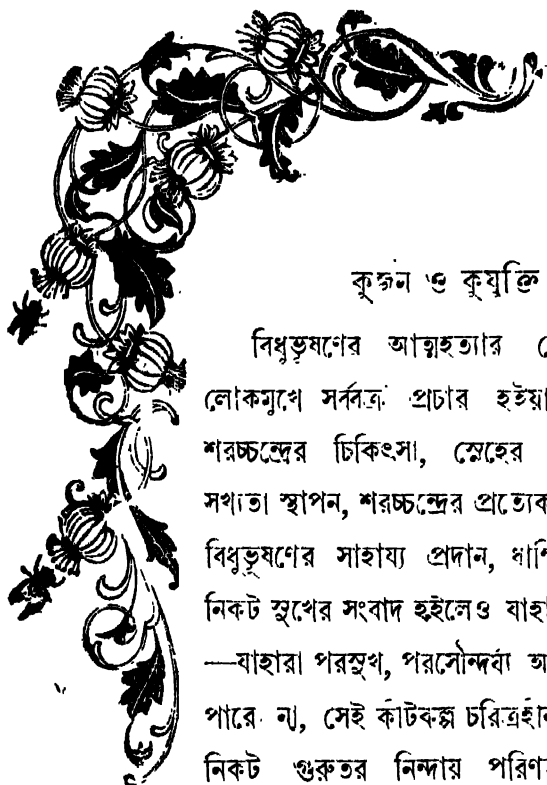
## কুজন ও কুযুক্তি

বিধুভূষণের আত্মহত্যার চেষ্টার কথা লোকমুখে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। শরচ্চন্দ্রের চিকিৎসা, স্নেহের সহিত সুধার সখ্যতা স্থাপন, শরচ্চন্দ্রের প্রত্যেক শুভসংকল্পে বিধুভূষণের সাহায্য প্রদান, ধার্ম্মিক লোকের নিকট সুখের সংবাদ হইলেও যাহারা অধার্ম্মিক —যাহারা পরসুখ, পরসৌন্দর্য্য আদৌ দেখিতে পারে না, সেই কীটকল্প চরিত্রহীন ব্যক্তিদিগের নিকট গুরুতর নিন্দায় পরিণত হইয়াছে। শরচ্চন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রামহরি তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া একদিন তাঁহার অভেদাত্মা বিষ্ণুপুরের কাছারির নায়েব বুধু বাবু, স্থলপদ্মপুরের ছোট দারোগা রমেশ বাবু, এবং স্থানীয় হাকিম চণ্ডী বাবুর

নিকট শরৎচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, "আত্মহত্যা গোপন করা যে অন্যায় তাহা কি আর বোধ আছে? বিদ্যা বুদ্ধি সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে! ব্রাহ্মণ কন্যা বালবিধবা—তাহার চরিত্র মন্দ হইবার ত কথাই, কিন্তু তুমি ধর্ম্মধ্বজি! তুমি ত বিবাহিত! না—কাজলমাতায় মানুষ আর কদিন সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে? (রামহরি বিদ্রূপ করিয়া সুধাকে কাজলমাতা বলিতেন।) আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, ও ঘূণ একবার ঢুকলে আর বেরুবে না। সুধু ঘূণ নহে, শ্যালা ওয়েট ক্যাট্ (wet cat) ভিজে বেড়াল!"

রমেশ বাবু রামহরির কথা শুনিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "একটু সবুর করুন না, আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ঘুচয়ে দিচ্চি! আত্মহত্যার চেষ্টায় একজনকে শ্রীঘরে পাঠাব, আর তাহা গোপনের জন্য একজনকে নাকের জলে চোখের জলে ক'রে ছাড়্‌বো!"

দারোগার কথা শেষ না হইতে নায়েব বুধু বাবু একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "চোরকে শাস্তি দেওয়ায় আর বাহাদুরী কি? চোরের ভগ্নীকে সেই সূত্রে যে থানা ঘরে আনিতে পারে, সেই দারোগার মত দারোগা! শুনচি ব্যাটা নাকি বিষ্ণুপুরের রামগতি সামন্তর স্ত্রীটাকেও হাত করার চেষ্টায় আছে! রামগতি মর মর—তাকে দেখবার ছল করে সেদিন যাওয়া হয়েছিল, এখন খুব ঘন ঘন ডালি যাচ্চে।"

নায়েবের কথা শুনিয়া সরোষে রমেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী বাবু বলিয়া উঠিলেন, "Horrible! আপনারা করেন কি? সব-ডিভিসনের মধ্যেই এরূপ একটা জঘন্য কাণ্ড, তা আপনারা এখনও

কোন measure নিলেন না ! আমি বলি, আমি এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে তাদের সকলকে থানায় হাজির করুন !" পরে একটু মন্ত্রস্বরে রামহরির কাণে কাণে বলিলেন "শুনিছি, মেয়েটা নাকি খুব সুন্দরী ?"

চণ্ডী বাবুর কথা শুনিয়া রামহরি উৎসাহের সহিত অস্ফুট স্বরে বলিলেন "সেই জন্যইত, সেই জন্যইত"—আপনি যদি একটু অনুগ্রহ করেন, তাহ'লে বিষ্ণুপুরের সেটাকেও একবার নেড়েচেড়ে দেখ্‌তে কতক্ষণ লাগে ? বুধু বাবু মতলব করেছেন, একটা সুবিধামত অন্ধকার রাত পেলেই জনকত লেটেল পাঠিয়ে তাকে একবারে কেঠোডাঙ্গার কুটীতে চালান করেন।"

হাকিম সাহেব। "সেই সৎ পরামর্শ ! শরচ্চন্দ্রের বাবারও সাধ্য নেই, যে সেখানে গিয়ে টু ফুটান ! কেঠোডাঙ্গার কুটীতে আমিও সেই সময় উপস্থিত হয়ে তাঁবু ফেল্‌বো।"

মন্ত্রগুপ্তি কার্য্যসিদ্ধির একটা প্রধান লক্ষণ হইলেও রামহরির দলে এ অভ্যাসটা একবারেই ছিল না। কথাটা বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে বিধুভূষণের কাণে গেল ; শরচ্চন্দ্রও তাহা শুনিলেন। বিধু-ভূষণ এই ষড়যন্ত্রে ব্যথিত হইয়া ভগবানকে ডাকিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, ভগবান উদ্দেশ্য বুঝিয়া দোষ গুণের বিচার করেন, তাঁহার রাজ্যে আত্মহত্যারও তারতম্য আছে।

---

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।
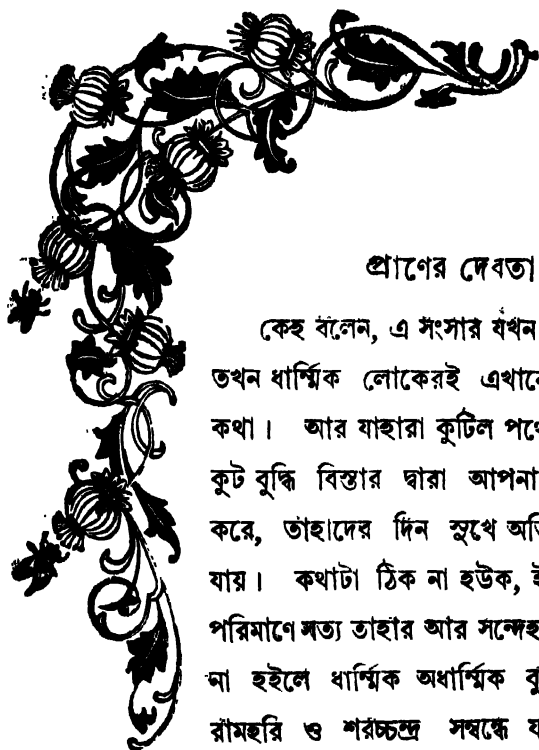
## প্রাণের দেবতা

কেহ বলেন, এ সংসার যখন পরীক্ষার স্থান, তখন ধার্ম্মিক লোকেরই এখানে কষ্ট হইবার কথা। আর যাহারা কুটিল পথে গমন করিয়া কুট বুদ্ধি বিস্তার দ্বারা আপনার স্বার্থ সিদ্ধি করে, তাহাদের দিন সুখে অতিবাহিত হইয়া যায়। কথাটা ঠিক না হউক, ইহা যে কতক পরিমাণে সত্য তাহার আর সন্দেহ নাই। পরীক্ষা না হইলে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক বুঝা যায় না। রামহরি ও শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের নিম্নলিখিত বিশ্বাসটীর উপর দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

সংসারের কুটিলতার সহিত সংঘর্ষণে ধার্ম্মিকের চিত্ত সময় সময় এত বিষাদময় হইয়া পড়ে যে, মনে হয় সে কালিমা সহজে

মুছিবার নহে। কিন্তু এ অন্ধকার দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার নহে; শরতের মেঘের অন্ধকারের মত একটু বর্ষণের পরই সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া যায়।

শরচ্চন্দ্র যে দিন শুনিলেন, রামহরি বলিয়াছে, "তাঁহার দয়া একটি পাপের আবরণ—ইহার মূলে একটি বালবিধবা আছে, সেই দিন দেখা গেল, "শরচ্চন্দ্রের চক্ষু থাকিয়া থাকিয়া অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।" তিনি এক একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিতেছেন, আর বলিতেছেন, "প্রভো! এও কি পরীক্ষা? দেখিও যেন পরীক্ষা দিতে গিয়া দরিদ্র শ্রীশচন্দ্রের কল্পনার খেলা ভাঙ্গিয়া না যায়!"

শরচ্চন্দ্র প্রাণের গভীর বেদনায় অধীর হইয়া সুধার নিকট আসিলেন; সুধার হস্ত ধরিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "সুধা, প্রাণাধিক! লোকে আমায় নিন্দা করে ক্ষতি নাই, কিন্তু জানিনা এমন নিন্দা কেন করে, যাহাতে আমি তোমার নিকট অপরাধী—সমগ্র স্ত্রীজাতির নিকট অবিশ্বাসী হই?" শরচ্চন্দ্রের গণ্ড বহিয়া দুইবিন্দু নেত্রবারি নামিয়া আসিল। সুধা সস্নেহে স্বামীর হস্ত বুকে করিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, লোকে স্নেহের সম্বন্ধে তোমার অপবাদ রাষ্ট্র করিতেছে! স্নেহ সে কথা আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছে। লোকের কথায় তুমি দুঃখিত হও কেন? জগতের সকলেই যে তোমাকে দেবতা বলিয়া চিনিবে, তাহার সম্ভব কি? তুমি যাহার প্রাণের দেবতা সে ত তোমাকে অবিশ্বাস করে নাই"! এই বলিয়া সুধা শরচ্চন্দ্রের হস্ত বক্ষমধ্যে টানিয়া লইলেন। এবার শরচ্চন্দ্র পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্বরে বলিলেন " সুধা! সংসার,

কি ভয়ানক পরীক্ষার স্থল! তুমি সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যতই কেন ভাল কাজ কর না, এমন লোক এখানে অনেকে আছে, যাহারা তাহার একটা-না একটা কূট অর্থ বাহির করিবেই করিবে। তাহারা বলে কি যে, আমাদের ঠাকুর বাড়িতে দরিদ্র হিন্দুবিধবা-দিগকে জলপান করাইবার জন্য, তুমি দশমীর রাত্রি ও দ্বাদশীর প্রত্যূষে যে শীতলের ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহা তাহাদিগের সেবার জন্য যত না হউক, আমার ব্যাভিচারের একটা সুন্দর আবরণ!"

বলিতে বলিতে শরচ্চন্দ্রের চক্ষু পুনরায় অশ্রুসিক্ত হইল; সুধা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল চিত্তে বলিলেন, "জানিনা লোকের মনে এ দুষ্ট চিন্তা কোথা হইতে কেমন করিয়া কেন উদ্ভূত হয়? এমন যে দয়াময় ভগবান্, লোকে আপনার মহত্ব প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহারই কত ব্যাখ্যা, কত লাঞ্ছনা করে! তা আমরা ত কোন্ ছার! লোকের কথায় কি আসে যায়! ভগবানের কাছে, আমাদের বিবেকের কাছে, আমরা যাহাতে লজ্জিত না হই; তাহারই প্রতি যেন আমাদের লক্ষ্য অবিচলিত থাকে।"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া শরচ্চন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"আমার নিন্দা করিয়াছে বলিয়া যে আমি দুঃখিত তাহা নহে, সুধা! সুধা, শুনিতেছি তাহারা নাকি পুলিশের সহিত পরামর্শ করিয়া বিধুভূষণের আত্মহত্যা করার চেষ্টাপরাধে সাক্ষীস্বরূপ স্নেহ ও তোমাকে থানায় লইয়া যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছে; এ দুরভিসন্ধির ভিতর তাহাদের যে নিশ্চয়ই কু-অভিপ্রায় আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই! আমার মনে হয়, আমাদের অতিরিক্ত

সহিষ্ণুতাতেই তাহারা এত প্রশ্রয় পাইতেছে। পুণ্যের সাহায্য করা যেমন অবশ্য করণীয়, তেমনি পাপের বাধা দেওয়াও নিশ্চয়ই কর্ত্তব্যের ভিতর।" দুঃখেই হউক, রাগেই হউক, শরচ্চন্দ্রের ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল।

রমণী-রত্ন সুধা স্বামীর ক্ষুব্ধমন প্রবোধিত করিবার উদ্দেশে স্বামীর দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলি নিজ করপুটে আবদ্ধ করিয়া ধীর স্থির ভাবে বলিলেন, "পাপে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্যের ভিতর বলিতেছ, কিন্তু বাধা দিতে গিয়া একজনের দোষে তাহাদের নির্দ্দোষী পুত্র পরিবার নিশ্চয়ই কষ্টে পড়িবে; কষ্টে পড়িয়া শেষে তোমাকে আসিয়া ধরিলে তখন কি তুমি কঠিন হইয়া থাকিতে পারিবে? অনিষ্টের দ্বারা অনিষ্ট নিবারণ স্বার্থের অনুমোদিত,—ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। আর কি কোনও সদুপায় নাই, যাহাতে লোককে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের অনিষ্টোৎপাদন হইতে বিরত রাখিতে পারা যায়?"

শরচ্চন্দ্র কোনও উত্তর করিলেন না। সুধা পুনরপি বলিতে লাগিলেন,—"আমার মনে হয়, স্নেহকে তাহারা কখনও চক্ষে দেখে নাই—দেখিলে সে মাতৃমূর্ত্তির সম্বন্ধে এমন কুচিন্তা কখনও হৃদয়ে স্থান দিতে পারিত না।"

"শ্রীশ দাদা তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন, "লোকে রামায়ণে রাক্ষস বানরের বিবরণই পড়ে; তাহারা বুঝিতে চেষ্টা করে না, একটী অসহায়া স্ত্রীলোকের সতীত্বের তেজের নিকট একবার নয়, দুইবার নয়, একদিন নয়, দুইদিন নয়,—বর্ষ ধরিয়া

কামুকের প্রতি চেষ্টা কেমন করিয়া পরাস্ত হইয়াছে,—দশমুণ্ড কুঁড়ি হস্ত কেমন করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে! বুঝিতে চেষ্টা করে না বলিয়াই আমাদের দেশের স্ত্রীজাতি দিন দিন বিলাস সামগ্রীবৎ পরিগণিত হইতেছে! ভদ্র পরিবার বাহির হইলেই শত চক্ষু তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যে চাহিয়া থাকে—শিক্ষিত অশিক্ষিতে তফাৎ নাই, তাহার কারণ, এ দেশ হইতে, সে সব ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা "মাতৃবৎপরদারেষু" কথায় ও কাজে প্রতিপালন করিতে জানিতেন ও পারিতেন। সামর্থ্য, নিবৃত্তি, পুরুষত্ব, যেমন অদৃশ্য হইতেছে, তেমনি চঞ্চলতা, চপলতা, লঘুতা, তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। ইহারা বুঝিয়াছে, ইহাদের জীবন দুদণ্ড কালমাত্রস্থায়ী মশকের জীবনের মত। ইহারা পরকাল মানেনা, মানুষের অমরত্বে বিশ্বাস করে না। একটী ক্ষণস্থায়ি ক্ষুদ্রকুসুমকে পরিবেষ্টন করিয়া একটী মশক যেমন তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবনের যাহা কিছু পার্থিব উচ্চাভিলাষ দুদণ্ডের ভিতর পূর্ণ করিতে ব্যস্ত হয়, ইহারাও সেইরূপ আপনাদের সংক্ষিপ্তজীবন প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ঠিক সেইরূপেই অপব্যয় করিতে আপনাকে নিযুক্ত করিতেছে। যাহা হউক, আমার মতে পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে ঘৃণা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। দীনহীনের দুঃখ নিবারণ করিয়া হৃদয়ে যে তৃপ্তি জন্মে, একজন বিপথগামী প্রতিবাসীকে সৎপথে আনয়ন করিয়া তদপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ হয়। পিপীলিকায় দংশন করিলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে গিয়া, পাছে তাহার আঘাত লাগে, এই চিন্তায় যে হৃদয়কে

আকুল হইতে দেখি, শত্রুর অনিষ্ট করা সে কোমল প্রাণের কাজ নহে!"

সুধা এই বলিয়া শরচ্চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন; কিন্তু শরচ্চন্দ্রের মুখে কোনও পরিবর্ত্তনের চিহ্ন তখন পর্য্যন্ত লক্ষিত না হওয়ায় আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার বিশ্বাস ভগবান্ দয়া করিয়া এমন কোনও সহজ উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, যাহাতে ভাইএ ভাইএ এ বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রশমিত হইয়া যাইবে। পরের অনিষ্ট করা দূরে থাক্! মনে হইলেও সাত দিন সাত রাত্রি মাথা খুঁড়িলেও যখন সাড়া শব্দ পাই না, তখন অনিষ্ট করিয়া প্রার্থনার সময় অন্ধকার বুকে করিয়া অবিচ্ছেদে যমযন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে লোকনিন্দার একটু বেগ সহ্য করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এমন এক দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যখন শত্রু মিত্র একত্রে সাধ করিয়া শ্রীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই সেবা কার্য্যে আপনা হইতেই যোগদান করিবে। এখন আমাদের সহিষ্ণুতার বিশেষ পরীক্ষা আসিয়াছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই পরীক্ষার শেষ হইবে! কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারিলে হয়! স্নেহ এই অপবাদে দুঃখিত না হইয়া সে দিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, "দিদি, একটা আনন্দের সংবাদ তোমাকে বলি, ভগবানের কৃপায় আর অধিক বিলম্ব নাই! পরীক্ষা যতই কঠিন হইবে, ততই বুঝিবে, তিনি অতি নিকট! স্নেহের মত আমারও বিশ্বাস, এই আমাদের শেষ পরীক্ষা!""

শরচ্চন্দ্র সুধার কথায় এ পর্য্যন্ত কোনও উত্তর দেন নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল, তাঁহার বিচলিত হৃদয়ের ভিতর কে যেন অমৃত স্পর্শ করিতেছে; আর সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্রোধ অভিমান, পাপে বাধা দিবার প্রবল ইচ্ছা, সূর্য্যালোকসংস্পৃষ্ট কুয়াশার মত তিরোহিত হইয়া যাইতেছে।

সুধাকে নীরব দেখিয়া শরচ্চন্দ্র স্মিতমুখে বলিলেন, "তাই যেন হয়, সুধা! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক! সুধা! স্নেহ ও তোমার সম্বন্ধে তাহারা যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, সেই অপরাধে অনুতপ্ত হইয়া তাহারা যে দিন তোমাদের নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিবে—তোমাদিগকে মাতৃভাবে অবলোকন করিবে, সেই দিনই বুঝিব, ভগবান আমাদের পরীক্ষা শেষ করিয়াছেন!"

স্বামীর কথা শুনিয়া সুধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কাজল-মাতাকে" মা বলিতে ঘৃণা করিলেও তুমি দেখো, স্নেহকে মা বলিতে তাহাদের আর বিলম্ব নাই! সৌন্দর্য্যের সহিত মাতৃভাব—বনের পশুকেও একদণ্ডে বশ করে। যাহা হউক, তুমি স্নেহকে আজই সুপুর হইতে আমার নিকট আনাইয়া দেও; দশ পনর দিন যেতেই যদি না দেখ, আমাদের পুলিশে যাওয়া দূরের কথা, পুলিশ ক্ষমা চাহিবার জন্য আমাদের বাটী আসিতেছে, তাহলে ব'ল সুধার সব কথা ভুল!" সুধা এবার উচ্চ হাসিয়া বলিলেন "সুধা সুধু কালো নহে—সুধা বেদিনীরও মন্ত্র জানে!"

স্ত্রীর কথায় শরচ্চন্দ্রের হৃদয়ের অন্ধকার দূরে সরিয়া গিয়াছিল; তাই বহির্ব্বাটীতে যাইবার পূর্ব্বে শরচ্চন্দ্র সুধার মুখখানি দুহাত

দিয়া ধরিয়া টানিয়া কাণে কাণে ছোট ছোট করিয়া বলিলেন, "বেদিনী তা'কি জানিতে বাঁকী আছে ? বেদিনী না হইলে এমন ভাঙ্গাপ্রাণ এমন সহজে কোন বাঙ্গালীর মেয়ে এমন সুন্দর জোড়া দিতে পারে ?"

সুধা আনন্দবিস্ফারিত লোচনে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। নয়নে নয়নে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিল—জড়ের সহিত জড়ের এই তড়িৎ বিনিময়ে লোকে আলো দেখে—পতি পত্নীতে হইলে,—ভ্রান্ত দৃষ্টিতে—আমরা মনে করি, তাহারা হাসিতেছে।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ।
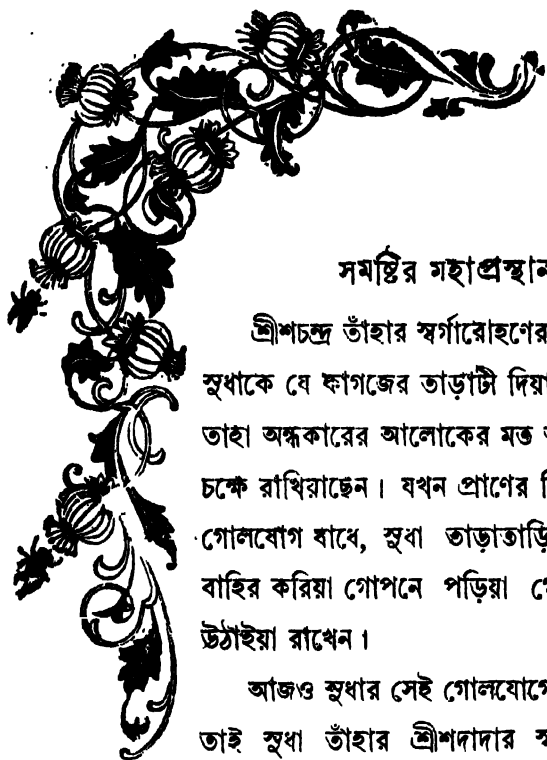
## সমষ্টির মহাপ্রস্থান

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার স্বর্গারোহণের অনতিপূর্ব্বে সুধাকে যে কাগজের তাড়াটী দিয়াছিলেন; সুধা তাহা অন্ধকারের আলোকের মত আপনার চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছেন। যখন প্রাণের ভিতর কোনও গোলযোগ বাধে, সুধা তাড়াতাড়ি কাগজগুলি বাহির করিয়া গোপনে পড়িয়া গোপনে তাহা উঠাইয়া রাখেন।

আজও সুধার সেই গোলযোগের অবস্থা—তাই সুধা তাঁহার শ্রীশদাদার স্বহস্ত লিখিত প্রবন্ধগুলি গোপনে বসিয়া একে একে পড়িতেছিলেন। স্নেহকে সুপুর হইতে আনিবার সময় পুলিশের সহিত তাঁহাদের দরওয়ান বৃদ্ধ মহাপ্রসাদ সিং এর একটী ছোট খাট যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ

একাই পঁচিশ জনের মণ্ডড়া লইয়া পাঁচজন লোকের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। এ সংবাদে অপরাপর সকলেই আনন্দিত হইলেও হাস্যময়ী সুধা আজ নিরানন্দ! তিনি ভাবিতেছেন "তবে কি সংসার বাস্তবিকই সংগ্রামক্ষেত্র? জোর যার সেই এখানে হাসিবে, আর দুর্ব্বল যে, সে কাঁদিবে? শ্রীশদাদা যে লিখিতেছেন, এ সংসার "আনন্দ নিবাস" ইহা কি তবে ভুল? ভুল বলিয়াই কি রামপ্রসাদ ইহাকে "গারদ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন? তাঁহার মতে এখানে অবস্থিতি ত "দীর্ঘমেয়াদ" ভিন্ন আর কিছুই নহে। রামপ্রসাদও ত শ্রীশদাদার মত একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন—তবে কাহার কথা শুনিব? যিনিই যাহাই বলুন না কেন, আমার নিজের কাছে এ সংসার ত গারদ বলিয়া এক দিনও বোধ হয় নাই। শ্রীশদাদার সহিত সাক্ষাতের পর এই পাঁচ ছয় বৎসর যখনই ইহার প্রতি মনোযোগের সহিত চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, শ্রীশদাদা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য।" এই বলিয়া সুধা শ্রীশচন্দ্র লিখিত প্রবন্ধের সেই স্থান বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন যে স্থানে লেখা আছে—

"সংসার সংগ্রামক্ষেত্রও নহে গারদও নহে! ইহা মানবের তীর্থ যাত্রার অন্তর্গত একটা সুদীর্ঘ অপ্রশস্ত বন্ধুর পিচ্ছিল পথ—মেহাৎসবের যাত্রীর মত আমরা এই পথ বহিয়া চলিয়াছি। একলা চলিলে এখানে পড়িয়া যাইবার পদে পদে আশঙ্কা, তাই লোকে এখানে পাঁচজন আত্মীয়ে মিলিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া, গিঁট-বাঁধিয়া দলে দলে, আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে চলে। সকলেই

জানে একজন পড়িলে আর একজন তাহাকে উঠাইবে, একজনের আঘাত লাগিলে আর একজন তাহার প্রতীকারে যত্ন করিবে, এক জনের গায়ে ধূলা লাগিলে আর একজন ঝাড়িয়া দিবে, এক জনের হৃদয়ের মলা আর একজনে উঠাইবে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্যেরই মধুর বন্ধন তাই এখানে লোকে সাধ করিয়া আপনার অঙ্গভূষণ করিয়া লইয়াছে। তাই আমরা প্রভু ভৃত্যে, ভাই বোনে, পিতা মাতায়, পতি পত্নীতে একত্রে আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে এই দুর্গম পন্থা অতিক্রম করি—অধঃপতনের সহস্র কারণ থাকিলেও সে কথা আমাদের মনে আসে না। কিন্তু একবার পা পিছলাইলে আর রক্ষা নাই—অধঃপতনের পর গভীর অধঃপতন! দুরবস্থায় পড়িলে চিন্তা আসে—ভাবনা আসে—কান্না আসে—তখন মানুষ মনে করে সে এখানে একলা দীর্ঘ মেয়াদ ভোগ করিতে আসিয়াছে। এ গারদের যন্ত্রণা হইতে আর নিষ্কৃতি নাই—যতই ভাবে, ততই তাহার দুঃখের অবধি থাকে না। "একলা সে" এই ব্যষ্টি জ্ঞানই শেষ তাহার সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়ায়; যে দিকে চাহে সেই দিকেই দেখে মৃত্যু,—বদন বিবর বিস্তৃত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে! পিপীলিকা ঘুরিতেছে তাহার রক্ত ভক্ষণ করিবে; চিল উড়িতেছে তাহার চক্ষু উপাড়িয়া লইবে, কাক তাহার মাংস খাইবে, শৃগাল কুকুর সকলেই ষড়যন্ত্র করিয়া এক উদ্দেশ্য বহন করিতেছে। মৃত্যুর বিভীষিকায় কাঁপিতে কাঁপিতে তখন তাহার আনন্দের খেই হারাইয়া যায়—সমষ্টির সহিত সংশ্লেষ বিচ্যুত হইয়া এই তীর্থ যাত্রাকে—দীর্ঘ মেয়াদ মনে করে। কয়েদীর

আবার স্ত্রী পুত্র পরিবার কি ? তাহার অধঃপতনের অংশভাগী সে একলা ! হায় ভ্রান্ত মানব ! বুঝিতে পারে না যে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তাহার আশে পাশে কত করুণহৃদয় মহাজন দাঁড়াইয়া তাহার দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অপেক্ষা করিতেছেন। সে না আসিলে তাঁহাদের যাইবার যো নাই। সে না জানুক, তাঁহারা ত জানেন একই সমষ্ট বন্ধনে সকলেই বাঁধা, একই মহা আকর্ষণে সকলেই আকৃষ্ট, একই দিকে সকলেরই গতি একই লক্ষ্য একই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত, একই আনন্দোৎসবে সকলেই সহযাত্রী—এক সঙ্গে সকলকে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহার অগ্র পশ্চাৎ নাই, উচ্চ নীচ নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই,—দুর্গোৎসবের যাত্রীর মত বড় ভাই বড় বোন, ছোট ভাই ছোট বোনকে সঙ্গে করিয়া লইবার জন্য এখানে সকলে একত্রিত—দলবদ্ধ। দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্যের মধুর অভিনয়, তাই এখানে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে উদ্ভাসিত হইতেছে।

সত্যযুগ যখন আসিবে, তখন ব্রাহ্মণের কাছে আসিবে আর শূদ্রের কাছে আসিবে না, সত্য ও কলি পাশাপাশি থাকিয়া সত্যের সৃষ্টি করিবে ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে। একজন ছোট ভাই পড়িয়া থাকিবে আর সকলে চলিয়া যাইবে, এ পক্ষপাতিত্ব ব্যষ্টির হিসাবে সত্য হইলেও সমষ্টির হিসাবে নহে। আমার মাথা গেল পা গেলনা, ইহাতে যেমন আমার যাওয়া সম্পূর্ণ হইল না, আমি গেলাম আর সে পড়িয়া থাকিল, ইহাতেও এ তীর্থ যাত্রা, এ সমষ্টির মহাপ্রস্থান শেষ হইতেছে না। একটী ক্ষুদ্র শিশু পড়িয়া থাকিলে তাহাকে

কুড়াইয়া লইবার জন্য যেমন বিহগদম্পতী বার বার সেখানে ফিরিয়া আসে, এ সংসারে যাঁহারা মহাজন, তাঁহাদিগেরও যাতায়াতের বিশ্রাম নাই। তাঁহাদিগেরও পতিত উদ্ধারের জন্য বার বার গমনাগমন করিতে হইতেছে। "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই মহাবাক্যের প্রতিভূস্বরূপ, বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশা, মুশা, এখনও সাধনা নিমগ্ন দুর্ব্বল-হৃদয়ের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া মাভৈঃ শব্দে আশ্বাস দিতেছেন। প্রকটলীলা—ব্যষ্টির কার্য্য শেষ হইলেও নিত্য লীলা—সমষ্টি কার্য্যের অবসান হয় না। সমগ্র মানব জগতের ভিতর ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে—কাল ও শ্বেত, হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান, এই বর্ণগত জাতিগত পার্থক্য তিরোহিত না হইলে, ক্রুশাবদ্ধ ঈশার রক্তাক্ত দেহ ক্রুশোপরি চির প্রতিষ্ঠিত রহিবে। জড় হইতে জীবে, জীব হইতে জড়ে হরিনামের প্রতিধ্বনি যত দিন না উঠিবে, ততদিন নিমাইয়ের তীব্র সন্ন্যাসব্রতের উদ্‌যাপন কোথায়? যত দিন পর্য্যন্ত একটি ছাগ শিশু ও মনুষ্যের উত্তপ্ত লালসা নিবৃত্তি করিবার জন্য আপনার রক্ত ঢালিয়া দিতে যুপ কাষ্ঠে সংবদ্ধ হইবে, ততদিন বুদ্ধের এ জগৎ হইতে অন্য স্থানে যাইবার যো নাই। সত্য সাধন তাঁহাদের যেমন ব্রত ছিল, লোকে সেই সত্য যাহাতে গ্রহণ করে সে ভারও তাঁহাদিগের উপরে আসিয়াছিল। যতদিন সমস্ত মানব জগতের ভিতর এই সত্য না পঁহুছিতেছে, ততদিন তাঁহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেই হইবে। যে অগ্রগামী সে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তীর জন্য প্রতীক্ষা করিবে, ইহারই নাম আত্মত্যাগ, ইহাই সহানুভূতি, ইহাই অনুকম্পা, ইহাই ভ্রাতৃপ্রেম ;—এই সমষ্টি জ্ঞান

এই মরজগতকে তীর্থ স্থান করিয়াছে—পুণ্য ক্ষেত্র করিয়াছে ; নতুবা এমন ক্ষণভঙ্গুর, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্যে—এই মৃগ-তৃষ্ণিকায়,—এই বেদান্ত-নির্দ্দিষ্ট-প্রহেলিকায় কে ইচ্ছা করিয়া মজিত ? অতল অস্পর্শ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থিত পরমাণু সদৃশ ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের অন্তরীপের উপর দাঁড়াইয়া এক পা রাখিয়া আর এক পার স্থান না পাইয়াও মানুষ যে এখানে "প্রেম ও সেবা" বলিয়া কাঁদে, অগ্রসর হইতে হইতে ফিরিয়া ফিরিয়া চায়—অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার অন্য কারণ নাই ; তিনি জানেন এই তীর্থ স্থানে তাঁহার সহযাত্রিক যাঁহারা, তাঁহারা না যাইলে তিনি কেমন করিয়া যাইবেন ; বড় ভাই ছোট ভাইকে ফেলিয়া রাখিয়া মাতৃসকাশে কি মুখে যাইবে ? আগমন প্রতীক্ষায় জন্মের পর জন্ম অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় ; তাহাই সুখ, তাহাই কর্ত্তব্য। এই মহা সত্যের ছায়া ধরিয়া হারান ভাইকে খুঁজিয়া, সঙ্গে করিয়া মাতৃসকাশে মহোৎসবের মধ্যকেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হইতেই এখানে অবতারবাদ, গুরুবাদ, প্রচারবাদ অবতীর্ণ হইয়াছে। পাপীকে কুপথ হইতে সুপথে আনিতেই হইবে, দুঃখীকে দুঃখ যন্ত্রণা হইতে দূরে রাখিতেই হইবে, ভ্রান্তকে ভ্রম হইতে ফিরাইতেই হইবে, "ডাঙ্গা ডহর" এক করিতেই হইবে, এই যে চেষ্টা, এই যে ঐকান্তিকতা, ইহাই—ইহাই এ মরজগতের এক মাত্র সুসংবাদ। এই সংবাদ যাহার কর্ণে পৌঁছিয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন, মশকের মত একটী ক্ষণস্থায়ী কুসুমকে ঘিরিয়া, তাহার পার্শ্বে দুদণ্ড নৃত্য করিবার জন্য এ মানবজীবন, এ অনন্ত

পিপাসা, এ তীর্থযাত্রা পরিকল্পিত হয় নাই। রক্ত মাংসের সহিত, পার্থিব ধূলার সহিত আধ্যাত্মিকের এই গূঢ় সম্মিলন—ইহার উদ্দেশ্য কাম নহে, স্বার্থের সেবা নহে, রক্তমাংসের বহিরাঙ্গন সেবাপ্রার্থী জীবের জন্য যেমন আধ্যাত্মিকের মধুর অন্তঃপুর, তেমনি আবার সমষ্টি প্রেমের জ্যোৎস্না বিধৌত স্নিগ্ধ কেন্দ্রে মহিমান্বিত।”

পড়িতে পড়িতে সুধার মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিল, গোল-যোগের অবস্থা কাটিয়া গেল। সুধা দিব্য চক্ষে দেখিলেন, এ সংসারে স্ত্রীজাতি সেবাপ্রেমসজ্জিতকায় প্রকৃতির বেশে, রমণীর বেশে, জননীর বেশে, স্নেহময়ী বেশে দাঁড়াইয়া, আর পুরুষ তাহাকে পশ্চাৎ হইতে সাহায্য করিতেছেন। এই উজ্জ্বল মূর্ত্তির আশে পাশে সুন্দর, কুৎসিত, ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য, মাতৃ স্নেহে সমান অধিকার জানাইয়া, মাতৃক্রোড়ে স্থান পাইবার জন্য, মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছে। সুধা আত্মবিস্মৃত হইয়া এই মহাপ্রেমে আপনার ক্ষুদ্র মাতৃভাব মিশাইয়া দিয়া, ভাবের ভোরে হস্ত প্রসারণ করিলেন—ইচ্ছা, পাপ পুণ্য ভাল মন্দ এক সঙ্গে বুকে করেন! হস্ত প্রসারিত করিতেই তাঁহার মনে হইল, নিত্যানন্দের মাতৃমূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে এক দিকে শত সহস্র রঘুনাথকে, আর এক দিকে রক্তাক্ত কলেবরে শত সহস্র দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাইকে বুকের ভিতর করিয়া তাঁহাকে দূর হইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আর তাঁহার সম্মুখে, যীশুর মাতৃমূর্ত্তি আনন্দ বদনে কতকগুলি ধীবর সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া, আপনার কণ্টকবিদ্ধ মস্তক হইতে রক্ত বিন্দু সকল

অপনয়ন করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে সুধাকে ডাকিয়া বলিতেছেন "সুধা! জগতের গতিই এইরূপ! আলো অন্ধকারে, অমানিশা পূর্ণিমায় মিশান; উহাদের কোন দোষ নাই, উহাদের কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই তাই উহারা ওরূপ করিতেছে।" সুধা আনন্দে অধীর হইয়া এই মূর্ত্তিদ্বয়ের উদ্দেশে বার বার মস্তক অবনত করিলেন; তখন তাঁহার মনে হইল তিনি যেন স্পষ্টই শুনিতেছেন, জীব জড় একত্রিত হইয়া চারিশত বর্ষের পুরাতন পরিচিত সেই গান—নিত্যানন্দের কণ্ঠবিনিঃসৃত সেই সুখ সঙ্গীত সেই—

"তা বলে কি প্রেম দিবনা।"

কে যেন দূর হইতে গাহিতেছে!—

বিস্ময়াবিষ্ট লোচনে সুধা বাহিরের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রের অক্ষর দিয়া আকাশের নীল পতাকার উভয় পৃষ্ঠে স্পষ্ট লেখা "তা বলে কি প্রেম দিবনা!" সেই সঙ্গীত তরঙ্গের আগে আগে মহোৎসবের পুরোভাগে কে যেন বহিয়া লইয়া যাইতেছে! সুধা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভাবিলেন, শরচ্চন্দ্রকে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করেন একি, কিসের মহোৎসব? সুধা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চক্ষু ফিরাইতেই দেখিলেন, স্নেহ অতর্কিতভাবে কখন তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্নেহকে দেখিতে পাইয়া ভাবের ভোরে সুধা তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন "স্নেহ দেখেছিস্।" সুধার কথা শুনিয়া স্নেহ উত্তর করিলেন "কি দেখ্‌ব দিদি?"

সুধা। কনক অক্ষরে ঐ লেখা! ঐ নীল পতাকায় ঐ সুখ সঙ্গীত!

স্নেহ এবার কাতর কণ্ঠে বলিলেন "দিদি তুমি যাহা দেখিতে পাও, হতভাগিনী কি পুণ্য করিয়াছে, যে তাহা বলিবামাত্রই দেখিতে পাইবে? তুমি দেখাইয়া দাও দিদি!—তুমি দয়া করিয়া না দেখাইলে এ হতভাগিনীকে আর কে দেখাইবে?"

স্নেহের কাতর কণ্ঠে সুধার চৈতন্য হইল। সুধা তখন স্নেহের মস্তক বুকে করিয়া বলিলেন "স্নেহ আজ ঠিক বুঝিয়াছি, এ রক্ত মাংসের দেহ কিসের জন্য; নিত্যানন্দ রক্তাক্ত কলেবরে, বিশু রক্তাক্ত বদনে—মাতৃমূর্ত্তিতে, আজ যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়াছি মাতৃরক্তপাত না হইলে দুষ্ট সন্তান শান্ত হয় না। আমাদের জীবন আত্মত্যাগের জন্য—শত অপরাধী সন্তানকে বুকে করিবার জন্য—ভাল বাসিবার জন্য। সেবা ও প্রেম স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম—কাম ও স্বার্থ ইহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে—বিলাস বাসনা ইহার ব্যাধি। পুরুষ না বুঝিয়া ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর আপনাদিগের বিকৃত মস্তিষ্কের বর্ণ বৈচিত্র্য যোজনা করিয়া শত অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিয়াছে; তাই স্বকৃত কর্ম্মফলে তাহারা অতৃপ্তি বুকে করিয়া বহুরূপীর রূপের বহ্নিতে ভস্মীভূত হয়। চির সুশীতল মাতৃস্নেহের—কাম গন্ধহীন শুদ্ধ প্রেমের পবিত্র স্পর্শে কোথায় লোক পুণ্যময় হইয়া যাইবে—চির অমরতা লাভ করিবে, না অমৃতের ভিতর হইতে দুর্ভাগ্য তাহারা হলাহল বাহির করিয়াছে, —লক্ষ্মীর স্থানে মোহিনী মূর্ত্তি টানিয়া আনিয়াছে! টানিয়া,

আনিয়াছে বলিয়া স্ত্রীজাতিও যেমন অধঃপতিত, পুরুষও তেমনি উন্মাদ সংজ্ঞাশূন্য! আমার ইচ্ছা স্নেহ তোর এই অমৃত পূর্ণিত মুখচ্ছবি, তোর এই মধুর মাতৃভাব, তোর এই অলৌকিক আত্মত্যাগ লোকসমাজের সমক্ষে ধরি, ধরিয়া দেখাই, বঙ্গের দরিদ্র হিন্দু বিধবার জীবন শূন্য নহে—স্বপ্ন নহে—কামনার উগ্র গন্ধে প্রপীড়িত নহে! ইহার প্রাণবল্লভ জগতের প্রাণবল্লভ! দরিদ্র আহিরিণী-বালার সাধের সাধনের প্রাণবল্লভ আজ আর ক্ষুদ্র সীমায় নিবদ্ধ নহেন,—সমস্ত বৈষ্ণব জগৎকে আনন্দময় করিয়া, সেই বিনোদ বেশে, সেই বিনোদ কেশ, বিনোদ চূড়ায় সেই বিনোদ পাখা, বিনোদ গলায় সেই বিনোদ মালা, বিনোদ কপালে সেই বিনোদ চন্দন—ব্যষ্টির ক্ষুদ্র গণ্ডী বহুকাল হইল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সমষ্টির সহিত একাকার ধারন করিয়াছে, যাহার যাহা কিছু অভাব বিরাটই তাহার পরিপূরণ করে। স্নেহ তোকে পাইয়াছি তাই আমার এত জোর। অগ্নিশিখায় পতঙ্গ পুড়িয়া মরে, কিন্তু জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ কিরণে দগ্ধ দেহ শীতল হয়; আমার মনে হয় সৌন্দর্য্যের সহিত মাতৃভাব ভগবানের প্রতিচ্ছায়া, তোকে সম্মুখে করিয়া তাই আমি একটা গুরুতর সমস্যা পূরণ করিব। রাত্রি অনেক হইয়াছে আজ শুইগে, কি সমস্যা, পরে বলিব।"

---

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।
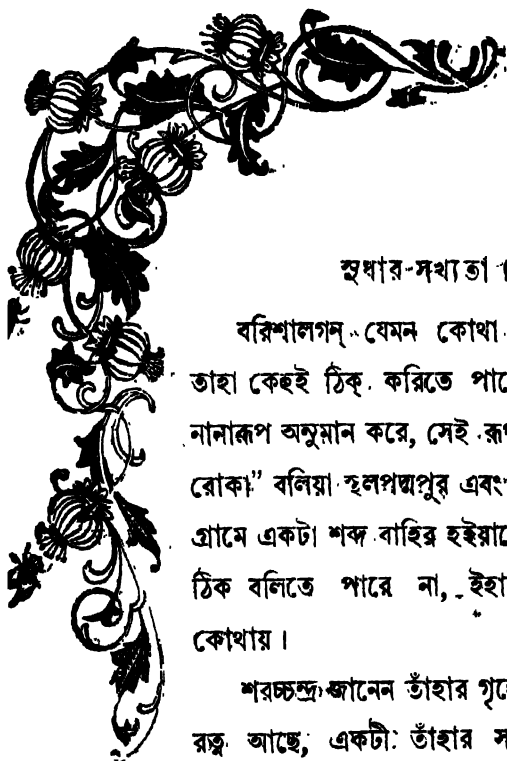
### সুধার-সখ্যতা।

বরিশালগন্ যেমন কোথা হইতে আসে, তাহা কেহই ঠিক্ করিতে পারে না—লোকে নানারূপ অনুমান করে, সেই রূপ "না জায়ের রোকা" বলিয়া স্থলপদ্মপুর এবং তাহার সন্নিহিত গ্রামে একটা শব্দ বাহির হইয়াছে, কিন্তু কেহই ঠিক বলিতে পারে না, ইহার উৎপত্তিস্থান কোথায়।

শরচ্চন্দ্র জানেন তাঁহার গৃহে তিনটী অমূল্য রত্ন আছে; একটী তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুধা; দ্বিতীয়টী শ্রীশচন্দ্রের লেখা কাগজের তাড়া; আর তৃতীয়টী সুধার স্বহস্ত লিখিত "না জায়ের রোকা।" শেষোক্ত অমূল্য রত্নটী শরচ্চন্দ্র অতি যত্নে আপনার নিকট রাখিয়া দেন, কেননা সুধার

সুসংরক্ষিত শ্রীশচন্দ্রের কাগজের সহিত, এই "না জায়ের রোকার" ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

সুধা অতি গোপনে তাঁহার দরিদ্রসেবা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার কার্য্যকলাপ জানিবার মধ্যে শরচ্চন্দ্র জানেন, আর স্নেহ ও বিধুভূষণ জানেন, আর শরচ্চন্দ্রের একটী কর্ম্মচারী যাহার হাত দিয়া "না জায়ের রোকার" টাকা বাটীর ভিতর যায়, সে কিছু কিছু জানে। না জায়ের রোকার কথাটা সে কর্ণে শুনিয়াছে, কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্ম যে কি তাহা ভাল করিয়া বুঝে নাই। বোধ হয় তাহার দ্বারাই কথাটী অল্প বিস্তর প্রকাশ হইয়া থাকিবে।

সে যাহা হউক, মাসান্তে শরচ্চন্দ্রের কর্ম্মচারীরা যখন জমীদারী সেরেস্তা ও সংসার খরচের হিসাব পত্র লইয়া দেনা পাওনার জন্য শরচ্চন্দ্রকে জানাইতেন, সেই সময়ে বাটীর ভিতর হইতে সুধার "না জায়ের রোকা" বাহির হইত। শরচ্চন্দ্র রোকা পাইয়া তাহার উপর একবার চোক বুলাইয়া লইতেন, পরে সস্নেহে কাগজ খানিকে চুম্বন করিয়া নিজের বাক্সের ভিতর বন্ধ করিতেন। শরচ্চন্দ্র কেবল গোমস্তাকে এই কথা বলিয়া দিতেন যে "বাটীর ভিতর এত টাকা পাঠাইয়া দাও, 'না জায়ের রোকার' হিসাবে খরচ লিখিও।" এই টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না; অন্যূন দুই শত হইতে আরম্ভ করিয়া কোনও কোনও মাসে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইত।

স্থলপদ্মপুর ঠিক্ সহর না হইলেও ইহার ভিতর অনেক ধনাঢ্য লোকের বাস। স্থানীয় ব্যবসায়ী লোকের জায়গা বলিয়া বড়

একটা দান ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা মুটে মজুর—কায়িক পরিশ্রম করিতে পারে তাহাদিগের এবং ধনী মহাজনদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক হইলেও মধ্যশ্রেণী লোকের পক্ষে ইহা বড় কঠিন জায়গা। বিশেষতঃ এবার দুর্ভিক্ষের বৎসর, চালের বাজার দিন দিন আগুনের মত বৃদ্ধি হইয়া সাড়ে পাঁচ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, সুধু চাল নহে, সব জিনিষই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য! দশ পনর টাকা মাহিনায় যাহারা চাকরী করে তাহাদের অন্ন জুটা ভার হইয়াছে, বিশেষতঃ দরিদ্রের সংসারে পরিবার সংখ্যা বেশী: চক্ষুলজ্জা, স্নেহ, মমতা, ধর্ম্মভয় ততোধিক; সুতরাং দুঃখের অংশ তাহাদের স্কন্ধে জোর করিয়া চাপিয়া পড়িয়াছে।

সুধা পূর্ব্ব হইতেই এই দুঃখের দিনের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার "না জায়ের রোকা" দুই শত হইতে এবার প্রায় হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে; শ্রীরাম মুদিই একা পাঁচশত টাকা পাইবে; তাহা ছাড়া ঠাকুর বাটীর দশমীর ও দ্বাদশীর শীতল ভোগে দুই শত টাকা লাগিয়াছে, আর বিধুভূষণের পুনর্জ্জীবনে তাঁহার কল্যাণার্থ স্নেহের হাত দিয়া তিন শত টাকা সুপুরের দীন দরিদ্রদিগের দেনা শোধের জন্য প্রদান করিয়াছেন। বিধুভূষণের পিতা বৃন্দাবন যাত্রা কালে তাঁহার প্রাপ্য কর্জ্জের টাকা অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে মাপ করিয়াছিলেন; যাহাদের অন্যস্থানে ঋণ ছিল, সুধার অনুগ্রহে তাহাদেরও ঋণ আর নাই; সুধা এই শেষোক্ত দান বিধুভূষণের পিতার নামে গোপনে নির্ব্বাহিত

করিয়া ছিলেন, সুতরাং কেহ জানিতে পারেন নাই যে সুধার সহিত এই বদান্যতার যোগ আছে।

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বিট্‌ন সাহেব দয়ার অবতার। দুর্ভিক্ষের সংবাদ লওয়ার ভার অন্যের উপর ন্যস্ত না করিয়া নিজেই ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া লোকের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থলপদ্মপুরে পুলিশের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামার তদন্ত করিতে অভিলাষী হইয়া আজ দুই দিন হইল থানার সম্মুখে, মাঠে তাঁবু ফেলিয়াছেন; ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের খোঁজ খপর গ্রহণ করেন। "না জায়ের রোকার" কথা তাঁহার কর্ণে কিছু কিছু যে না পঁহুছিয়াছে তাহা নহে, তবে ব্যাপারটা এখনও সম্যক্ অবগত হইতে পারেন নাই; তাই সন্ধ্যার পর বাঙ্গালীর পোষাকে ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া শ্রীরাম মুদির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিট্‌ন সাহেব যখন আসিলেন তখন শ্রীরাম ডাকহরকরা প্রদত্ত পাঁচশত টাকা গণিয়া বাক্সের ভিতর উঠাইতেছিল। শ্রীরাম বিট্‌ন সাহেবকে বিদেশী ভদ্রলোক মনে করিয়া ভাবিল, রাত্রিতে এখানে থাকিবেন তাই আগমন হইয়াছে। টাকা গণিতে গণিতে আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া, ক্ষুদ্র কণ্ঠে বলিল—"ঐ চৌকী খানার উপর বসা হ'ক—তামাক ইচ্ছা হ'য়ে থাকে?" শ্রীরাম কোনও ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে হইলে ভুলিয়াও প্রাণান্তে একবারও "আপনি" বলিত না। যাহা কিছু বলিত সব "নিজন্তে।" এমন অভ্যাস—সমস্ত দিন কথা কহিলেও, "আসা হ'ক" "কেমন থাকা হয়েছে" এই সম্বোধনের পরিবর্ত্তে কেহ কখন "আপনি আসুন," "আপনি

কেমন আছেন," এরূপ "ন"কারান্ত পদবিন্যাস তাহার জিহ্বা, কণ্ঠ ও তালুপ্রদেশ কলুষিত করিতে শুনে নাই।

শ্রীরামের অভ্যর্থনায় আগন্তুক সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"আপনাকে ধন্যবাদ, আমি তামাক ইচ্ছা করি না।"

শ্রীরাম মুদি ধন্যবাদের কথায় অত্যন্ত স্ফূর্তিযুক্ত হইয়া, টাকা গণনা একটু বন্ধ করিয়া, আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "বোধ হয় রাত্রিতে থাকার স্থান খোঁজা হচ্চে।" এ স্থানে বলিয়া রাখা উচিত, যে বিটন সাহেব একজন বিলাতী সিভিলিয়ান হইলেও তাঁহার পিতা যখন এদেশের কোন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, সেই সময় বিটন বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যের প্রথম দশ বৎসর বাঙ্গালা দেশে অতিবাহিত করিয়া, বাঙ্গালী উকীল মোক্তার দিগের ছেলেদের সহিত মিশিয়া, খেলা করিয়া, একত্রে এক স্কুলে পড়িয়া, এমন সুন্দর বাঙ্গালা কথা বলিতে পারিতেন যে, কথা কহিবার সময় তাঁহাকে বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছু বোধ হইত না। বিশেষ ছদ্মবেশ ধারণ করায় তাঁহার পরিচ্ছদ, ভাব, ভাষা আরও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

মুদির কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন "আমি বিদেশী ভদ্রলোক, আজ রাত্রে থাকিবার জন্য একটু স্থানের প্রয়োজন, এখানে কি হোটেল টোটেল আছে? এ দোকানেও ত দেখিতেছি স্থানের অভাব।"

আতিথেয়তার সুরের মাত্রা চড়াইয়া শ্রীরাম একটু গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, ইচ্ছা আছে ঘরটা একটু বাড়াইয়া ভদ্রলোকের

থাকিবার মত একটু জায়গা করিয়া রাখি, কিন্তু করিব কি, যে খাটুনি পড়েছে, তা অন্যদিকে মন দি কখন? দুর্ভিক্ষই সব উল্টেপাল্টে দিলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকের ধামা ভর্‌ব না অন্য কাজ করব। এবার রামচন্দ্র না থাক্‌লে লোকের দফা রফা হ'ত। আর— এই বলিয়া শ্রীরাম টাকা গণিতে আরম্ভ করিতেছে দেখিয়া, আগন্তুক ব্যগ্রভাবে বলিল "আর কি মুদি মহাশয়।"

শ্রীরাম। আর এই "নাজায়ের রোকা" এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র ডাকহরকরা প্রদত্ত মনিঅর্ডারের কুপন খানি বিটন সাহেবের হাতে দিল। সাহেব কুপন খানি হাতে লইয়া আবেগে আলোর নিকট যাইয়া পড়িলেন, তাহাতে লেখা আছে, "খরচ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা, আদায় পঞ্চাশ টাকা, নাজায় পাঁচশত টাকা, আশ্বিন মাসে জমা করিও।" দেখিলেন ইহাতে প্রেরকের নাম স্বাক্ষর নাই।

সাহেব কুপন খানি প্রত্যর্পণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "মুদি মহাশয়, এ টাকা কে দিয়াছে আপনার বোধ হয়?"

শ্রীরাম টিয়া পাখীর মত বলিয়া উঠিল "আর কে? কোম্পানি বাহাদুর, নতুবা কোন্ শালার মুরোদ যে মাসে মাসে এত টাকা দেয়।"

আগন্তুক। "কেন এখানে ত অনেক ধনাঢ্য লোক আছেন, তাঁহারা কি সৎকার্য্যে দান করেন না?" আগন্তুকের কথা শুনিয়া শ্রীরাম একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "সৎকার্য্যে! এই যে দেখা হচ্চে ভারি ভারি ইমারৎ, ওর অন্দর মহলে কেবল

স্ত্রী ও তাহার গহনা থাকে ; আর বা'র বাড়ীতে পেটের ভিতর পেট সেঁদোন দু একটা রোঁয়া উঠা কুকুর পড়ে থাকে। এখানকার মধ্যে যাহা কিছু দয়া ধর্ম্ম আছে, তা কেবল শরৎ বাবুর! বিদেশী ভদ্রলোক এলে এক মুঠা খেতে পায়, একটু জায়গাও পায়, তা ছাড়া প্রাণ বেরুলেও কেহ উঁকি মারে না। এই যে দুর্ভিক্ষ, নাকে কাটি দিয়েও কাকে হাঁচ্‌তে দেখি না। ভাই মরুক, আর বোন্‌ই মরুক, স্ত্রীকে গহনা দিয়া সন্তুষ্ট রাখ্‌তে পার্‌লেই স্বর্গলাভ!"

আগন্তুক। শরৎ বাবু কি করেন?

মুদি। শরৎ বাবু ডাক্তার—মানুষ নন—দেবতা! শুনেছি, শরৎ বাবু নাকি কোম্পানী বাহাদুরকে অনেক লেখালিখি করায় আমার দোকান থেকে চাল ডাল বিলানর বন্দোবস্ত হয়েছে। দেবতার আবার বেটারা শক্রতা করে! সে দিন উত্তম মধ্যম বেশ শিক্ষা হয়েছে! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!"

আগন্তুক। ব্যাপার কি মুদি মহাশয়? আপনি ত দেখ্‌ছি খুব হুঁসিয়ার লোক—সব সন্ধানই রাখেন!

শ্রীরামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "কি বলব মুদির দোকান করেই মরে আছি! অঙ্ক কসা, কড়াক্রান্তি হিসাব, মণকসা, সেরকসা, নামতা, ধারাপাতে শ্রীরামচন্দ্র ফাষ্ট! আমি যা জানি, একটা ইণ্টন্স পাশ ছেলে বলুক দিকি? দশ টাকার চাকরী জুটুতে বাছাদের ফ্যা ফ্যা করে বেড়াতে হয়, আর আমি পায়ের উপর পা দিয়া বসে মাসে যা রোজগার করি তাতে অমন দশটা ইণ্টন্স চাকর রাখ্‌তে পারি! বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—পেটে

ভাত নেই পরনে কালাপেড়ে ধুতি—পায়ে লাল বাজারের বুট—মাথায় টেরি—ছোঁড়াগুলো যখন বলে, "ছিরে আড়াইসের চাল দিতে পারিস্? পয়সাটা দিন কতক বাকী রাখ্‌তে হবে ভাই!" তখন মনে হয়, ছোঁড়ার গলাটা টিপে ধরি! কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের হুকুম—কাকে কিছু বলবার যো নেই!"

শ্রীরামকে উত্তেজিত দেখিয়া, মাহাত্মা বিটন্ তাহাকে কাজের কথায় আনিবার জন্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আপনি যাহা বলেছেন সব ঠিক! আজ কাল বাঙ্গালা দেশে পেটে ভাত না থাকিলেও পাপ হয় না। মুদির ব্যবসায় করে, একশ টাকা রোজগার করলেও সে বেটা মুদি—ছোট লোক! এখন থেকে আপনি একটু পোষাক পরিচ্ছদে দৃষ্টি রাখবেন, আর দোকান খানার সম্মুখে একটি সাইনবোর্ড দিবেন "গার্হস্থ্য পণ্যশালা।" আগন্তুকের কথা শুনিয়া শ্রীরাম হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "বেশ বলা হয়েছে! বেশ বলা হয়েছে! লোকটি দেখছি খুব মজার মানুষ!"

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বিটন্ সাহেবের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে একটী যুবক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দণ্ডায়মান যুবকের প্রতি শ্রীরামচন্দ্র চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "বিধুবাবু উত্তম মধ্যমটা এবার খুব জাঁকাল গোছের হয়েছে না? যেমন রোগ তার তেমনি মুষ্টিযোগ!"

বিটন্। মহাশয় ব্যাপার খানা কি বলুন দেখি? পুলিশের প্রতি দেখিতেছি, আপনাদের ভারী একটা বিদ্বেষ! পুলিশের

সব লোক ত সমান নয়! দু চার জন লোক খারাপ থাকিতে পারে।

বিধুভূষণ। আপনি যাহা বলেছেন, তাহা কতক পরিমাণে সত্য বটে! পুলিশের সকলেই যে দোষী তা নহে; কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে যদি ইহার মধ্যে একটি দারোগা ও খারাপ লোক হয়, তাহা হইলে বলুন দেখি, সে থানার এলাকাধীন কতগুলি গ্রামের লোক ইহাতে কষ্ট পাইতে পারে? দু চার জন কনষ্টেবল খারাপ হইলে যায় আসে না, কিন্তু যাহার চরিত্রের উপর অনেকের ভালমন্দ নির্ভর করে, তাহার সহস্র গুণ থাকিলেও সে যদি ধার্ম্মিক না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত নহে। ধর্ম্মই মানবের শ্রেষ্ঠ গুণ! কিন্তু বর্ত্তমান নিয়োগপ্রণালী ধর্ম্মকে এই তালিকা হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। ঘুষ খোর নহে, মাতাল নহে, পরস্ত্রী অপহারক নহে এমন লোক কি এদেশে মিলে না? যদি মিলে তবে সেরূপ লোক লইবার আর বাধা কি?

শ্রীরাম। হাকিমের দোষেই হুকুম খারাপ হয়! চাবুকের দোষেই চাল বিকড়ে যায়!

আগন্তুক মুদির কথা শুনিয়া হাসিলেন, পরে যুবকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যুবকও হাসিতেছেন। যুবকের ভাব ও মুদির কথা শুনিয়া বুদ্ধিমান্ বিটন সাহেবের আর বুঝিতে বাকী থাকিল না, যে এই স্থলপদ্মপুরের দাঙ্গা হাঙ্গামা সম্বন্ধে মুদি কিছু কিছু অবগত হইলেও, "নাজায়ের রোকার" সম্বন্ধে যে রহস্য আছে, তাহাতে

তাহার কোনও অধিকার নাই। যুবক জানিলেও জানিতে পারেন, কিন্তু বলিবেন কিনা সন্দেহ।

তখন বিটন্ সাহেব যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুনিলাম, এখানে শরৎ বাবুর বাটী ভিন্ন, বিদেশী লোকের আর থাকিবার স্থান নাই; তা আপনি যদি দয়া করিয়া সে বাড়ীটা আমাকে দেখাইয়া দেন।"

মুদি মহাশয়ের তহবিলটা আজ জঁাকাল গোছের ছিল, তাই এক একবার শ্রীরামচন্দ্রের মনে হইতেছিল, লোকটা বিদায় হইলেই বাঁচি, কি জানি কে কি সূত্রে ফেরে? তাই আগন্তুকের কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র ব্যগ্র হইয়া বলিল "তা রাতও হচ্চে, বিধুবাবু! এই সময় বাবুকে পথটা দেখ্যেে দিয়ে এলে ভাল হয় না? আজ বৈকালে দশমণ বই চাল বিলি হয় নাই, তা কাল লিখে নিলেই হবে।"

আগন্তুক মুদির শেষ কথা শুনিয়া বিধুভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনিই বুঝি এই চাল ডালের হিসাব পত্র রাখেন? বিধুভূষণ উত্তর করিলেন "উপস্থিত—রাখিতেছি।" তখন বিটন্ সাহেব বিধুভূষণের সহিত মুদির দোকান হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। কিছু দূর গিয়া বিধুভূষণের হাত ধরিয়া বলিলেন, "মহাশয় মাপ করিবেন; আপনাকে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে! আপনার সহিত আমার কতকগুলি কথা আছে, চলুন এমন একটা স্থানে যাই, যাহা গ্রামের বাহিরে।

বিধুভূষণ। তেমন ভাল স্থান ত নিকটে দেখিতেছি না; যাহা আছে, তাহা অনেক দূরে।

আগন্তুক। তা হউক! যদি বিশেষ কষ্ট না হয়, সেই স্থানেই চলুন।

আগন্তুকের কথা শুনিয়া বিধুভূষণ দূরস্থিত একটী পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বিটন্ সাহেবকে বসিতে বলিলেন; এবং আপনি ও সেখানে উপবিষ্ট হইলেন।

চন্দ্রালোকের মৃদুজ্যোতিতে ঘাটটী বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। বিটন্ সাহেব আকাশের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন; পরে, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিধুভূষণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবু! আমাকে লুকাইবেন না! দয়া করিয়া বলুন, আপনি এ দানের সম্বন্ধে কি জানেন। আমি আপনাকে নিশ্চয়ই বলিতেছি, কোম্পানী হইতে এ গ্রামের জন্য এ পর্য্যন্ত কোনও সাহায্য হয় নাই; এমন কি সাহায্য করিবার কোনও কথা ও কেহ উত্থাপন করে নাই।

বিধুভূষণ আগন্তুকের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া উত্তর করিলেন, "দেখিতেছি মহাশয় ভদ্রলোক, এবং এ বিষয়ে আপনার যেরূপ আগ্রহ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, আপনি উন্নতমনা কেহ হইবেন। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মাপ করিবেন। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কোনও সংবাদ আপনাকে বলিতে পারিব না; যদি কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, শরৎ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

বিধুভূষণের প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক স্বর শুনিয়া বিটন্ বুঝিতে পারিলেন, ইহার নিকট হইতে আর অনুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা। তখন

অপেক্ষাকৃত ধীর ভাবে বলিলেন, "বিধুবাবু, আপনি কি এই খানেই থাকেন? শরৎ বাবুর সহিত আপনার কি কোনও সম্পর্ক আছে?"

বিধুভূষণ। আমি সকল সময়ে এখানে থাকি না। আমার বাড়ী এখান হইতে দূরে—সুপুর গ্রামে। আমার ভগিনী আজ কয়েকদিন হইল শরৎ বাবুর বাটী আসিয়াছেন; সেই জন্য আমিও এখানে আসিয়াছি। শরৎ বাবুর সহিত আমার কোনও বিশেষ সম্পর্ক নাই। শরৎ বাবু যেমন সকলেরই বন্ধু, তেমনি আমারও বন্ধু।

আগন্তুক। আপনার ভগিনী এখানে আসিয়াছেন যে, তাঁহার কি কোনও অসুখ আছে?

বিটন্ সাহেবের প্রশ্ন শুনিয়া বিধুভূষণ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "না অসুখের জন্য নহে—বিপদে পড়িয়া; এখানকার জনকতক লোকের অত্যাচারে স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে! পুলিশের মুখ বন্ধ।

আগন্তুক বিধুভূষণের কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধীর ভাবে বলিলেন, "আমার যতদূর বিশ্বাস পুলিশের সাহায্য ভিন্ন স্থানীয় লোক কোনও বিশেষ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতে একা সাহস করে না। আমার মনে হয়, আপনাদের কোন শত্রু পুলিশের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আপনাদিগকে বিপন্ন করিতেছে।

বিধুভূষণ। আপনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এখানে রামহরি বলিয়া একজন লোক আছেন, তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, শরৎ বাবুর সহিত তাঁহার ভয়ানক শত্রুতা। তিনিই

দারোগা বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া পুলিশকে এই অত্যাচারে লিপ্ত করিয়াছেন। সে দিন ইহা লইয়া পুলিশের সহিত একটা ছোট খাট দাঙ্গাও হইয়া গিয়াছে। আমার ভগিনী যখন শরৎ বাবুর বাটী আসিতেছিলেন, পুলিশের দশ পনর জন কনষ্টেবল একত্র হইয়া তাঁহার পাল্কী আক্রমণ করে। শরৎ বাবুর দরোয়ান মহাপ্রসাদ সিং সঙ্গে ছিল, তাহার কাছে সাধ্য কি কেহ এগোয়! একজন কনষ্টেবলের মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। বেগতিক দেখিয়া পুলিশ পিছাইয়া যায়; শুনিতেছি, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি ইহার জন্য পুলিশের পক্ষ হইতে তদন্তে আসিবেন। আসিলেই ভাল হয়! বিটন্ সাহেব ত আর চণ্ডী বাবুর মত রামহরির হস্তের ক্রীড়নক নহেন! সাক্ষাৎ দেবতার নিকট দাঁড়াইয়া সত্য কথা বলিতে আমাদের ভয় কি? শরৎবাবু বলিয়াছেন, তিনি বিটন্ সাহেবের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবেন, আর বলিবেন গভর্মেণ্ট যখন কাহাকে কোন কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করেতে ইচ্ছা করিবেন, তখন তাহাদিগকে একেবারে নিযুক্ত না করিয়া গেজেটে তাহাদের সম্বন্ধে যেন এইরূপ একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, যে অমুক লোককে এই কর্ত্তৃত্ব ভার দেওয়া হইতেছে, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে প্রজাদিগের প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিলে তাহারা সত্বর যেন তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া বলে। আর একটী অনুরোধ করিবেন, গভর্মেণ্ট অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার সময় যেন বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করেন, যাহাতে তাঁহারা কোনও রূপে প্রতারিত না হন। প্রজাদিগের ভিতর হইতে ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র লোক বাছিয়া

যদি এই পদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রজারাও সন্তুষ্ট হইবে, ধর্ম্মের সম্মান ও বজায় থাকিবে, এবং গভমেণ্ট কোন বিষয় জানিতে চাহিলে চৌকিদারের কথার উপর নির্ভর না করিয়া প্রকৃত সংবাদ ইহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন। অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটগণ রাজা ও প্রজার ভিতর মিলনের প্রথম সোপানরূপে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা করা আবশ্যক। সায়ত্বশাসন এখন যাহাতে দাঁড়াইয়াছে, তাহা শাসন নহে; কেবল পক্ষাপক্ষী, দলাদলি ও পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা! এ প্রণালী অবিশুদ্ধ কি না যাঁহারা মফঃস্বলের মিউনিসিপালিটি দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ঠিক বলিতে পারিবেন। অবিশুদ্ধ হইলে ইহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। গভমেণ্ট যদি এ দেশীয় দিগেকে ঠিক সায়ত্বশাসন দিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া প্রজাদিগের ভিতর হইতে প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকদিগকে বাছিয়া লইয়া সম্মানিত করুন; তাঁহাদিগকে স্বগ্রামের কর্ত্তৃত্ব ভার কতক পরিমাণে প্রদান করুন, তাঁহাদিগের দায়ীত্ব বাড়াইয়া দিন। ফলকথা ইহাই ধার্ম্মিক প্রজাদিগের পুরস্কারের পথ হউক! চৌকিদারের নিকট হইতে সংবাদ লওয়া অপেক্ষা,—এরূপ ধার্ম্মিক লোকের নিকট হইতে সংবাদ গ্রহণ করিতে পারিলে, গভর্ণমেণ্টকে কখনই প্রতারিত হইতে হইবে না! বিশেষতঃ ইহাতে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ সুদৃঢ় হইবে। স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাই এদেশে সুফল প্রসব করিতে একমাত্র সমর্থ! নীল কুঠিয়ালগণ কুলোকের কুসংসর্গে পড়িয়া কুশিক্ষা দ্বারা পরিচালিত

হইয়া আপনাদিগকে যেরূপ অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া এদেশবাসি-দিগের নিকট পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে, অধার্ম্মিক লোকের হস্তে কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদান করিলে তিল তিল করিয়া গভর্মেণ্টকেও একদিন প্রজাদিগের শ্রদ্ধা হইতে সেইরূপ স্খলিত হইয়া পড়িতে হইবে। একজন বিচার বিভ্রাটকারী বিচারক যে অনর্থ উৎপাদন করে, বিটন্ সাহেবের মত সহস্র ধর্ম্মাত্মা বিচারাসনে আসীন হইয়াও তাহা শীঘ্র নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। ভগবান করুন! বিটন্ সাহেবের মত ম্যাজিষ্ট্রেট দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের জন্য যেন বৎসর বৎসর বহু পরিমাণে প্রেরিত হয়। বিটন্ সাহেব বিধুভূষণের কথা শুনিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন তদন্তে আসিবেন, আশা করি, তখন আপনারা তাঁহার নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবিধানের ভার ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতের ভিতর, তিনি যদি ইহার কারণ জানিতে না পারেন, তবে প্রতিবিধান হইবে কি করিয়া? শরৎ বাবুর সহিত দেখা হইলে আমিও তাঁহাকে এবিষয়ে পরামর্শ দিব।” পরে বিধুভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শরৎ বাবু কেমন লোক?”

বিধুভূষণ। শরৎ বাবু দেবতা!

আগন্তুক। তিনি কি বিবাহিত?

বিধুভূষণ। হাঁ বিবাহিত।

আগন্তুক। আশা করি, তাঁহার স্ত্রী স্বামীর উপযুক্তা।

বিধুভূষণ। তিনি—তিনি—তিনি—

বিধুভূষণ কি বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার জিহ্বা যেন তাহা বলিতে দিতেছে না। সেই জন্য বিটন্ সাহেব আপনা হইতেই বিধুভূষণকে সাহায্য করিবার জন্য বলিলেন—"তিনি—কি?" বিধুভূষণ এবার প্রাণ খুলিয়া বলিলেন, "তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!"

বিটন্ সাহেব বিধুভূষণের কথা শুনিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন, পরে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে একটু কম্পিত স্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! যে আপনারা শরৎ বাবুর মত বন্ধু পাইয়াছেন।"

পরে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "চলুন, শরৎ বাবুর বাটীতে যাই; রাত্রি অনেক হইয়াছে, সেখানে আহার করিতে হইবে। বেশী রাত্রি হইলে আহার শেষ হইবার সম্ভাবনা।"

আগন্তুকের কথা শুনিয়া বিধুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আহার শেষ হইয়া গিয়া থাকে ত, সে আপনার শুভাদৃষ্ট! অন্নপূর্ণার স্বহস্তের পাক খাইতে পাইবেন।"

আগন্তুক। অসময়ে অতিথি আসিলে তিনি কি নিজেই পাক করেন?

বিধুভূষণ। পাচক ব্রাহ্মণ যদি পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা হইলে শরৎ বাবুর স্ত্রী আর তাহাকে কষ্ট দিতে চাহেন না; বলেন, "ও পরিশ্রম করিয়া শুইয়াছে—ওকে আর জাগাইয়া কাজ নাই! আমিই এক দণ্ডে রাঁধিয়া দিতেছি।"

বিটন্ সাহেব এবারও আকাশের দিকে চাহিলেন। বিধুভূষণ দেখিলেন, আগন্তুকের চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইতেছে।

বিধুভূষণ আর কোনও কথা না কহিয়া আগন্তুককে সঙ্গে করিয়া শরৎ বাবুর বাটীতে পঁহুছিলেন। ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখেন, যে রাত্রি বারটা বাজিয়াছে। তখন আগন্তুককে চেয়ারে বসিতে বলিয়া শরৎ বাবুকে ডাকিয়া দিবার জন্য বিধুভূষণ বাটীর মধ্যে প্রস্থান করিলেন।

---

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।
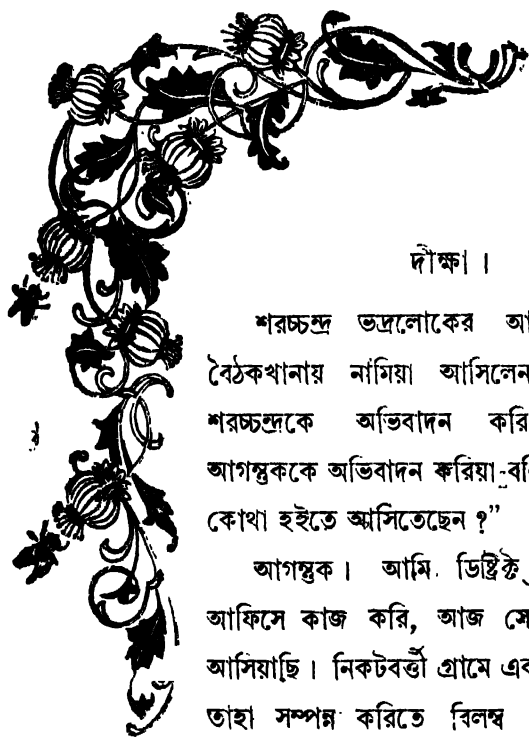
## দীক্ষা।

শরচ্চন্দ্র ভদ্রলোকের আগমন সংবাদে বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। আগন্তুক শরচ্চন্দ্রকে অভিবাদন করিলে, শরচ্চন্দ্র আগন্তুককে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন ?"

আগন্তুক। আমি ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে কাজ করি, আজ সেইখান হইতেই আসিয়াছি। নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটা তদন্ত ছিল, তাহা সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হওয়ায়, এবং সেখানে স্থান না পাওয়ায়, মহাশয়ের নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। এত রাত্রে বোধ হয় মহাশয়কে কষ্ট দিলাম, মাপ করিবেন।

শরচ্চন্দ্র। ইহার জন্য আপনার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই। আমি উপর হইতে নীচে আসিয়াছি, এ যদি কষ্ট হয়, তাহলে আপনার কষ্ট তাহা অপেক্ষা কত অধিক! আমার সৌভাগ্য যে আপনি দয়া করিয়া আমার বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন। মহাশয়, রাত্রিতে কি আহার করিয়া থাকেন?

আগন্তুক। এত রাত্রিতে আর আহারের কোনও বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। আমার শরীরটা বড় ক্লান্ত হইয়াছে, একটু শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেই পরম উপকৃত হইব।

শরচ্চন্দ্র আগন্তুককে, একেবারে নিরস্ত করিবার জন্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার অসুবিধার জন্য যে কর্ত্তব্য বোধে ভাবিতেছেন, আমার ভিতর কি সেইরূপ একটা কর্ত্তব্য বোধ থাকিতে পারে না? আপনি মনে কোনও দ্বিধা করিবেন না; একটু বিশ্রাম করুন, আমি একবার বাটীর ভিতর হইতে আসি।"

আগন্তুক। বাটীর ভিতর যান তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখিবেন, আমার জন্য যেন কেহ কষ্ট না পান!

শরচ্চন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যিনি কষ্ট বোধ না করেন, তাঁহারই নিকট যাইতেছি।"

এই বলিয়া শরচ্চন্দ্র ভিতর বাটীতে চলিয়া গেলেন। আগন্তুক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, দেখা যাউক, শরৎ বাবুর আতি-থেয়তার দৌড় কত দূর!

অল্পক্ষণ মধ্যে শরচ্চন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "খাওয়া দাওয়া এক রকম শেষ হইয়াছিল, আপনার একটু বিলম্ব হইল ; আধ ঘণ্টা তিন কোয়াটার দেরী হইবার সম্ভাবনা। আমার স্ত্রী বিধুভূষণের মুখে আপনার আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই রান্না চড়াইয়াছেন ; যাহা হউক, যাহাতে বেশী বিলম্ব না হয়, তাহা বলিয়া আসিয়াছি।"

আগন্তুক। বিলম্ব হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, এ সময়টা যদি আপনার সহিত কথোপকথনে কাটাইতে পারি, তাহা হইলে, আপনাকে অত্যন্ত সুখী মনে করিব। আপনার স্ত্রীকে দিয়া এত রাত্রে রাঁধান ভাল হয় নাই।

শরচ্চন্দ্র। অতিথি পাইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না।

আগন্তুক। মহাশয়, আমি জাত্যংশে কিছু হীন, কলার পাতায় আমার আহার দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

শরচ্চন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অমৃতের আবার ভাল মন্দ! আমরা অতিথি সম্বন্ধে তত আঁটা আঁটি করি না। আমার স্ত্রী বলেন, "যখন "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি", তখন জাতি নিয়ে টানাটানি করাটা ভুল।" পরে অন্য কথা পাড়িবার ইচ্ছায় বলিলেন, —"আপনি, বলিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের লোক, নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটা তদন্তে আসিয়াছেন। কিসের তদন্ত? দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কিছু নাকি?"

আগন্তুক। আপনি ঠিক্ বুঝিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এখানকার স্থানীয় অবস্থা তদন্ত করিয়া জানিতে চাহেন;

কাগজে যাহা লেখে, পুলিশে তাহার বিপরীত বলে ; এরূপ স্থলে, স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন ঠিক ঘটনাটা বুঝা সহজ নহে। শরৎ বাবু, দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে স্থানীয় অবস্থা আপনি কি বলেন ?

শরচ্চন্দ্র। স্থলপদ্মপুরের দূরস্থিত চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অবস্থা শুনিয়াছি, অতি শোচনীয় ! মধ্যবিত্ত লোকের আর কষ্টের সীমা নাই !

আগন্তুক। আপনার গ্রামের মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা কিরূপ ?

শরচ্চন্দ্র। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "অন্য গ্রামের তুলনায় ভাল। উদরান্নের জন্য কাহাকেও বিশেষ চিন্তিত হইতে দেখি নাই।"

আগন্তুক। ইহার কারণ কি বলিয়া বোধ হয় ?

শরচ্চন্দ্র আগন্তুকের কথায় উত্তর দিতে যাইতেছেন, এমন সময় বাটীর ভিতর হইতে সংবাদ আসিল—আহার প্রস্তুত। শরচ্চন্দ্র আগন্তুকের সহিত রন্ধনশালায় গমন করিলেন—দেখিলেন, লুচি, পটল ও আলু ভাজা, ডালনা ও চাটনি, সমস্ত প্রস্তুত। একখানি শ্বেত পাথরের থালে এগুলি সাজান ; তাহার পার্শ্বে একটী শ্বেত পাথরের গ্লাসে সুশীতল কর্পূর বাসিত জল ; এবং তৎপার্শ্বে একটী শ্বেত পাথরের বাটীতে এক বাটী দুগ্ধ ; ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে আর একখানি কাল পাথরের রেকাবিতে, কিছু ফল, ও কএকটা সন্দেশ ; এবং তৎপার্শ্বে একটী কাল পাথরের বাটীতে, লেবুর রস সংযুক্ত কিছু মিছরীর সরবৎ। বসিবার জন্য একখানি

সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত কার্পেটের আসন পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে ; সম্মুখে দুইটী সেজে দুইটী বাতি জ্বলিতেছে। সমস্ত মেজে মার্বেল পাথর বসান এবং রোয়াকের নিম্নে চতুঃপার্শ্বে টবে ফুলগাছ সাজান। রজনীগন্ধা, চামেলি বেল ও গোলাপ প্রভৃতি ফুলের মৃদু মধুর সৌগন্ধে স্থানটী আমোদিত হইতেছে। চতুর্দ্দিক এত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন যে, দুর্গন্ধ বা ময়লা বলিতে যেন সেখানে কিছুই নাই।

রন্ধনগৃহ ও আহারের স্থান—পাশাপাশি দুইটী ঘর—এক দালানের ভিতর। ঘর গুলি খুব বিস্তৃত ও উচ্চ। গৃহদ্বার বাতায়ন বেশ প্রশস্ত। মোটের উপর, না জানিলে ইহাকে বৈঠকখানা গৃহ বলিয়াই অনুমান হয়।

শরচ্চন্দ্র আগন্তুককে বসিতে অনুরোধ করিলেন। আগন্তুক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমি যে কলার পাতার কথা বলিয়াছিলাম !"

শরচ্চন্দ্র। আপনি মনে কোনও দ্বিধা করিবেন না। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও আঁটাআঁটি নাই। বিশেষতঃ আমাদের বিশ্বাস, জাতি সম্বন্ধে কোনও প্রভেদ করিতে গেলে লোকের মনে আঘাত করা হয় ; সেই জন্য অতিথি অভ্যাগত এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা কোনও রূপ প্রভেদ করিতে ভাল বাসি না। আমরা আহারের সময় সকলেই এক সঙ্গে—এক ঘরে বসিয়া—একই রকম—আহার করি। আমাদের ঘরের লোক বাহিরের লোক বলিয়া কোনও প্রভেদ নাই !

এ সব শুনিয়াও যদি আপনার মনে প্রশস্ততা না জন্মে, আমি এ সমস্ত বাসনগুলি না হয় আলাহিদা করিয়া তুলিয়া রাখিব; আপনি দয়া করিয়া যদি কখন আসেন, এ বাসনে আপনিই আহার করিবেন।

আগন্তুক অগত্যা আহার করিতে বসিলেন; বসিবার সময় বলিলেন, "এ আসন খানি দেখিতেছি ত বড় সুন্দর! এখানি কোথা হইতে আনা হইয়াছে?" শরচ্চন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "ইহার রচয়িত্রী যিনি, তিনি আপনার নিকটেই দাঁড়াইয়া আছেন।"

আগন্তুক সুধার দিকে চাহিলেন—তিনি মনে করিয়াছিলেন, কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোকটী পরিচারিকার মধ্যে কেহ হইবেন, সেই জন্য একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার বুঝিবার ভুল হইয়াছিল।"

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার ইহাতে কোনও দোষ নাই। এ ভুল আপনার একার নহে; প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে!" বিটন্ সাহেব সুধার সরলতা দেখিয়া আরও থতমত খাইলেন। লুচি কি সন্দেশে হাত দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই বিপদগ্রস্ত মনে করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুধা মায়ের মত বিটন্ সাহেবের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আপনি আগে বাটির ঐ সরবৎটা খান, নতুবা শুকনা লুচি গুলা গলায় বাধিয়া যাইবে। মনে করিয়াছিলাম, একটু ডাল রাঁধিয়া দিব, কিন্তু বেশী বিলম্ব হইলে আপনার পাছে আরও কষ্ট হয়, সেইজন্য

পারিলাম না ; তা আপনি ঐ ডালনার ঝোলে লুচি গুলি মাখাইয়া খান।"

সুধা যাহা যাহা বলেন, বিটন্ সাহেব ক্ষুদ্র শিশুর মত ঠিক তাহা তাহা করেন। মুখে কথাটী নাই, যেন কলের পুত্তলিকা, সুধার আদেশে হাত উঠাইতেছে ও নামাইতেছে।

এই অল্প-সময়ের মধ্যে কথাবার্ত্তায় বিটন্ সাহেবের বুঝিতে বাকী রহিল না, যে সুধার ভিতর মাতৃস্নেহের মোহিনী শক্তি আছে ;—তাঁহার নিকট বড় ছোট নাই, আত্মীয় পর নাই, পরিচিত অপরিচিত নাই—সকলেই যেন সন্তানের মত ; নতুবা তাঁহার মত এক জন লোক, মাতৃস্নেহের প্রতিমূর্ত্তি সুধার নিকট শিশুবৎ আচরণ করিবেন কেন?

আহার পরিসমাপ্ত করিয়া বিটন্ সাহেব সুধার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার মনটির মত আপনার পাক গুলি অতি উত্তম হইয়াছে ; বলুন আমি আপনার সন্তানের মত সমস্ত কথা রক্ষা করিয়াছি কি না?"

সুধা। যখন কথা গুলি রক্ষা করিয়াছেন, তখন আশা করি আর একটি কথাও রক্ষা করিবেন, কাল সকালে দুটা না খেয়ে এখান হইতে যেতে পারিবেন না! আজ শুকনা শুকনা লুচি গুলা খেয়ে বড় কষ্ট হয়েছে।

পরে শরচ্চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "স্নেহ কাল সকালে উঠেই রাঁধবে বলেছে ;—দেখ, যেন উনি না খেয়ে পলায়ে যান না।"

আগন্তুক সুধার অতিথি সেবার শত মুখে প্রশংসা করিতে করিতে শরচ্চন্দ্রের সহিত বাহিরে গেলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "মনে থাকে যেন আমি আপনাকে মা বলিয়াছি।"

বিটন্ সাহেব যাইতে যাইতে শরচ্চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "শরৎ বাবু আপনি রান্নাঘর অত ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে? বাঙ্গালার বাড়ীতে এমন ভাল রান্নাঘর আমি কোথাও দেখি নাই।"

শরচ্চন্দ্র। এ অংশটী আমি নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি; দেখুন বাঙ্গালীর মেয়েরা ছেলে পিলে লইয়া দিন রাত্রের মধ্যে আঠার ঘণ্টা রান্নাঘরে থাকেন, কিন্তু আমরা একবারও ভাবি না, যে ইহা ক্ষুদ্র, অনুচ্চ ও বায়ু প্রবেশ হীন হইলে কি বিষময় ফল উৎপাদন করে। আমরা ত প্রায় বাহিরে বাহিরে খোলা বাতাসে থাকি, কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া সংসারে সুখ ও শান্তি, তাহাদিগের স্বাস্থ্যের জন্য রান্নাঘর গুলা কথঞ্চিৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলে কি কোনও ক্ষতি আছে? আমি রান্নাঘর নির্ম্মাণ করিতে যে টাকা ব্যয় করিয়াছি, আমার মনে হয়, একটা দ্বিতল বড়গৃহ নির্ম্মাণ করিলে তত খরচ হইত না।

পরে বৈঠক খানায় উপস্থিত হইয়া আগন্তুক পুনরায় বলিলেন, "রান্নাঘরে মার্বেল দেওয়া কোনও খানে দেখি নাই, এটা আপনার নিশ্চয়ই অতিরিক্ত হইয়াছে।"

শরচ্চন্দ্র। প্রথমতঃ অতিরিক্ত মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার একটা নিগূঢ় কারণ আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল

বিষয়েরই শেষ পরিসমাপ্তি লোক জন খাওয়াইয়া। আমার স্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে সমস্ত দ্রব্যই সাধ্যানুরূপ হওয়া প্রয়োজন, নতুবা কোনও ফল হয় না। আমার বাটীতে একটী ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া গব্য ঘৃত না দিয়া অল্প মূল্যের কানেস্টারের ভাঁয়েসা ঘৃত দিয়া লুচি ভাজিয়া খাওয়ান, ঈশ্বরের নিকট অপরাধ; ইহাতে বিবেককে কষ্ট দেওয়া হয়। যেমন জিনিষ গুলি ভাল হইবে, তেমনি পানীয় জলটুকু, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থানটীও মনোরম হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অপরিষ্কার স্থানে আহার করিলে কি তৃপ্তি হয়? মাছি উড়িয়া আসিয়া আহার্য্যের উপর বসে, ইহা তাঁহার একেবারেই অসহ্য; সেই জন্য তাঁহার ইচ্ছানুরূপ রান্না-ঘরটীকে এমন করিয়া সাজাইতে হইয়াছে।

আগন্তুক। আপনি পানীয় জল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন? এখানে ভাল জল মিলান ত এক রকম দুর্লভ।

শরচ্চন্দ্র নিকটস্থিত চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ডাক্তার হাফকিন ও একজন আমেরিকা দেশীয় খ্যাতনামা ডাক্তার বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, গঙ্গাজল অতি নির্ম্মল,—বহুদিন উঠাইয়া রাখিলেও তাহার ভিতর একটীও কীটাণু দেখা যায় না। পূতিগন্ধময় শবদেহের দুই চারি হস্ত দূর হইতে জল উঠাইয়া লইয়া তখনই দেখা হইয়াছে, এবং তাহা পাঁচ ছয় মাস বাদেও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, যে তাহার মধ্যে একটিও কীটাণু জন্মে নাই। তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, গঙ্গাজলের ভিতর এমন একটি শক্তি আছে, যাহার সংস্পর্শে কীটাণু অন্তর্হিত হয়।

"কার্ব্বলিক লোসন্" যেমন বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট করে, গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে তাহাতেও হস্তস্থিত কীটাণুবিষ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা! আমি সেই জন্য, আমার রান্নাঘরের সমস্ত কার্য্যে গঙ্গা জল ব্যবহার করি।"

আগন্তুক। ইহাতে আপনার ত অনেক খরচ পড়ে!

শরচ্চন্দ্র। অনেক পড়ে না। বর্ষাকালে নৌকা করিয়া সংবৎসরের জল একেবারে আনাইয়া রাখি। চার পাঁচ নৌকা জলে আমার সমস্ত কুলান হইয়া যায়, তাহাতে পঞ্চাশ ষাট টাকা আন্দাজ খরচ পড়ে। কীটাণুদোষরহিত, নির্ম্মল পবিত্র জলের জন্য এই খরচ, একি আপনি বেশী মনে করেন?

আগন্তুক। মহাশয়ের সহিত কথোপকথনে আমি যথেষ্ট উপকৃত হইলাম। আপনার মত সর্ব্বদর্শী ও প্রাজ্ঞ লোক আমি সচরাচর দেখি না। এইরূপ কথাবার্ত্তায় দুইটা বাজিয়া গেল। তখন আগন্তুক, আসল কথা কিছু হয় নাই দেখিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "শরৎ বাবু সেই দুর্ভিক্ষের কথাটি—এখানকার মধ্যবিত্ত লোকদিগের অবস্থা মন্দ না হইবার কারণ কি?

আগন্তুকের প্রশ্ন শুনিয়া শরচ্চন্দ্র পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন, "আমার বোধ হয়, তাহারা কোনও অজানিত ভাবে সাহায্য পাইয়া থাকে।"

আগন্তুক, শরচ্চন্দ্রের গোপন ভাব লক্ষ্য করিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "শরৎ বাবু, আপনি যাহা জানেন, দয়া করিয়া আমাকে

বলুন, গোপন করিবেন না! মাসিক পাঁচ শত টাকা করিয়া সাহায্য করা অনেকের সাধ্যাতীত নহে সত্য, কিন্তু, আমি সেই দেবতার কথা শুনিতে চাহি, যিনি গরীবদিগের জন্য এমন নিঃস্বার্থ-ভাবে, এত সুন্দর ও অসাধারণ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমি শ্রীরাম মুদির দোকান হইতে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি ; তার পর বিধু বাবুও আমাকে কতক কতক বলিয়াছেন ; যাহা শুনিয়াছি, তাহা হইতে মনে হয়, আপনিই এই সাহায্যের মূলে আছেন। আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি সত্য কথা বলিয়া আমার এই ঔৎসুক্য নিবারণ করুন!"

এই বলিয়া বিটন্ সাহেব শরচ্চন্দ্রের হাত ধরিলেন; শরচ্চন্দ্র আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা বহির্গত হইতেছে।

দয়ার্দ্র হৃদয় শরচ্চন্দ্র আগন্তুকের ব্যগ্রভাব দেখিয়া কিছু কাতর হইয়া পড়িলেন ; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—দেখিতেছি, ইনি একজন সদাশয় লোক! ইঁহার নিকট এ দানের কথা বলায় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই ; বিশেষতঃ এইরূপ লোককে দলভুক্ত করিবার জন্য শ্রীশচন্দ্রের অনুজ্ঞাই আছে। তবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কি না! এই মনে করিয়া শরচ্চন্দ্র তাঁহাকে একখানি কাগজ পড়িতে দিলেন।

সেই কাগজ খানি পাঠ করিতে করিতে বিটন্ সাহেবের মুখ আনন্দে ভরিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বলিলেন, "শরৎ বাবু! আমি ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি।"

তখন শরচ্চন্দ্র আপনার হস্ত হইতে একটি নূতন রংএর, নূতন গঠনের, নূতন ধরণের, তাম্রের আংটি বিটন্ সাহেবের হস্তে সযতনে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "যেখানে দেখিবেন, এই আংটি পরিয়া কোনও লোক, কোনও কার্য্যে সাহায্য বা প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন, আপনি সহস্র স্বার্থ নষ্ট করিয়াও তাহাতে যোগ দান করিবেন। এই দলের প্রত্যেকেই দীক্ষিত করিবার অধিকারী। ইহার প্রথম স্থাপয়িতা যিনি, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীশচন্দ্র ছিল। তিনি এই দলকে "সেবকের দল" এই আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন।"

শরচ্চন্দ্রের কথা শুনিয়া বিটন্ সাহেবের চক্ষু জলে উচ্ছ্বসিত হইয়া আসিতে লাগিল; তিনি কম্পিত হস্তে অঙ্গুরীয়টি পরিতে পরিতে বলিলেন, "আজ আমি ধন্য হইলাম! আমার জীবন সার্থক হইল! শরৎ বাবু, বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি, এ দুর্ভিক্ষ সাহায্য আপনারাই করিতেছেন; এ সমস্ত আপনার ও আপনার স্ত্রীর অক্ষয় কীর্ত্তি।"

আগন্তুকের কথা শুনিয়া শরচ্চন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ইহাতে আমাদের যোগ আছে সত্য, কিন্তু যে কোন সৎকার্য্য হউক না কেন, তাহা প্রথম যাঁহার চিন্তাপ্রসূত, তিনিই তাহার জন্য সকল ধন্যবাদের পাত্র। এই কার্য্যে যদি কোনও মহত্ত্ব থাকে, তাহার জন্য শ্রীশচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিন। তাঁহার চিন্তা হইতে চারিটি সেবা কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে; তাহার মধ্যে দুইটী আমার স্ত্রী প্রতিপালন করিতেছেন, আর দুইটি এখন ও অসম্পাদিত আছে

আগন্তুক উৎসাহের সহিত বলিলেন—"এ সেবাকার্য্যগুলি কি আমাকে বলিয়া বাধিত করুন!"

শরচন্দ্র। প্রথম দুইটীর মধ্যে একটী মুদীর দোকান, যাহার কার্য্যপ্রণালী আপনি অবগত হইয়াছেন; বিধুভূষণ উপস্থিত তাহার পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়াছেন; আর দ্বিতীয়টী আমাদের ঠাকুর বাটীর দশমী ও দ্বাদশীর শীতল ভোগ, ইহাও মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র হিন্দু বিধবাদিগের জন্য। দরিদ্র হিন্দু বিধবাদিগের একাদশীর ব্রত ভয়ানক কঠিন ব্রত,—সমস্ত দিবস জলবিন্দু পার্য্যন্ত স্পর্শ করিবার যো নাই; সেই জন্য দশমীর রাত্রিতে তাঁহারা কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা দুঃখী তাহাদিগের এই জল পান বিড়ম্বনা মাত্র; কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভর্জ্জিত চাউল মাত্র সম্বল। একাদশীর দারুণ উপবাসের পর দ্বাদশীর প্রাতে, কণ্ঠ যখন শুষ্ক হইয়া থাকে, তখন পুনরায় ভর্জ্জিত চাউলের ব্যবস্থা বড়ই মর্ম্মান্তিক, সেই জন্য শ্রীশচন্দ্রের উপদেশ মত আমার স্ত্রী দশমী ও দ্বাদশীর শীতল ভোগ" বলিয়া একটি সেবা কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন; যাহাতে দরিদ্র বিধবারা দশমীর রাত্রিতে এবং দ্বাদশীর প্রত্যূষে নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের ঠাকুর বাটী আসিয়া জলপান করিয়া থাকেন এবং এক পক্ষ চলে, এমন অর্থের সাহায্য পান। শীতলভোগে, এখানে যত প্রকার উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়, সে সকলই সমাবিষ্ট হইয়া থাকে। তৃতীয়টির নাম "ষষ্ঠিবাড়ী"—ইহা নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাদিগের আশ্রয় স্থান হইবে। আমার স্ত্রী নিজেই ইহার তত্ত্বাবধান করিবেন। নিজের কোন

সন্তান না হওয়ায় পরের সন্তানের মা হইতে তাঁর বড় অভিলাষ।

চতুর্থটি অতি গুরুতর বিষয়। গুরুতর বলিয়াই ইহাতে এতদিন পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। শ্রীশচন্দ্রের অভিপ্রায়, যতদিন না ইহার জন্য উপযুক্ত লোক মিলে ততদিন পর্য্যন্ত ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। তাঁহার মত— অন্ধকারে পথহারা পান্থ যেমন দূরস্থিত দীপালোক দেখিয়া আপনার গতি ও লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া লয়, সেইরূপ এই সেবা কার্য্য সুসম্পাদন করিবার জন্য একটি মধুর আলোকের, একটি সুপবিত্র স্নেহাধারের, একটি উন্নত স্ত্রী-চরিত্রের সান্নিধ্য প্রয়োজন; নতুবা ইহার মহদুদ্দেশ্য নিশ্চয়ই উপহাসে পরিণত হইবে।

আমাদের দেশের যেরূপ দিন দিন দুর্গতি দেখিতেছি, তাহাতে এই সেবা কার্য্য আর বেশী দিন স্থগিত রাখিলে চলিতেছে না। সংবাদ পত্রের স্তম্ভগুলি পূর্ণ করিয়া প্রতিদিন যে হৃদয়বিদারক অত্যাচারের কাহিনী প্রচারিত হইতেছে—"দানব প্রকৃতিক কামান্ধ পিশাচের হস্তে রমণীগণের নিগ্রহ"—তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেদিন একখানি সংবাদ পত্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "বিচারালয়ে বিচার হইতেছে সত্য, অত্যাচারী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে সত্য, কিন্তু কারাগার হইতে বাহির হইয়া যে প্রকৃত দোষী, যাহার মুখদর্শন করিলেও মন কলুষিত হয়, স্বচ্ছন্দে দশের মধ্যে একজন হইতেছে—সমাজ তাহাকে ফেলিতেছে না; কিন্তু দুর্বৃত্ত পাষণ্ডের হস্তে নিগৃহীতা অসহায়া রমণী—তাহার অবস্থা একবার স্মরণ

করুন! মুসলমান রমণীর উপর অত্যাচার হইলে সে যদি স্বামী গৃহে পুনঃ প্রবেশের অধিকার না পায়, তাহা হইলে সে পুরুষান্তরকে বিবাহ করিতে পারে—মুসলমান সমাজ তাহাকে একবারে ত্যাগ করে না। কিন্তু নিরপরাধিনী হিন্দু রমণী, হায়! তাহাকে এক দিনেই পথের কাঙ্গালিনী হইতে হয়। অবলার অপরাধ কি? হয় ত সে স্বামীর পার্শ্বে নিদ্রিতা ছিল, কিম্বা প্রিয়তম পুত্র কন্যা গুলি বুকের ভিতর করিয়া শান্তিদায়িনী নিদ্রার অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,—আর কোথা হইতে কালান্তক যম আসিয়া তাহাকে অপহরণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিল—হতভাগিনীর অমূল্য সতীত্বে চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি পড়িল! তাহার চীৎকার, তাহার ক্রন্দন কে শুনিবে? রাজদ্বারে বিচার হইল, অপরাধীর শাস্তি হইল—কিন্তু হতভাগিনীর যাহা গিয়াছে, তাহা ফিরিয়া আসিল কি? সে অশ্রুজলের আর নিবৃত্তি হইল না! সমাজ নিরপরাধিনী অবলার উপর যে শাস্তি বিধান করিলেন, তাহা পিনাল কোডের শাস্তি অপেক্ষাও লক্ষ গুণে গুরুতর! বিচারালয় ত্যাগ করিয়া সে যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিল, অভাগিনীর এ জগতে আপনার বলিয়া আর কেহ নাই! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, সমাজের ভয়ে পূর্ব্বেই সরিয়া গিয়াছেন,—প্রিয়তম স্বামী—যাহার পদতল বুকে করিয়া সে কালনিদ্রায় নিমগ্ন ছিল, স্বপ্নেও জানিত না সেই পদতল হইতে তাহাকে এক দিনের জন্যও বিচ্যুত হইতে হইবে—ইচ্ছা সত্বেও আর তাহাকে নিজ গৃহে ডাকিতে পারিলেন না। এই সংসার সমুদ্রে সেই অসহায়া অবলা একাকিনী কোন্ পথে যাইবে

তাহা কে বলিয়া দিবে? এক মুষ্টি অন্নের জন্য সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ভিক্ষা পাইল কৈ? লাভের মধ্যে নিকটে আসিলেই সমাজ তাহাকে ঘৃণায় অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলে, এই সেই হতভাগিনী! ঘৃণিতা লাঞ্ছিতা—সে,—সে দেখিল তাহার সম্মুখে একটি পথ ছাড়া আর পথ নাই। যদি তাহার জীবনের মায়া থাকে, তবে সে সেই পথই অবলম্বন করিবে! হিন্দু সমাজ তাহাকে আশ্রয় না দিয়া আত্মহত্যা করিতে বলিয়াছিল; কিন্তু সে তাহা করে নাই—এই তাহার দোষ! কাহার দোষে কাহার দণ্ড হইল—অভাগিনীর অপরাধ?—অপরাধ তাহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে। কে নষ্ট করিল? সে কি নিজে আত্মদান করিয়াছে? যে রমণী স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণী, তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দাও! কিন্তু এই নিরপরাধিনী, যদি সে পেটের জ্বালায় সমাজের বিদ্রোহে, অথবা নৃশংসতায় গৃহত্যাগিনী হইতে বাধ্য হইয়া থাকে, তাহার কি মাপ নাই? গণিকাবৃত্তি তাহার কি স্বেচ্ছা-চারিত? অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন সে ঘরে ফিরিতে পায় নাই, কত প্রলোভন না তাহাকে ঘিরিয়াছে! ক্ষুধার জ্বালায় আশ্রয়ের অভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া সে—শেষে পাপের ভিতর ঝাঁপ দিয়াছে সত্য, কিন্তু—এখনও ডাকিলে সে আসে,—আদর সম্মান বুঝিতে পারে; বিবেকের জ্বলন্ত বহ্নি তাহার হৃদয় হইতে এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই! নির্ব্বাপিত হয় নাই বলিয়াই সে দয়ার পাত্র; কেহ তাহার রোগে শোকে তাহাকে আশ্রয় দিয়া, স্নেহ করিয়া যদি তাহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এ

জগতে একটি মহৎ উপকার সংসাধিত হয়। তাহার জীবনের গতি কুপথ হইতে সুপথে আনিলে, তাহার দ্বারা পাপের স্রোত বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইবারই নিতান্ত সম্ভাবনা। ভুক্তভোগী সে, সে চেষ্টা করিলে সবই করিতে পারে।"

শরচ্চন্দ্রের কথা শুনিতে শুনিতে এবং তাঁহাদিগের মহৎ হৃদয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সকলকে মনে মনে সহস্র সাধুবাদ দিতে দিতে বিটন্ সাহেব উৎসাহের সহিত বলিলেন, "শরৎ বাবু, আমি ইহা একবারে অসম্ভব মনে করি না"—"The magnet can repel as well as attract !"—আমার মনে পড়িতেছে, আমি যেন একখানি ইংরেজী নভেলে—হাঁ, মনে পড়িয়াছে Charles Reade কৃত Peg Woffingtonএ এইরূপ একটি গল্প পড়িয়াছি।"

"বিখ্যাত অভিনেত্রী উফিংটনের সৌন্দর্য্য বুহ্বকে ভুলিয়া যে চরিত্র অধঃপতনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, উফিংটন তাহার সাধ্বী স্ত্রী মাবেলের উচ্চ চরিত্রে এবং পাতিব্রত্যে বিমোহিত হইয়া সেই চরিত্রকে ত সৎপথে আনিয়াছিলই, তা ছাড়া আপনিও সেই সঙ্গে, নবজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যায়।

শরচ্চন্দ্র। যে চুম্বুকে আকর্ষণ করে, তাহার মুখ ফিরাইয়া দিতে পারিলে তাহাতেই আবার বিপ্রকর্ষণ জন্মে; কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দেয়, এমন শক্তি চাই,—দুর্ব্বলের সে পিচ্ছিল পথে চলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

বিধুভূষণের ভগিনী স্নেহকে, আমার স্ত্রী এ কার্য্যের ভার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। স্নেহ যদি এ কার্য্যের ভার লইতে স্বীকৃত হন,

তাহা হইলে আমাদের এ সেবাকার্য্যও আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইবে না; স্নেহের মত এমন উন্নত স্ত্রী-চরিত্র আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

বিটন্। দেখুন! যদি তাঁহার দ্বারা এ শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয়—ভাল কথা! পুলিশ নাকি ইহার সম্বন্ধে কি চক্রান্ত করিয়াছে? তা আপনারা ইহাতে কোন আশঙ্কা করিবেন না। আমি ফিরিয়া গিয়া যাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনাদের পক্ষে সুবিচার করেন, তাহার বন্দোবস্ত করিব।

শরচ্চন্দ্র। তাহা হইলে, বোধ হয়, আপনি বিধুভূষণের মুখে সমস্ত শুনিয়াছেন; আপনি এ সম্বন্ধে যদি সাহেবকে বুঝাইয়া বলেন; তাহা হইলে আমরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হই!

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি অনেক হওয়ায় শরচ্চন্দ্র আগন্তুককে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, "কাল সকালে যেন চলিয়া না যান,—নিমন্ত্রণের কথা যেন মনে থাকে।"

বিটন্ সাহেব নিজের ছদ্মবেশ গোপন করিবার জন্য বলিলেন, "কাল প্রত্যূষে আমাকে আর একটা তদন্তে যাইতে হইবে, ভোর না হইতেই আমি চলিয়া যাইব; মধ্যাহ্নে ফিরিয়া এখানে আহার করিব ইচ্ছা রহিল; যদি কোন কারণে না আসিতে পারি, আর এক দিন নিশ্চয়ই আসিব। আপনার স্ত্রীকে কল্য মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিবেন।"

বিটন্ সাহেব শয়ন করিলেন, শরচ্চন্দ্র বাটীর ভিতর প্রস্থান করিলেন।

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ
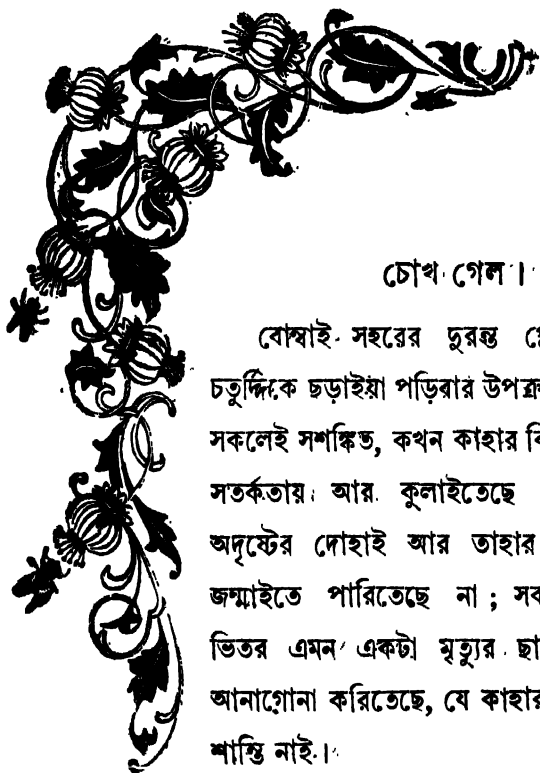
চোখ গেল।

বোম্বাই সহরের দুরন্ত প্লেগ মফস্বলের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে—সকলেই সশঙ্কিত, কখন কাহার কি হয়? ধনীর সতর্কতায় আর কুলাইতেছে না; গরীবের অদৃষ্টের দোহাই আর তাহার মনে ঔদাসীন্য জন্মাইতে পারিতেছে না; সকলেরই মনের ভিতর এমন একটা মৃত্যুর ছায়া প্রতিনিয়ত আনাগোনা করিতেছে, যে কাহারও পক্ষে আর শান্তি নাই।

ভুবন ঘোষের আজ দুই দিন জ্বর হইয়াছে; গরীব বেচারীকে কে দেখিবে? তাহার স্ত্রীও পীড়িতা, কেবল একটী মাত্র সপ্তম বর্ষীয় পুত্র—কাহার মুখে শরৎ বাবুর দয়ার কথা শুনিয়া, সে

তিন ক্রোশ হাঁটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রত্যূষে শরৎ বাবুকে তাহার এই বিপদের কথা বলিতে আসিয়াছে। শরৎ বাবু তাহার মুখে তাহার এই বিপদের কথা শুনিয়া, তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া বিধুভূষণকে সঙ্গে লইয়া আজ সমুদ্রগ্রামে আসিয়াছেন; কিন্তু আসিলে কি হইবে? তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই দরিদ্র ভুবন, ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! শরচ্চন্দ্র দেখিলেন, ভুবনের মৃতদেহ তাহার স্ত্রীর পার্শ্বে পড়িয়া আছে, স্ত্রীও মুমুর্ষু সংজ্ঞাশূন্য! বালকটী গৃহে প্রবেশ করিয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিয়া পরে একবার পিতার শবদেহের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া চীৎকার করিয়া, বসিয়া পড়িল। তাহার ক্রন্দনে ও শরচ্চন্দ্রের আগমনে, প্রতিবেশী গ্রামস্থ ভদ্র শূদ্র একে একে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শরচ্চন্দ্র ভুবনের শবদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বিউবোনিক প্লেগ রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার স্ত্রীও সেই রোগাক্রান্ত। সমবেত স্বজাতি ও প্রতিবাসীদিগকে ভুবনের শব-দেহ দাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহ সম্মত হইল না।

ভুবনের স্ত্রীকে ঔষধাদি দিবার জন্য ভার বিধুভূষণকে দিলেন, পরে শরচ্চন্দ্র উপায়ান্তর না দেখিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। সেই দিন বিটন্ সাহেব স্থলপদ্মপুরে, পুলিশের পক্ষ হইতে দাঙ্গা হাঙ্গামার তদন্তে আসিয়া তাঁবু ফেলিয়াছিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত না হইতেই, বিটন্ সাহেব তাঁহার ডোম চাকর সঙ্গে করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। শরচ্চন্দ্র ও বিধুভূষণ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, বিটন্ সাহেবের

অঙ্গুষ্ঠে তাঁহাদেরই মত সেবকের দলের অঙ্গুরীয় শোভমান রহিয়াছে।

বিধুভূষণ শরচ্চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন,—কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না, এ অসম্ভব কিরূপে সংঘটিত হইল!

বিটন্ সাহেব দূর হইতে শরচ্চন্দ্রকে দেখিয়া চির পরিচিতের মত হাসিতে হাসিতে শরচ্চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "শরৎ বাবু, আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনিয়াছি; আমার জননী ভাল আছেন ত?"

তাঁহার কথা শুনিয়া শরচ্চন্দ্র অধিকতর আশ্চর্য্য সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন, দেখিয়া বিটন্ সাহেব পুনরায় বলিলেন, "আপনার স্মরণ না হইবারই কথা! আমি ছদ্মবেশে রাত্রিতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেটের লোক বলিয়া পরিচয় দিই। সেই দিন রাত্রির কথা আমি এ জীবনে বিস্মৃত হইব না! সেই দিন হইতে আমি নবজীবন লাভ করিয়াছি। এই দেখুন আপনার প্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয়!

বিটন্ সাহেবের কথা শুনিয়া শরচ্চন্দ্রের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত মনে পড়িল। তখন তিনি বিটন্ সাহেবের হাত ধরিয়া স্মিত মুখে বলিলেন, "তার পর দিবস আমার বাটীতে আহার করিবার কথা ছিল, কিন্তু আপনি আসেন নাই। আপনার জননীরও সমস্ত দিন আহার হয় নাই। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য এইক্ষণ অন্য শাস্তির প্রয়োজন নাই, এই দুঃখী পরিবারের একটা উপায়ের পথ অবধারণ করুন! ভুবন বিউবোনিক প্লেগে মারা গিয়াছে; তাহার স্বজাতির

মধ্যে কেহ তাহাকে দাহ করিতে প্রস্তুত নহে। ভুবনের স্ত্রীও মুমূর্ষু। কেবল একটী অল্পবয়স্ক শিশুপুত্র পিতার মৃত দেহের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে। এখন উপায় কি?"

বিটন্ সাহেব নিজ অঙ্গুরীয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শরৎ বাবু, আমরা ত তিন জন এখানে উপস্থিত আছি, আর এক জন আবশ্যক।"

তারপর নিজ ডোম ভৃত্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ডোম-সাহেব আমিও যে জাত তুমিও সেই জাত; তোমাতে আমাতে আজ এক জাত হইব, এক সঙ্গে বসিয়া খানা খাইব, যদি তুমি আমাদের সাহায্য কর! তোমাকে আজ হইতে সাহেব করিয়া লইব।"

ভৃত্য বিটন্ সাহেবের কথা শুনিয়া কোনও ওজর আপত্তি করিল না। ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর অগ্রসর হইয়া, ভুবনের মৃত দেহ টানিয়া বাহির করিল, নিজেই ধরিল, নিজেই বাঁধিল, এবং এক দিকে কাঁধ দিয়া বলিল, "জয় বিটন্ সাহেবের! আর যাহার ইচ্ছা হয় ধরুন!"

বিটন্ সাহেবকে সাহায্য করিয়া ঘৃণিত ডোম অমর হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বিধুভূষণ ডোমের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। শরচ্চন্দ্র ও বিটন্ সাহেব অপর দিক ধরিয়া ভুবনের মৃত দেহ স্কন্ধে করিলেন। দূরে জনতা হইতে শব্দ হইল "জয় বিটন্ সাহেবের!" বিটন্ সাহেব বলিলেন, "জয় ডোম সাহেবের!" শরচ্চন্দ্র বলিলেন, "জয় শ্রীশচন্দ্রের!" মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দর্শকবৃন্দ শব্দ করিল, "জয় শ্রীশচন্দ্রের!" বিটন্ সাহেব, শরচ্চন্দ্র ও বিধুভূষণের চক্ষু দিয়া

জল ধারা বহির্গত হইল। এই অশ্রুবিন্দুর মহত্ত্ব দুর্ভাগ্য সমুদ্রা গ্রামের কেহ ভাল করিয়া বুঝিল না। ইহা মনুষ্যত্বের কি কষ্টের— তাহা কাহারও ভাল করিয়া মর্ম্ম বোধ হইল না। হৃদয়শূন্য দর্শকবৃন্দ যখন মনে করিতেছিল, শরচ্চন্দ্র, বিটন্ সাহেব ও বিধুভূষণ কি নিজের দুঃখেই কাঁদিতেছেন, তখন নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশাখা হইতে জনতার দিকে মুখ রাখিয়া একটী পাখী ডাকিয়া বলিল "চোক গেল।" জনতা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিল, বিটন্ সাহেব শরচ্চন্দ্র, বিধুভূষণ ও ডোম সাহেব, জনতার দিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেই দিন সেই দণ্ডে জগতের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠায় মনুষ্যত্বের ও অপর পৃষ্ঠায় কাপুরুষতার বিবরণ দৃঢ়রূপে লিপিবদ্ধ হইল। একজন ভদ্রলোক বিটন্ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি কেন? আপনার জীবন অতি মূল্যবান্।"

ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া বিটন্ সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন "If one Beaton passes away another Beaton will take his place" আমি গেলে আমার স্থান শূন্য থাকিবে না! স্থান পূর্ণ করিবার জন্য অপর কেহ আসিবেন।"

বিটন্ সাহেবের কথা শুনিয়া দশ জন স্কুলের ছাত্র বলিল, "আমরা আজ হইতে আপনার দলে যোগ দিলাম। এখন হইতে কোনও কার্য্যে, আবশ্যক হইলে, আমাদিগকে নিশ্চয়ই পাইবেন।"

বিটন্ সাহেব তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাহারাও কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া শবের সঙ্গে নদী তীরে উপস্থিত হইল।

দাহ সমাধা করিয়া তাঁহারা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ভদ্র শূদ্র অনেক লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ইহার মধ্যে শরচ্চন্দ্রের বিপক্ষীয় লোকের অভাব ছিল না। স্থলপদ্মপুর হইতে দারোগা সাহেবের সঙ্গে স্বনামখ্যাত রামহরি আসিয়াছেন, শত্রুপক্ষ প্রায় সমস্তই উপস্থিত। কেবল বিষ্ণুপুরের নায়েব বিধু বাবু আসেন নাই, তিনি ইতিপূর্ব্বে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।* বিটন্ সাহেব দারোগাকে ডাকিয়া ভুবনের স্ত্রীকে অতি সাবধানে Plague Camp প্লেগ ক্যাম্পে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন, এবং তাহার শিশু পুত্রকে Precaution Campএ পাঠাইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু সে পুলিশের লোক দেখিয়া এতই কাঁদিতে লাগিল, যে দয়ার্দ্র হৃদয় শরচ্চন্দ্র তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কাঁদিও না, তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।" পরে বিটন্ সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইহাকে লইয়াই আমি শ্রীশচন্দ্রের ষষ্ঠীবাড়ী খুলিব। নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের জননী হইতে পারিবে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, যিনি শ্রীশচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন! পারিব!" তিনিই ইহার ব্যয় ভার গ্রহণ করিবেন।

বিটন্ সাহেব শরচ্চন্দ্রের শুভ ইচ্ছা অবগত হইয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "চলুন, আর বিলম্বে কাজ নাই! এই

* গ্রন্থকার প্রণীত "উন্মাদিনী" দেখ।

দীন বালককে আর সেই দীনজননীকে লইয়া আজই এই শুভ কার্য্যের ব্যবস্থা করি!" এই বলিয়া ভুবনের অনাথ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বিটন্ সাহেব, শরচ্চন্দ্র, বিধুভূষণ ও ডোম সাহেব স্থলপদ্মপুর গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জনতা হইতে সকলেই জয়ধ্বনি করিল; কেবল একটী কণ্ঠ হইতে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় উচ্চারিত হইল, "এইবার নেড়া নেড়ীর দলটা জাঁকবে ভাল।"

এই কথা শুনিয়া সমস্ত লোকের চক্ষু সেই বিদ্রূপকারীর প্রতি পতিত হইল। সকলে দেখিল, বিদ্রূপকারী রামহরি হেঁট মুখে মাটির দিকে চাহিয়া আছেন।

দেখিতে দেখিতে একটি আর্ত্তনাদ সেই জন কোলাহল ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। রামহরির তখন চেতনা হইয়াছে, এ তাঁহার বৈঠকখানার পার্টী নহে।

প্রহারের ও অপমানের যাতনায় অস্থির হইয়া রামহরি সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সেই দিন তাঁহার এই প্রথম ধারণা হইল যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংগ্রামে শেষে ধর্ম্মই জয়যুক্ত হয়।

বিটন্ সাহেবের ব্যবহার দেখিয়া দারোগা সাহেবের বিধুভূষণের বিরুদ্ধে, আত্মহত্যার চেষ্টায় মোকদ্দমা আনার ঘনীভূত ষড়যন্ত্র কুজ্ঝটিকার মত অন্তর্হিত হইয়া গেল,—স্নেহের প্রতি পাশব অত্যাচারের প্রস্তাব আর কার্য্যে পরিণত হইল না;—এক সপ্তাহ না যাইতেই শুনা গেল দারোগা সাহেব বদলি হইয়াছেন। লোকের মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া চণ্ডীবাবুরও মস্তক

ঘুরিয়া গেল, তিনি অকালে পেন্সন্ লইবার বন্দোবস্ত করিলেন। সাধ্বী রমণীর প্রত্যেক কথাই ভবিষ্যদ্বাণী!

স্থলপদ্মপুরের এক দিকে যেমন আনন্দ দেখা দিল, অন্য দিকে তেমনি সমস্তই যেন তমসাবৃত বোধ হইতে লাগিল। সেই দিন হইতেই পার্টির দল আর একত্রিত হয় না। রামহরি দুঃখে ও ক্ষোভে আচ্ছন্ন হইয়া বলেন, "দেশের লোক কি অকৃতজ্ঞ! এত উপকার এক দিনেই সমস্ত বিস্মৃত হইল!" কাহাকেও যদি সম্মুখে দেখেন, রামহরি কাতরভাবে বলেন, "আপনারা আমার আত্মীয়, আপনারা আমাকে ছাড়েন কেন?" তাঁহার এই খেদোক্তিতে লোকে আর তেমন কর্ণপাত করে না; বরং টোলের ছাত্রেরা ছুটীর পর তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে, "ব্যাঘ্রো মানুষং খাদতীতি লোকাপবাদো দুর্নিবারঃ।"

---

# বিংশ পরিচ্ছেদ।
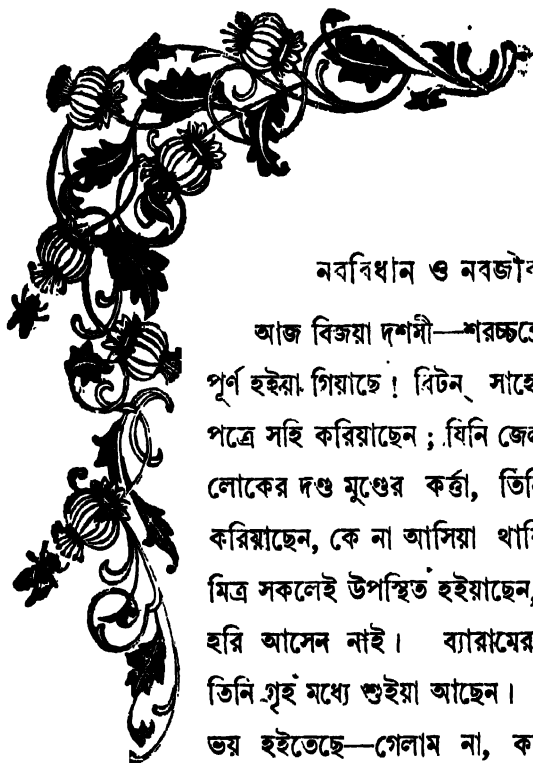
## নববিধান ও নবজীবন।

আজ বিজয়া দশমী—শরচ্চন্দ্রের গৃহ লোকে-পূর্ণ হইয়া গিয়াছে! বিটন্ সাহেব স্বয়ং নিমন্ত্রণ-পত্রে সহি করিয়াছেন; যিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, লোকের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা, তিনি স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কে না আসিয়া থাকিবে? শত্রু মিত্র সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, কেবল রাম-হরি আসেন নাই। ব্যারামের ভাণ করিয়া তিনি গৃহ মধ্যে শুইয়া আছেন। মনে একবার ভয় হইতেছে—গেলাম না, কাজ কি ভাল করিলাম? গৃহমধ্যে একলা রামহরি—বৃশ্চিক দংশনের মত, কি এক অনির্ব্বচনীয় যাতনা ভোগ করিতেছেন; ইহা বুকের ভিতর নহে, মাথার ভিতর নহে, প্রাণের নিভৃত কক্ষে—'বিবেক বেদনা।'

এক একবার মনে করিতেছেন, যে পথে এত দিন চলিয়াছি, তাহাতে সুখ নাই—কেবল অশান্তি! এ পথ ছাড়িয়া দিব! কুটিল পথে হাঁটিয়া যে কণ্টকে পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, সে পথে আর চলিব না! এখন হইতে ভাল হইব! সৎ হইব! মনোবেদনার জ্বালায় রামহরি কত কি বলিতেছেন, কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময় বাহির হইতে একজন হিন্দুস্থানী ডাকিল, "বাবু ঘরমে হ্যায়, শরৎ বাবু আপকো সাৎ মুলাকৎ করণে কো বাস্তে দরওয়াজামে খাড়া হ্যায়।"

রামহরির মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। নির্জীব পুত্তলিকার মত নিঃশব্দে শয্যায় শুইয়া রহিলেন। বাহির হইতে আবার ডাকিল, "শরৎ বাবু হিয়া খাড়া হ্যায়, বাবুকো সেলাম দেনেকো লিয়ে কই হিয়া নেহি হ্যায়?"

রামহরি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না; দুর্ব্বলতার ভাণ করিয়া এক গাছি যষ্টির উপর ভর দিয়া অতিকষ্টে নীচে নামিয়া আসিলেন; শরৎ বাবুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ম্লানমুখে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, তবে আসুন! ভিতরে আসুন!"

রামহরির আর কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না; শরৎ বাবু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বিটন্ সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আপনার যদি বেশী অসুখ না হইয়া

থাকে, চলুন! আপনাকে না গেলে হইতেছে না! আমার সঙ্গে গাড়ী আছে; এই গাড়ীতে চলুন!"

এই বলিয়া শরচ্চন্দ্র রামহরির হাত ধরিলেন; এক বিন্দু অশ্রুজল শরচ্চন্দ্রের গণ্ডস্থল বহিয়া রামহরির হস্তের উপর নিপতিত হইল। শরচ্চন্দ্র ভগ্নস্বরে বলিলেন, "আজ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; আমি যদি না জানিয়া আপনার মনে কোনও আঘাত দিয়া থাকি, আমি তজ্জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আর কত কাল ভায়ে ভায়ে এমন শত্রুভাবে কাটাইব? আজ সকলেই আমার বাটীতে আসিয়াছেন—আপনি কেন আসিবেন না? বলুন, সত্য করিয়া বলুন দেখি, আপনি কি ইহাতে সুখী? সুখী হইলে আপনার মুখ অত মলিন কেন? ভায়ের সহিত শত্রুতা করিয়া ভাই কি কখন সুখী হইতে পারে?"

রামহরি চিত্রার্পিতের ন্যায় শরচ্চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "আজ আছি, কাল নাই,—এমন অনিশ্চয়তার উপর দাঁড়াইয়া, আমাদের কি শত্রুতা করা সাজে? সে দুই দিন বাঁচি, আসুন প্রতিজ্ঞা করি, মিলেমিশে দেশের উপকার করিয়া সুখ শান্তিতে কাটাইয়া যাই! আর মিছা মিছি কলহ বিবাদ করিব না!"

শরচ্চন্দ্রের কথা শুনিয়া রামহরির মনে কি যন্ত্রণাই না হইতেছিল। তিনি এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "ভাল হইব,—সৎ হইব!" ভাবিলেন, শরচ্চন্দ্রকে যদি বলি যাইব না, তাহা হইলে—প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবার আশা চিরকালের জন্য

ত্যাগ করিতে হইবে ;—যদি সৎপথ অবলম্বন করিতেই হয়,—এই তাহার উপযুক্ত সময় ! রামহরি একটু সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি কাপড় ছাড়িয়া আসি।"

চারি বৎসরে যাহা হয় নাই, যাহা কখনও হইবে বলিয়া কেহ আশা করে নাই, লোকে আজ স্বচক্ষে তাহাই দেখিল ;—দেখিল শরচ্চন্দ্র ও রামহরি এক গাড়ীর ভিতর পাশাপাশি বসিয়া চলিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা শরচ্চন্দ্রের বাটীতে পৌঁছিলেন। বিটন্ সাহেব রামহরির হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "I am really glad, that you have come at last to this happy union."

রামহরির আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সুধা বাটীর ভিতর হইতে একগাছি সুন্দর ফুলের মালা পাঠাইয়া দিলেন। স্থলপদ্মপুর গ্রামবাসী সকলেই সুধার প্রেরিত ফুলের মালা সানন্দে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিল। বিটন্ সাহেব স্বহস্তে রামহরির গলদেশে সেই সুন্দর মাল্য পরাইয়া দিলেন। বুঝিনা কেমন করিয়া, কাহার আশীর্ব্বাদে, কাহার করুণায়, এ ঘোর পরিবর্ত্তন হইল ? রামহরি আপন গলদেশ হইতে সেই মাল্য উন্মুক্ত করিয়া শরচ্চন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিলেন। শরচ্চন্দ্রের বাটী হরিধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া গেল। সুধা ও স্নেহ বাটীর ভিতর হইতে শঙ্খধ্বনি করিলেন। একদিনে—একদণ্ডে চির-শত্রুতা, বন্ধুত্বে পরিণত হইল। সেই জন্যই বলি যাঁহার হস্তে মানব অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত, সেই মহা ঐন্দ্রজালিকের অসাধ্য

কিছুই নাই! তাঁহার ইচ্ছা হইলে অসম্ভব সম্ভব হইতে কতক্ষণ?

এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিটন্ সাহেব আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "আসুন, আজ হইতে আমরা সকলে একত্রিত হইয়া এক মনে এক প্রাণে দেশের মঙ্গলে যত্নবান হই। আজ স্থলপদ্মপুরে যাহা হইল, ঈশ্বর করুন, ভারতের প্রতি গ্রামে গ্রামে যেন এইরূপ সম্মিলনীর আবির্ভাব হয়!" বিটন্ সাহেবের কথা শেষ হইলে বিধুভূষণ শ্রীশচন্দ্রের হস্তলিখিত কাগজের তাড়ার ভিতর হইতে, তাঁহার "ষষ্ঠীবাড়ী" সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পাঠ করিতে লাগিলেন। বিধুভূষণের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, সকলে মিলিয়া শরচ্চন্দ্রের পৈত্রিক ভবনের চতুর্থ মহলে প্রবেশ করিলেন। প্রথম মহলে কাছারী বাড়ী, দ্বিতীয় মহলে ঠাকুর বাড়ী, তৃতীয় মহলে অন্দর বাড়ী, এবং চতুর্থ মহলের যে অংশ শূন্য পড়িয়াছিল, তাহাই "ষষ্ঠীবাড়ী" নামে অভিহিত হইয়া অনাথ বালক বালিকাদিগের আশ্রয়স্থল রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। অপর অংশে অল্পদিন হইল স্নেহ, শ্রীশচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি-অনুকরণে "চিন্তাশ্রম" নাম দিয়া সুধার উপদেশ মত, আশ্রয়হীনা, পীড়িতা, পথভ্রান্তা, হতভাগিনী রমণীগণের আশ্রয়স্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই আশ্রমে সুধা ও শরচ্চন্দ্রের সমূহ যোগ থাকিলেও সেখানকার অধিবাসিনীগণ মনে করে, স্নেহই ইহার মাতা, গুরু এবং চিকিৎসক—মাতৃস্নেহের অমৃত লইয়া একটি দেবীমূর্ত্তি যেন তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

ভুবনের অনাথ বালক অনাথ আশ্রমের প্রথম অধিবাসী। সুধা বালকের জন্য সুন্দর পোষাক আনিয়া ছিলেন ; স্নেহ স্বহস্তে তাহাকে সেই পোষাকের দ্বারা সজ্জিত করিয়া বলিলেন, "যাও, বিটন্ সাহেবকে প্রণাম করিয়া এস !"

স্নেহের কথা শুনিয়া দর্শকবৃন্দ সকলেই সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; বিটন্ সাহেবও চাহিলেন , দেখিলেন, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া একটি রমণীমুর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে ; আর তাহার আশে পাশে পনর জন স্ত্রীলোক—সকলেই সন্ন্যাসিনী—সেই মাতৃ-মুরর্ত্তি চরণপ্রান্তে উপবিষ্টা ; কি যেন কি লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিতেছে না। মাতৃস্নেহের অদ্ভুত রূপলাবণ্যের সহিত এই গৈরিক বসনের কমনীয় মাধুর্য্য বিমিশ্রিত হইয়া এমন এক অমৃত পূর্ণ গাম্ভী-র্য্যের সৃজন করিয়াছিল যে লোকে, আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, ইহারাই কি সেই দুঃখিনী সমাজপরিত্যক্তা, আর ঐ মাতৃমূর্ত্তিই কি স্নেহ—যাহার অনুকম্পায় পাষাণ হইতেও পবিত্র নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে ? আশা করি, মাতৃস্নেহের প্রদর্শিত এই নবাবিষ্কৃত পথ ধরিয়া আমাদের দেশের অনেক চরিত্রহীন নরনারী সদ্গতিলাভ করিবে। শুনিতেছি, এখানকার যে সকল শিক্ষিত যুবক ইহাদের জন্য স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া পাপের ভিতর ডুবিতেছিল, "চিন্তাশ্রম" হইতে ফিরিয়া গিয়া ইহারাই আবার নাকি তাহাদিগের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছে ! আমা-দের সৌভাগ্য, যে আজ এই শুভদিনে, শুভ সম্মিলনে, স্থলপদ্মপুরের সকল অভাব দূর হইল ! আমরা আমাদের দেশের অনাথ বালক,

বালিকাদিগকে, যেমন মধুর মাতৃস্নেহে পুনঃ স্থাপিত হইতে দেখিলাম, তেমনি সমাজলাঞ্ছিতা হতভাগিনিগণকে সৎপথে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আরও সুখী হইতেছি। শরৎ বাবু আপনারা ধন্য! আপনাদের সেবকের দলের স্থাপনকর্ত্তা শ্রীশচন্দ্র ধন্য! আপনারা বিটন্ সাহেবের মত বন্ধু লাভ করিয়াছেন, শত্রুকে মিত্র করিয়াছেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংগ্রামে দেখাইয়াছেন—ধর্ম্মই মানবের কল্যাণের প্রশস্ত পথ। আমরা এখন স্পষ্ট দেখিতেছি, স্থলপদ্মপুরের 'নাজায়ের রোকা' আপনার স্ত্রীর সংস্থাপিত দুর্ভিক্ষ সাহায্য, শীতল ভোগ, চিন্তাশ্রম, ও ষষ্ঠীবাড়ীর ভিত্তিরূপে দণ্ডায়মান। যিনি মিলনের মন্ত্ররূপে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুকেও মিত্র করিয়াছেন, অন্নক্লিষ্টকে অন্নদান করিতেছেন, পাপপুণ্য মাতৃবক্ষে সমান আদরের বলিয়া তুলিয়া লইয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিকে আমরা প্রণাম করি।

বিস্ময় কোলাহল কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে সুধা সকলকে প্রীতি-ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। স্নেহের অনুরোধ কে উপেক্ষা করিবে? লোকে জাতিভেদ ভুলিয়া, সময়াসময় ভুলিয়া, ক্ষুদ্র বালকের মত সে আমন্ত্রণে যোগ দিল। বিটন্ সাহেবকে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রামহরি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আসুন! ভিতরে আসুন—মাতৃস্নেহের ভিতর আবার জাতিভেদ কি? দেখিতেছেন না, আমাদের সম্মুখে জননী দাঁড়াইয়া? আসুন! আজ আমরা সকলে একত্রিত হইয়া সন্তানের মত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করি!"

সকলে দেখিল রামহরির চক্ষু দিয়া সবেগে জলধারা বহির্গত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে ভুবনের দরিদ্র পুত্রকে মধ্য স্থানে রাখিয়া শরৎ বাবুর প্রকাণ্ড দালানের চতুঃপার্শ্ব লোকে পূর্ণ হইল। সুধা ও স্নেহ স্মিতমুখে মায়ের মত স্থলপদ্মপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের কৃতী সন্তানগণকে স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। আহার পরিসমাপ্ত হইলে বিটন্ সাহেব হাসিতে হাসিতে সুধার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—

"কেমন মা! সেই এক দিন আর এই এক দিন!"

---

# উপসংহার
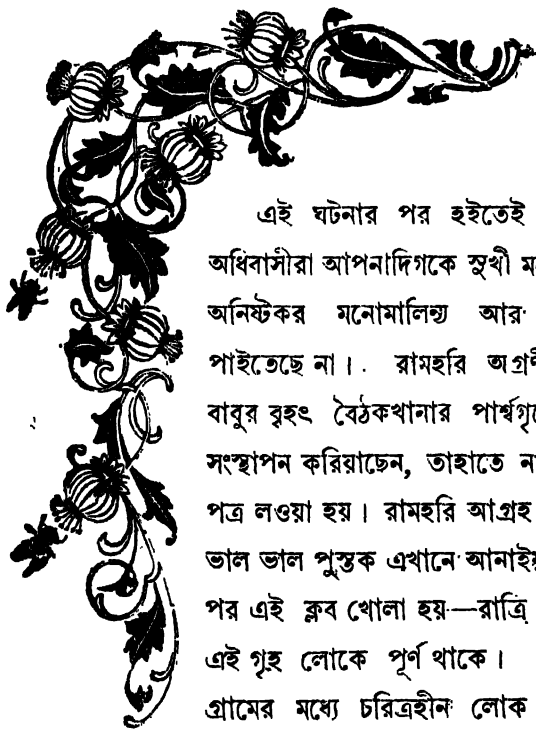
এই ঘটনার পর হইতেই স্থলপদ্মপুরের অধিবাসীরা আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেছে। অনিষ্টকর মনোমালিন্য আর সেখানে স্থান পাইতেছে না। রামহরি অগ্রণী হইয়া শরৎ বাবুর বৃহৎ বৈঠকখানার পার্শ্বগৃহে একটি ক্লব সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে নানাবিধ সংবাদ পত্র লওয়া হয়। রামহরি আগ্রহ করিয়া অনেক ভাল ভাল পুস্তক এখানে আনাইয়াছেন। সন্ধ্যার পর এই ক্লব খোলা হয়—রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এই গৃহ লোকে পূর্ণ থাকে। পূর্ব্বে যাহারা গ্রামের মধ্যে চরিত্রহীন লোক বলিয়া ঘৃণিত ছিল, তাহারা বিল্বমঙ্গলের মত পাপ হইতে বিরত হইয়া ধীরে ধীরে এখানে সমবেত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ; সকলেই এখন বুঝিয়াছে, পবিত্র নব জীবন লাভের পক্ষে এইরূপ নববিধানেরই প্রয়োজন !

এখানে আসিয়া কথাবার্ত্তায় তাহাদের সময় এমন সহজে কাটিয়া যায়, যে তাহারা মনে করে, এতক্ষণ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে ছিল। গ্রামের উন্নতির কথা, লোকের অভাব আপদের কথা, এখান হইতে স্থির হইয়া এখান হইতেই তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা হয়। রামহরি ইচ্ছা করিয়া নিজেই ইহার সেক্রেটারী হইয়াছেন; তিনি সুধার নিকট হইতে শ্রীশচন্দ্রের লেখা কাগজের তাড়াটি চাহিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে সুধার না জায়ের রোকাগুলি একত্রে সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া আনাইয়াছেন, আর শরচ্চন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহার "রিয়ালমা" গ্রন্থখানি চাহিয়া লইয়া উভয়ের উপর উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখাইয়া লইয়াছেন, "স্থলপদ্মপুরের প্রকৃত ইতিহাস—প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড।

বিদেশী কোন লোক এই ক্লব দেখিতে আসিলে রামহরি তাহাকে প্রথম এই দুইখানি পুস্তক দেখাইয়া বলেন, "ইহা না হইলে আমরা মানুষ হইতাম না; ইহার ভিতর এমন কতকগুলি মন্ত্র আছে, যাহার বলে, মানুষ মানুষের গলায় ছুরী মারিতে গিয়া, হঠাৎ হস্তের ছুরী ফেলিয়া দিয়া বলে—"ভায়ে ভায়ে কি বিবাদ করিতে আছে'? এস আমরা পরস্পর আজ আলিঙ্গন করি! লোকে আশ্চর্য্য হইয়া রামহরির কথা শুনে, এবং আগ্রহ করিয়া বলে, আমাদিগকেও এই মন্ত্র শিখাইয়া দিন।" দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে ইহার যতই অধিক প্রচার হয়, ততই ভাল!

রামহরি সুধু এই ক্লবের সেক্রেটারী নহেন—সেবক সম্প্রদায়ের দীক্ষার ভার শরচ্চন্দ্র রামহরির উপর প্রদান করিয়াছেন।

তিনি দেশী বিদেশী উপযুক্ত লোক পাইলেই তাহাদিগকে সেবকের দলে দীক্ষিত করিয়া, একটি করিয়া তাম্রের অঙ্গুরীয় তাহাদের অঙ্গুষ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলেন, "ভাল যাহা কায়মনোবাক্যে তাহার সাহায্য করিবে, মন্দ যাহা কায়মনোবাক্যে তাহার সংস্রব হইতে দূরে থাকিবে ; যেখানে দেখিবে, এই অঙ্গুরীয় পরিয়া কোন লোক কোনরূপ সাহার্য্য প্রার্থনা করিতেছেন, সহস্র স্বার্থ নষ্ট করিয়াও সে কার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য প্রদান করিবে। কার্য্যের ভার তোমার উপর—বিশ্বাস করিও, ইহা ভগবানের আদেশ, ফলাফলের বিবেচনা তিনি করিবেন।"

বিধুভূষণের যত্নে ও প্রয়াসে সেবকের দলে সহস্রাধিক ছাত্র যোগদান করিয়াছেন। সকলে অনুমান করিতেছেন, ইঁহারাই ভারতের 'Real band of hope'—প্রকৃত আশা স্থল ; স্বদেশের দুর্দ্দিন নিবারণের জন্য জ্ঞানের ভিতর দিয়া, কর্ম্মের ভিতর দিয়া, প্রেমের ভিতর দিয়া, সেবা ও আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া, রাজভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া—ভগবদাদেশে এ দেশ সমুদিত হইয়াছেন !!!

যখন ফুল ফুটিবার সময় হয়, তখন দুই একটি মুকুল কচিৎ কোথায় সর্ব্বাগ্রে দেখা দেয় ; লোকে মনে করে, দেশ জুড়িয়া ফুল ফুটিবার আর বহু বিলম্ব নাই ! শ্রীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই সেবকসমিতি অকালে উদয়ে কথঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ হইলেও এই মুকুল স্বরূপ ; ঠিক আদর্শ না হইলেও আদর্শস্থানীয়।

সমাপ্ত